আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ১৬ || সোমবার || মাঘ ২ || ১৪২৮ || জমাদিউস সাঃ ১৪ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 16 || 17 January || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

আজ সোমবার মার্টিন লুথার কিং ডে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সোমবার মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র দিবস পালন করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় এ বছর ১৭ জানুয়ারি, সোমবার পালিত **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

ওমিক্রনই মহামারির সমাপ্তি?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন এবং ইউরোপ জুড়ে রাজনীতিবিদ এবং কিছু জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবেলাকে একটি নতুন পদ্ধতির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, যেহেতু করোনাজনিত অসুস্থতাটি দৈনন্দিন জীবনের একটি স্থায়ী অংশ হয়ে উঠছে। উদাহরণস্বরূপ, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ গত সপ্তাহে ঘোষণা করেন, 'নাগরিকদের এটির সাথে বাঁচতে শিখতে হবে, যেমনটি আমরা অন্যান্য অনেক ভাইরাসের সাথে করি।' এবং তিনি বলেন যে, ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা করার জন্য দেশকে আরো নিবিড়ভাবে প্রস্তুত করতে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সামঞ্জস্য করা উচিত। ফ্রান্সের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অলিভিয়ের ভেরান সম্প্রতি বলেছেন যে, ফ্রান্সের উচ্চ স্তরের সংক্রমণ এবং শক্তিশালী টিকা দেওয়ার হার 'হয়তা' করোনার চূড়ান্ত ঢেউকে হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। ডিসেম্বরে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা ব্রিটেন তার অবস্থান থেকে **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

এন৯৫ মাস্ক পরতে উৎসাহ দিচ্ছে সিডিসি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা শুক্রবার করোনা ভাইরাসের বিস্তার কমাতেআরো বেশি করে আমেরিকানদের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



হ্যাটট্রিক গড়লেন আইভী

ঢাকা ডেস্ক: নারায়ণগঞ্জে সিটি করপোরেশন (নাসিক) নির্বাচনে বেসরকারিভাবে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেলিনা হায়াৎ আইভী মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। টানা তৃতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হলেন তিনি। ১৯২ কেন্দ্রের ফলাফলে নৌকা প্রতীকে আইভী পেয়েছেন ১৬১২৭৩ ভোট। আর হাতী প্রতীকে স্বতন্ত্র প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকার পেয়েছেন ৯২১৭১ ভোট। এর আগে আজ রোববার সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে একটানা বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রায় ৫০ শতাংশ **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ঠেকাবে করোনা
তিন বাঙালীর গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক জার্নালে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোভিড রোগীদের সারিয়ে তুলতে 'মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি' তৈরি করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়েছে দেশের বিভিন্ন **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সাক্ষাতকারে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত
ভিন্নমত ও বিরোধীদের কথা শুনতে হবে



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আর্ল রবার্ট মিলার বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে শপথ নেন ২০১৮ সালের ১৩ই নভেম্বর। তিনি এর আগে বতসোয়ানা প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র ফরেন সার্ভিসের ক্যারিয়ার সদস্য মিলার ১৯৮৭ সালে পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গসহ ভারত, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রে ভাবমূর্তি উন্নয়নে লবিস্ট নিয়োগ করতে পারে বাংলাদেশ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ.কে. আব্দুল মোমেন চীনের বেইজিং-এ দিয়াওইউতাই স্টেট গেস্টহাউসে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ঢাকাতেই মারা গেছেন হারিছ চৌধুরী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এক সময়কার দাপুটে রাজনীতিবিদ এবং বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাবেক রাজনৈতিক উপদেষ্টা হারিছ চৌধুরী গত সেপ্টেম্বর মাসের তিন তারিখে ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা যান বলে নিশ্চিত করেছেন তার কন্যা সামীরা তানজীন চৌধুরী (মুন্নু)। তাকে ঢাকার কাছে একটি গোরস্থান দাফন করা হয়। **(বাকি অংশ ৪ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামভীতি ছড়াতে ১০৬ মিলিয়ন ডলারের অর্থায়ন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের সমর্থন ও নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করা সবচেয়ে বড় সংস্থা তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০১৭ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামভীতি ছড়াতে ১০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থায়ন করা হয়েছে। Ôমূলধারায় ইসলামভীতি' নামের এক প্রতিবেদনে কাউন্সিল অন আমেরিকান- **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহ্মদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
MOST POPULAR COURSES:
Software Testing with Selenium & Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // January 17 // 2022

আলবেনীতে বাফা'র নতুন সভাপতি সঞ্জয়, সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের রাজধানী আলবেনীতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের সামাজিক সংগঠন 'বাংলাদেশ আমেরিকান ফাউন্ডেশন অব আলবেনী-বাফা'র দ্বি-বার্ষিক (২০২২-২০২৩) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ জানুয়ারী রোববার কোহোসে বাফা'র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত নির্বাচনে সঞ্জয় সিকদার সভাপতি এবং ডা. মোহাম্মদ ফরহাদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ



নিউইয়র্ক: আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের (এবিপিসি) নব নির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৪ জানুয়ারী সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ইটজি চাইনিজের পার্টি হলে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মীর ই ওয়াজিদ শিবলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলামের পরিচালনায় নব নির্বাচিত কমিটির কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কবি মিশুক সেলিম। এই সময় নির্বাচন কমিশনের অন্যতম সদস্য জাহিদ শরিফ উপস্থিত ছিলেন।

শপথ নেয়া কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি মীর ই ওয়াজিদ শিবলী, সিনিয়র সহ সভাপতি আকবর হায়দার কিরণ, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, প্রচার সম্পাদক নিহার সিদ্দিকী, কার্যকরি সদস্য শহীদুল ইসলাম, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আমজাদ হোসেন। এ ছাড়াও ভার্চুয়ালি শপথ গ্রহণ করেন সহ সভাপতি শিব্বির আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ সাজ্জাদ হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক ফারহানা চৌধুরী।

শপথ গ্রহণের পূর্বে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কবি মিশুক সেলিম বলেন, আমাদের উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আমরা নির্বাচন পরিচালনা করেছি। নির্বাচন পরিচালনায় যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

নির্বাচন কমিশনের সদস্য জাহিদ শরিফ বলেন, আমাদের ভুল বুঝার কোন কারণ নেই। কারণ আমরা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করেছি। ভুল ব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি সৃষ্টিরও প্রয়োজন নেই। তিনি নব নির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আশা করি এই কমিটি সংগঠনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বলেন, নির্বাচন কমিশন আমাদের স্বচ্ছ একটি কমিটি উপহার দিয়েছেন। তবে আমাদের এই সংগঠনের কিছু উচ্চাভিলাসী কর্মকর্তা নিজেদের কারণে সংগঠনে ভাঙ্গন সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। আমি ৫ বছর এই সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেছি। এই ৫ বছরে আমাদের অনেক সফলতা এবং ব্যর্থতা রয়েছে। তারপরেও বলতে পারি একটি সুন্দর মনোভাব নিয়ে এবং সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বজায় রেখে এই সংগঠন পরিচালনা করেছি। আজকে আমার কাছে ভাল লাগছে একটি সুন্দর পরিবেশে দায়িত্ব হস্তান্তর করছি। তিনি নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মীর ই ওয়াজিদ শিবলী এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান। নব নির্বাচিত সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক তাদের দায়িত্ব দেয়ার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান এবং সকলের মতামতের ভিত্তিতে এই সংগঠনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার আহবান জানান। তারা বলেন, আমরা সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বজায় রেখে সাংবাদিকদের পেশাদারিত্বে পাশাপাশি এই সংগঠনকে একটি পরিবারের সংগঠনে পরিণত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভায় কার্যকরি কমিটির সদস্য পদে একজনকে কো-অপ্ট করার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি আগামী দিনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অভিষেক অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। -প্রেস



করোনায় আক্রান্ত প্রিসিলা : হাসপাতালে ভর্তি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী তরুণী ফাতেমা নাজনীন প্রিসিলা। এক সময় অভিনয়, মডেলিং, নাচ ও গানের চর্চা করতেন। গান গেয়ে নিউইয়র্কে পুরস্কারও পেয়েছিলেন। নিউইয়র্কের ব্রডওয়ে শোতে পারফর্মের জন্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তবে সব ছাপিয়ে প্রিসিলা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিচিত পেয়েছেন 'মানবিক কন্যা' হিসেবে। জনপ্রিয় ইউটিউবার প্রিসিলা বিভিন্ন সময় অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এই শীতের মধ্যেও বাংলাদেশের পাঁচ শতাধিক মানুষকে জ্যাকেট ও গরম কাপড় দিয়েছেন। গত কয়েক মাসে দেশের নিম্নআয়ের মানুষদের স্থাপন করে দিয়েছেন ৩০টির বেশি নলকূপ।

সবার প্রিয় প্রিসিলা করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত তিনদিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। প্রিসিলা নিজেই শুক্রবার (১৪ জানুয়ারী) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে ভর্তি আছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য সবার কাছে দোয়াও চেয়েছেন তিনি। অসুস্থতার কারণে পূর্বনির্ধারিত সব অনুষ্ঠানও আপাতত স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রিসিলা। শুক্রবার প্রিসিলা তার ফেসবুক স্ট্যাটসে লিখেছেন 'আমি করোনায় আক্রান্ত হয়ে আজ প্রায় তিনদিন হাসপাতালে ভর্তি। অনেক দুঃখিত যে আমি ফোন রিসিভ করতে পারছি না, সব নির্ধারিত প্রোগ্রামগুলোর তারিখ স্থগিত করা হয়েছে। দোয়া করবেন সবাই।'

বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন
এবং
বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ
৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

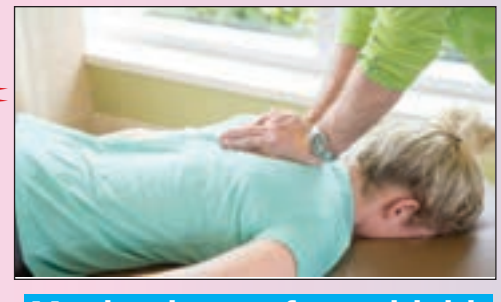
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F



বিয়ানীবাজার সমিতির পাঁচ উপদেষ্টা মনোনীত

(শেষের পাতার পর)

গত ৯ জানুয়ারী রোববার রাত ৭টায় জ্যামাইকার ফাতেমা গ্রোসারীর দ্বিতীয় তলায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান এর সভাপতিত্বে সভা সঞ্চলনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুল নুর হারুন। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআনে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন জামাল হোসেন ও দু'আ পরিচালনা করেন কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান (দুখু)।

সভায় বক্তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বি-য়ানীবাজারবাসী বিগত বিয়ানীবাজার সমিতির নিবার্চনে বর্তমান কমিটিকে বিপুল ভোটে নিবাচিত করায় সকলের প্রতি চির কৃতজ্ঞ। আগামীতে সকলের আরো সমর্থন ও সহযোগীতা পেলে আমরা সমিতিকে আমেরিকায় একটি



মডেল বাংলাদেশী সংগঠনে রূপান্তরিত করতে চাই। সেক্ষেত্রে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম ও পরামর্শ চাই।

সভায় সমিতির গঠনতন্ত্রের ধারা অনুসারে উপস্থিত কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে ২০২২-২০২৩ সালের জন্য বিয়ানীবাজার সমি-তির পাঁচ জন উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়। নিউইয়র্কে বসবাসরত অনেক জ্ঞানী-গুণী ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ থাকা সত্ত্বেও পরিষদের ক্ষুদ্র পরিসর থাকার কারণে সবাইকে উপদেষ্টা পরিষদে নেয়া সম্ভব হয়নি। সকলের প্রতি সম্মান রেখেই সভায় উপদেষ্টা পরিষদ মনোনীত করা হয়।

মনোনীত পাঁচ জন উপদেষ্টা হলেন: হাজী বুরহান উদ্দিন কপিল (সাবেক সভাপতি), আহমেদ এ হাকিম (সাবেক সাধারণ সম্পাদক), হাজী শফিকুর রহমান (সাবেক কোষাধ্যক্ষ), হাজী সিরাজুল ইসলাম ও হাজী সামসুল ইসলাম (বিশিষ্ট ব্যবসায়)।

সভায় সমিতির সহ সভাপতি ফয়জুর মিয়া, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান (দুখু), সাংগঠনিক সম্পাদক আবু তৈয়ব মোঃ তালহা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, দপ্তর সম্পাদক আব্দুল হামিদ, প্রচার সম্পাদক আব্দুল হাকিম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান শাহিন মালিক, কার্যকরী সদস্য মোঃ খলকুর রহমান, জামাল হোসেন, মোহাম্মদ রাজ্জাক (মুন্না), নুর উদ্দিন, ফখরুল ইসলাম, হোসেন আহমদ ও মোঃ আবু তাহের উপস্থিত ছিলেন।



মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেমের ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অবশেষে না ফেরার দেশে চলে গেলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিতি মুখ বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম। তিনি শনিবার (১৫ জানুয়ারী) ব্রুকলীনের মাইমোনিডেস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার বাউরিয়া ইউনিয়নের সন্তান। মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্কের ব্রুকলীন বসবাস করছিলেন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথেও জড়িত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৫/৬ বছর ধরে কিনডী সমস্যা সহ শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। মরহুমের নামাজে জানাজা রোববার সন্ধ্য ৭টার দিকে ব্রুকলীনের বায়তুল জান্নাহ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। **শোক প্রকাশ:** আবুল কাশেম-এর ইন্তেকালে বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী, জেবিবিএ'র নবনির্বাচিত সভাপতি গিয়াস আহমেদ, জাসাস যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি কাজী আযম, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা ফিরোজ আহমেদ, ফারুক চৌধুরী প্রমুখ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

ঢাকাতেই মারা গেছেন হারিছ চৌধুরী

(প্রথম পাতার পর)

কিছু নিকটজন এবং ওলামা-মাশায়েখ অনেকটা গোপনে করা এই জানাজায় শরিক হন।

বেশ কিছুদিন ধরে হারিছ চৌধুরীর মৃত্যু নিয়ে তার চাচাতো ভাই আশিক চৌধুরী ফেসবুকে স্ট্যাটাসে ইঙ্গিত দিলেও সরাসরি কিছু বলেননি। তখন থেকে বিষয়টি আলোচনায় আসে। পরে সাংবাদিকদের তিনি জানান হারিছ চৌধুরী লন্ডনে মারা গেছেন। ফলে কয়েকদিন ধরে তার মৃত্যু নিয়ে ধুম্রজালের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু আমেরিকাপ্রবাসী জাস্ট নিউজের সম্পাদক মুশফিকুল ফজল আন-সারীকে হারিস চৌধুরীর মেয়ে সামীরা তানজীন চৌধুরী মুন্নু জানান, তার বাবা ঢাকাতেই মারা গেছেন।

এর আগে হারিছ চৌধুরীর অবস্থান নিয়ে ছিল নানা গুঞ্জন- কেউ কেউ বলতেন তিনি ইংল্যান্ডে, কেউ বলতেন আমেরিকায়, আবার কেউ বলতেন ইরানে। কিন্তু সবার ধারণা ভুল প্রমাণিত করেছেন হারিছ চৌধুরী। দেশেই থেকেছেন। কখনো তাবলিগ জামাতের হয়ে দ্বীনের দাওয়াতে গেছেন, আবার কখনো করেছেন মসজিদে ইমামতি।

মুশফিকুল ফজল আনসারী তার ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে জানান, হারিছ চৌধুরীর কন্যা সামীরা বলেছেন, শেষ গোসল, অন্তিমযাত্রা আর আতর গোলাপ ছিটিয়ে আন্তিম শয়ানে শুইয়ে দেওয়ার কাজটি করেছেন তিনিই।

সামীরা বলেন, সিলেটের কানাইঘাটে পারিবারিক গোরস্থানে দাদুর কবরের পাশে বাবাকে সামাহিত করার কথা। কিন্তু আশিক চাচা (আশিক চৌধুরী) সাহস করলেন না।

হারিছ চৌধুরীর আত্মগোপনে থাকাকালে পরিবারের সঙ্গে খুব সামান্যই যোগাযোগ হয়েছে উল্লেখ করে সামীরা বলেন, বাবা চাইতেন, যা হয় তার ওপর দিয়ে যাক। সন্তান হিসেবে আমাদের, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি তিনি যে রাজনীতি করতেন সেই রাজনৈতিক নেতৃত্বও যাতে তার কারণে কোনো বিপদে না পড়ে সেজন্য কারো সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতেন না। মাঝেমধ্যে তিনি ফোনে সবার খোঁজ নিতেন। সর্বশেষ তিনি যখন আমাকে কাছে চাইলেন তখন সব প্রায় শেষ।

সামীরা আরও বলেন, আমি কয়েক ঘণ্টার নোটিশে সব ছেড়েছুঁড়ে ২৭ আগস্ট ঢাকা পৌঁছাই। ততোক্ষণে বাবা লাইফ সাপোর্টে। করোনা থেকে নিউমোনিয়া হয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে। বাঁচাতে পারলাম না বাবাকে। আমি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এক মুহূর্ত আড়াল করতে চাইনি। সবসময় তার পাশে বসেছিলাম। ভয় আর শঙ্কা আমাদের সব তছনছ করে দিল। মাত্র কয়েক দিন আগে ছোট চাচা (সেলিম চৌধুরী) স্ট্রোক করে মারা গেলেন। তার আগে মারা গেলেন হাসনাত চাচা (হারিছ চৌধুরীর ছোট ভাই), হারালাম এক ফুপু ও চার ফুপাকে। এমন বিপর্যয় আর কোনো পরিবারে হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

হারিছ চৌধুরীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তার মেয়ে বলেন, এর সবটাই রাজনৈতিক। আমার বাবা হঠাৎ করে রাজনীতিতে আসেননি। ১৯৭৭ সাল থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করেছেন, সিলেট জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাকে যুবকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ছিলেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব। তিনি জিয়াউর রহমান এবং খালেদা জিয়ার মতো রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সাথে নি-বিড়ভাবে কাজ করেছেন। সবকিছুকে ছাপিয়ে আমার বাবা ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। যিনি অস্ত্র হাতে দেশের জন্য লড়েছেন। তার সন্তান হিসেবে অবশ্যই আমি গৌরববোধ করি।

তার বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে সামীরা বলেন, এসব অভিযোগ কোন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে আসেনি, বলেন! এগুলোর ভিত্তিও আমাদের কারো অজানা নয়। পারিবারিকভাবে চৌধুরী পরিবার অসচ্ছল নয়। জন্মের আগে থেকে ট্রলারের ব্যবসা আর ছোটবেলা থেকে আমাদের গাড়ির শো-রুম দেখে আসছি। ঢাকা এবং সিলেটে বৃটিশ আমল থেকে আমাদের পরিবার ঐতিহ্যমি-ত। ক্ষমতায় থাকাকালে গুলশানে একটি বাড়ি সরকারি নিয়মানুযায়ী রাজউক থেকে কিনেছিলেন যা সরকার পরবর্তীতে বাতিল করে ফেরত নিয়েছে। আর কী এমন আছে! আমার দাদা সিও (সার্কেল) অফিসার ছিলেন, এমএলএ ইলেকশনও করেছেন। তার সব ছেলে-মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। আমার বাবা নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং লোক প্রশাসনে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। আমাদেরকেও সুশিক্ষিত করে গড়েছেন। আমি আইন পাশ করে বৃটিশ গর্ভর্নমেন্টের লিগ্যাল ডিপার্টমেন্টের আই-নজীবী হিসেবে কাজ করেছি। আমার ছোট ভাই নায়েম চৌধুরী (জনি) লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিকস থেকে মাস্টার্স করে সিনিয়র এনার্জি ট্রেডার হিসেবে জুরিখে কাজ করছে।

হারিছ চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে তার মেয়ে বলেন, আমি ২২ বছর থেকে দেশের বাইরে। পরপর দুই চাচা ও ফুফু মারা গেলেন। এর বাইরে আমি তেমন কাউকে চিনি না। আশিক চাচাই বাবার সাথে যোগাযোগ রেখে সব করতেন বলে জানি। দাদার নামে বাবার প্রতিষ্ঠিত এতিমখানা, মাদ্রাসা সব তিনিই দেখাশোনা করেন। আমার ভাইয়ের মাধ্যমে সহায়তা দিই। আমরা আশিক চাচার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। চাচাই মৃত্যু সংবাদটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন।

তার বাবা লন্ডনে মারা গেছেন বলে আশিক চৌধুরী যে মন্তব্য করেছেন সেটার প্রসঙ্গে সামীরা বলেন, হয়তো কোনো চাপে বা পরিস্থিতির কারণে তিনি এমনটা বলে থাকতে পারেন। এই একই কারণে তিনি বলেছিলেন সিলেটে দাফন করা নিরাপদ হবে না। আমার সাথে এ বিষয়ে তার কোনো কথা হয়নি।

আমার বাবার মতো একজন বিশাল ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হোক সেটা সন্তান হিসেবে আমার কাম্য হতে পারে না, যোগ করেন সামীরা।



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

সুন্দরবন
ইসিএ 'পর্যালোচনা কাদের স্বার্থে?

সুন্দরবনের চারপাশে নির্ধারিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ১০ কিলোমিটার এলাকা তথা ইসিএ (ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া) 'পর্যালোচনা' করার যে উদ্যোগ নিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, সেটাকে সরলভাবে দেখার অবকাশ নেই। শনিবার সমকালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের এমন ভাষ্য আমাদের উদ্বিগ্ন না করে পারে না। মন্ত্রণালয়ের সচিব যদিও বলেছেন, এরই মধ্যে উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য এই পর্যালোচনা; পাল্টা প্রশ্ন হতে পারে- কারা এই প্রশ্ন তুলছে? আমরা জানি, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ অনুসারে ১৯৯৯ সালেই দেশের প্রথম ইসিএ ঘোষণা করা হয়েছিল সুন্দরবন ঘিরে। প্রাকৃতিক এই ম্যানগ্রোভের জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে এর বিকল্পও ছিল না। বস্তুত মূল প্রতিবেশ অঞ্চলের চারপাশে এভাবে 'ডোন্ট ডিস্টার্ব জোন' গড়ে তোলা বৈশ্বিকভাবেই স্বীকৃত সুরক্ষা ব্যবস্থা। প্রতিবেশী ভারতেও বন ও বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ কৌশল হিসেবে এই সীমারেখা ১০ থেকে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এখন, দুই দশকেরও বেশি সময় পরে এসে যারা এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, তারা আর যা-ই হোক সুন্দরবনের মঙ্গল চাইতে পারে না। আমরা আশঙ্কা করি, যারা সুন্দরবনের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় পরিবেশ দূষণকারী কলকারখানা স্থাপন করেছে এবং স্থাপন করতে দিয়েছে; এই 'পর্যালোচনা' তাদেরই স্বার্থ রক্ষার অপপ্রয়াস।

আমাদের মনে আছে, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সুরক্ষায় ২০১৭ সালের আগস্টেই উচ্চ আদালত সেখানে নতুন কোনো শিল্পকারখানা স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা এবং বিদ্যমান স্থাপনাগুলো সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নানা গড়িমসির পর আদালতের নির্দেশে ২০১৮ সালের এপ্রিলে সুন্দরবনের ইসিএ এলাকায় বিদ্যমান স্থাপনার তালিকা উপস্থাপন করেছিল পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এতে থলের বেড়াল বের হয়ে এসেছিল। তখনই দেখা গিয়েছিল, বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ সুন্দরবনের আশপাশে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে অন্তত ১৯০টি শিল্পকারখানা রয়েছে, যেগুলো রীতিমতো 'অনুমোদিত'। তার মধ্যে ২৪টিই ছিল 'লাল' শ্রেণিভুক্ত বা ব্যাপক হুমকিমূলক। এই আশঙ্কা অমূলক হতে পারে না যে, উচ্চ আদালতে উপস্থাপিত ওই 'সরকারি' প্রতিবেদনের ভাষ্যের চেয়ে প্রকৃত পরিস্থিতি আরও নাজুক ছিল। গত কয়েক বছরে পরিস্থিতির আরও যে অবনতি ঘটেনি- সে নিশ্চয়তাই বা কে দেবে? উচ্চ আদালতের নির্দেশনা প্রতিপালন দূরে থাক; এখন এসে খোদ ইসিএর 'পর্যালোচনা' কি অবৈধ স্থাপনাগুলোকেই বৈধতা দেওয়ার পাঁয়তারা? প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা এবং এর দায়-দায়িত্ব নিয়ে সমকালের কাছে বন বিভাগ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মধ্যে চাপানউতোরের যে চিত্র সমকালের আলোচ্য প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, সেটাও যথেষ্ট সন্দেহজনক।

আমরা মনে করি, বিদ্যমান ইসিএর পর্যালোচনা হতে পারে শুধু এই অর্থে যে, এরই মধ্যে স্থাপিত কলকারখানা কীভাবে সরিয়ে নেওয়া এবং নতুন স্থাপনা কীভাবে রোধ করা যায়। উচ্চ আদালতের নির্দেশনার সরল ও স্পষ্ট মর্মার্থ সেটাই। তার বদলে ইসিএ এলাকা কমিয়ে আনার অর্থ হবে রাষ্ট্রের নিজের ঘোষিত আইন ও নীতির বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরের অবস্থান।

মনে রাখতে হবে, সুন্দরবনের নির্বিঘ্ন থাকা শুধু বনটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশ্বের বৃহত্তম এই প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভের সঙ্গে বাংলাদেশের ভৌগোলিক, প্রতিবেশগত এমনকি সাংস্কৃতিক তাৎপর্য গভীরভাবে জড়িত। এই বন যেমন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো দুর্যোগে আমাদের প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে, তেমনই এর বনজসম্পদ দেশের অর্থনীতিতে বিপুল ভূমিকা রেখে চলেছে। জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে এই বনের স্বাতন্ত্র্যও বিশ্বে বাংলাদেশকে দিয়েছে আলাদা পরিচিতি। বিবিধ গুরুত্ব, তাৎপর্য ও স্বাতন্ত্র্যই কিন্তু সুন্দরবনকে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল ও রামসার সাইটের মর্যাদা দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত এত গুরুত্ব সত্ত্বেও সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে যান্ত্রিক নৌযান চলাচল, বনদস্যুদের গাছ ও প্রাণী শিকার এর স্বাভাবিক প্রতিবেশ বিনষ্ট করে চলেছে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো এসেছে সুন্দরবনের চারপাশে ক্রমবর্ধমান হারে কলকারখানা স্থাপন। এর ওপর যদি ইসিএ এলাকা কমিয়ে আনা হয়, তাহলে বনটির প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ কতটা বজায় থাকবে?



ড. আতিউর রহমান

করোনাজনিত অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

করোনা সংকট পুরো বিশ্ব অর্থনীতিকেই এক ধরনের অস্থিরতার মধ্যে রেখেছে। এই ভালো তো, এই মন্দ। একটার পর একটা ভেরিয়েন্ট আসছে। বিশ্বজুড়ে তাই বইছে সীমাহীন অনিশ্চয়তা ও দুর্ভাবনার পাগলা হাওয়া। বাংলাদেশও এর বাইরে নেই। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি চলমান এই সংকট ভালোভাবেই সামাল দিয়ে জোর কদমে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার এই সাহসী পদচারণ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও আর্থিক সংস্থার নজরে পড়েছে। সর্বশেষ বিশ্বব্যাংকের ২০২২ সালের অর্থনৈতিক পূর্বাভাসেও এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ মেলে।

গত বছরের জুনে সরকারের পক্ষ থেকে (জাতীয় বাজেট প্রস্তাবে) চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৭.২ শতাংশ হবে প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল। কাছাকাছি সময়েই বিশ্বব্যাংক প্রক্ষেপণ করেছিল ৫.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির। ওই সময়ই আমরা বলেছিলাম করোনাজনিত অর্থনৈতিক স্থবিরতা থেকে উত্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বিষয়টি বিশ্বব্যাংকের প্রক্ষেপণে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। আরো বলেছিলাম যে বছর শেষে (অর্থাৎ ২০২১-এর শেষ নাগাদ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতিধারা বিবেচনা করে তাদের এই প্রক্ষেপণ বাড়তে পারে। বাস্তবেও তাই হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের 'বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে তারা বলেছে, ২০২১-২২-এ প্রবৃদ্ধি ৬.৪ শতাংশ হতে পারে। তার মানে তারা আগের প্রক্ষেপণের চেয়ে ১.৩ শতাংশ বাড়িয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাদের প্রতিবেদনে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার ধারার মধ্যেও বাংলাদেশের বাড়ন্ত অর্থনীতির বিবেচনায় বলা হয়েছে–'উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশ উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়ে থাকবে।' উল্লেখ্য, ২০২২ এবং ২০২৩-এ পুরো বিশ্বের প্রবৃদ্ধি কমবে বললেও বিশ্বব্যাংকের প্রক্ষেপণ অনুসারে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বাড়বে। আমার নিজের ধারণা, চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের শেষ নাগাদ প্রবৃদ্ধির হার বিশ্বব্যাংকের প্রক্ষেপিত হার ৬.৪ শতাংশের চেয়েও বেশি হবে। আমি অবাক হব না যদি আমাদের বাজেটে প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশের খুব কাছাকাছিই তা হয়। তবে তা অনেকাংশ নির্ভর করছে করোনাভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রনের আক্রমণ কতটা কিভাবে সামাল দেওয়া হবে তার ওপর। বিশেষ করে সর্বশেষ এই আক্রমণের সময়ও আমরা টিকা কার্যক্রম কতটা ক্ষিপ্র এবং কৌশলের সঙ্গে চালু রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যবসা-বাণিজ্য সচল রাখতে পারব, তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে এই সাফল্য।

এটা এখন প্রতিষ্ঠিত যে অর্থনৈতিক ধাক্কা সামাল দেওয়ার সক্ষমতা বেশি হওয়ার কারণেই বাংলাদেশ অন্য বেশির ভাগ দেশের চেয়ে ভালো করছে। আর সামষ্টিক অর্থনীতির এই শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি হয়েছে বিগত ১০-১২ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ ও সেগুলোর বেশির ভাগের সফল বাস্তবায়নের ফলেই। এই পুরো সময় ধরে বাংলাদেশের সরকারের অর্থনৈতিক নীতির তিনটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল–১. উচ্চ প্রবৃদ্ধিমুখী নীতি প্রণয়নের সময় অন্তর্ভুক্তিকে যথাযথ অগ্রাধিকার দেওয়া, ২. অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি অন্য অংশীজনদের সঙ্গে যুগপৎ কাজ করার পরিবেশ উন্নয়ন এবং ৩. নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার পাশাপাশি উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও নিত্যনতুন প্রযুক্তির কল্যাণমুখী প্রয়োগ উৎসাহিতকরণ।

বিশ্বব্যাংকের ওই প্রতিবেদনেও তাই দেখা যাচ্ছে তারা বলছে, আগামী দিনে বাংলাদেশের সামনে শক্তিশালী ও টেকসই পুনরুদ্ধারের যে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তার পেছনে প্রধানত কাজ করছে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা, বেগবান রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং বর্ধিষ্ণু শ্রম আয়। উল্লেখ্য, কৃষির লাগাতার সাফল্য, রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভর করেই বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাফল্যের এই পাটাতন তৈরি করেছে। মনে রাখতে হবে, এই প্রবৃদ্ধির ৬০ শতাংশেরও বেশির ভাগের উৎস আমাদের ভোগ তথা অভ্যন্তরীণ চাহিদা। বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও এই বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে নিতে সক্রিয়। তাই ইপিজেড, হাই-টেক পার্ক ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার দিকে সরকারও বাড়তি নজর দিচ্ছে।

আমাদের সামনে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে এটা যেমন স্পষ্ট, তেমনি এটাও সত্য যে এই সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। আমার নিজের পর্যবেক্ষণে গত বছর (২০২১) আমাদের সার্বিক পুনরুদ্ধার সন্তোষজনক হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির কারণে দেশের নাগরিকরা বিশেষত নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো উল্লেখযোগ্য মাত্রায় চাপের মুখে পড়েছে। অনেক কষ্টে তারা ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। শিক্ষিত তরুণদেরও কাজের সুযোগ সংকুচিত করে ফেলেছে করোনা।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম তাদের বৈশ্বিক ঝুঁকি প্রতিবেদন ২০২২-এ কর্মসংস্থান ও জীবিকার সংকটকে বাংলাদেশের জন্য প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেছে। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা আরো আগে থেকেই বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে কর্মসংস্থান তৈরির ওপর জোর দিচ্ছিলেন। তবে এ ক্ষেত্রে আশার কথা এই যে আমাদের নীতিনির্ধারকরাও কিন্তু মধ্যম মেয়াদের মধ্যেই কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধির পরিকল্পনা এরই মধ্যে দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন

এই বাস্তবতায় আগামী ২০২২ সালেও মূল্যস্ফীতিকে একটি সহনীয় মাত্রায় ধরে রাখাই আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে হয়। তবে আশার কথা, আমাদের রপ্তানি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। রেমিট্যান্সও চলতি অর্থবছরে ২৫ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি হবে বলেই মনে হচ্ছে। কাজেই ব্যালান্স অব পেমেন্ট আবার ইতিবাচক হবে অল্প সময়ের মধ্যে। তাতে ডলার ও টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল হবে। কাজেই করোনার নতুন ঢেউয়ে বৈশ্বিক বাণিজ্যে বড় ধরনের ধাক্কা না খেলে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলেই মনে হয়। সে জন্য টাকার মান বাংলাদেশ ব্যাংক যেভাবে ধীরে ধীরে কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা অব্যাহত রাখতে হবে। পারলে বিলাসী পণ্য আমদানি কমনোর জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে। অন্যদিকে রপ্তানির জন্য দরকারি কাঁচামালসহ অন্যান্য পণ্যের শুল্ক আরেকটু কমিয়ে রপ্তানিকারকদের জন্য বাড়তি উৎসাহ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম তাদের বৈশ্বিক ঝুঁকি প্রতিবেদন ২০২২-এ কর্মসংস্থান ও জীবিকার সংকটকে বাংলাদেশের জন্য প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেছে। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা আরো আগে থেকেই বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে কর্মসংস্থান তৈরির ওপর জোর দিচ্ছিলেন। তবে এ ক্ষেত্রে আশার কথা এই যে আমাদের নীতিনির্ধারকরাও কিন্তু মধ্যম মেয়াদের মধ্যেই কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধির পরিকল্পনা এরই মধ্যে দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকালের মধ্যে এক কোটি ১৩ লাখের বেশি কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সে জন্য মেগাপ্রকল্পগুলোর বেশ কয়েকটি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করার ওপর জোর দিচ্ছে তারা।

আমাদের মাথাপিছু আয় এই মহামারিজনিত স্থবিরতার মধ্যেও দুই হাজার ৫৫৪ মার্কিন ডলার হয়েছে। তবে বিশ্বব্যাংক বলছে, ২০১০ থেকে ২০১৯-এর মধ্যে গড়ে ৪ শতাংশ হারে মাথাপিছু আয় বাড়লেও ২০২১ থেকে ২০২৩-এ এই বৃদ্ধির হার কমে ২ শতাংশ হবে। আমার মতে, এটা প্রত্যাশিতই। কারণ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির বিচারে আমরা এরই মধ্যে অবাক করা অগ্রগতি অর্জন করেছি। আমাদের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তি অনেকটাই বেড়েছে। তাই প্রবৃদ্ধির হার একটু কম হতেই পারে। তবে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে এই বর্ধিত আয়ের সুষম বণ্টন। আর এই সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য দরকার কাজের সুযোগ বাড়ানো। সমাজের নিচের দিকের মানুষের আয়-রোজগার বাড়ানোর জন্য নানা উদ্যোগ নিতে হবে। সামাজিক সুরক্ষাও আরো জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি সব ধরনের বিনিয়োগকে বেগবান করার বিকল্প নেই।

আমাদের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ৮১ শতাংশ আসতে হবে ব্যক্তি খাত থেকে। এ জন্য একদিকে বেশি বেশি বিদেশি বিনিয়োগ ও দেশি বড় আকারের বিনিয়োগ যেমন দরকার হবে, একই সঙ্গে এমএসএমই খাতের বিকাশও জরুরি। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিবেদন বলছে, বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ পেতে বাংলাদেশের এ মুহূর্তে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তাদের মতে, মার্কিন-চীন দ্বৈরথের কারণে বাংলাদেশে এমন বড় বিনিয়োগের প্রবাহ চলমানই থাকবে। তবে আমার মতে, বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনায় আমাদের যে ইতিবাচক ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে এবং আমাদের ঋণ-জিডিপি অনুপাতও এ ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। কার্যকর ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি নিশ্চিত করা গেলে মধ্যম মেয়াদে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগে আরো বড় উল্লম্ফন সম্ভব বলে মনে করি।

আর দেশজ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের কৃষিসহ এমএসএমই খাতের দিকে আরো বেশি নীতি-মনোযোগ

নামাজের সময়-সূচী

জানুয়ারি	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
ফজর	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫২
সূর্যোদয়	৭.১৫	৭.১৫	৭.১৪	৭.১৩	৭.১৩	৭.১২	৭.১১
জোহর	১২.০৬	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৮	১২.০৮
আসর	৩.১৬	৩.১৭	৩.১৯	৩.২০	৩.২১	৩.২২	৩.২৩
মাগরিব	৪.৫৮	৪.৫৯	৫.০০	৫.০১	৫.০৩	৫.০৪	৫.০৫
এশা	৬.১৭	৬.১৮	৬.১৯	৬.২০	৬.২১	৬.২২	৬.২৩

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নাগরিক সাংবাদিকতার আদি আমেরিকা থেকে বর্তমান বাংলাদেশ



সিফাত আরা তাবাসসুম

নাগরিক সাংবাদিকতা ইন্টারনেট আশীর্বাদপুষ্ট নাগরিকের মত প্রকাশের অনন্য সংযোজন। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অনলাইনে নাগরিক সাংবাদিকতার উচ্চারণ ঘটেছে ধাপে ধাপে এবং এই মুহূর্তে বিগত বছরের চেয়ে এর চর্চা ও জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। যদিও নাগরিক সাংবাদিকতার তাত্ত্বিক ও শেকড় নিয়ে ধারনাটা এই বলয়ের বাইরের গোষ্ঠীর কাছে অস্পষ্টই।

পেশাদার সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠত্ব যতই থাকুক, আদি সাংবাদিকতা মূলত নাগরিক সাংবাদিকতাই। তাহলে কবে ছিল এই নাগরিক সাংবাদিকতার জন্মলগ্ন? সেই ইতিহাস এখন অনেকটা পুরাকথা। বিভিন্ন সংস্করণও রয়েছে। যেমন- আব্রাহাম জ্যাপরুডারকে (Abraham Zapruder) 'নাগরিক সাংবাদিকতার জনক' বলা হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি হত্যাকান্ডের আটান্ন বছর হতে চলছে। গণনা করা হয় নাগরিক সংবাদিকতারও বয়স আটান্ন হবে।১৯৬৩ সালে জন এফ কেনেডিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সেই মুহূর্তটিকে জ্যাপরুডার ধারণ করেন তার সাধারণ চলমানদৃশ্য ধারণ ক্যামেরায়। এই আধ্যেয়টিকে নাগরিক সাংবাদিকতার আদি দৃষ্টান্ত মানা হয় এবং জ্যাপরুডারকে বলা হয় নাগরিক সাংবাদিকতার পথিকৃৎ।

নাগরিক সাংবাদিকতার জন্ম ইতিহাসের আরেক পর্ব ঔপনিবেশিক যুগের। আমেরিকার প্রথম পত্রিকা প্রকাশকারী পেশায় ছিলেন বোস্টন শহরে বই বিক্রেতা ও প্রকাশক। বেঞ্জামিন হ্যারিসের (Benjamin Harris) পত্রিকা পাবলিক অকারেন্সেস (Publick Occurrences) প্রকাশ হয়েছিল ১৬৯০ সালে। এর শেষ পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হতো যেন নগরবাসীরা বন্ধু বা প্রতিবেশীদের সাথে পত্রিকা বিনিময়কালে তাতে স্থানীয় ঘটনা বা পাদটিকা হাতে লিখে দিতে পারে। ইউনিভার্সিটি অব মিসৌরিতে (University of Missouri) সাংবাদিকতা অনুষদের জন্মলগ্ন ১৯০৮ সাল হচ্ছে পেশাদার সাংবাদিকতা শিক্ষার যাত্রাবর্ষ। তাহলে এর পূর্বে যারাই সংবাদ সংগ্রহ, প্রকাশ ও বিতরণে কাজ করেছেন, তারা সকলেই মূলত নাগরিক সাংবাদিক ছিলেন।

ইন্টারনেটের সূতিকাগার যেমন আমেরিকা, নাগরিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রও তেমনি গড়ে উঠেছিল আমেরিকাতেই। আলোচিত নাগরিক সাংবাদিকতার দৃষ্টান্তগুলো সেকারণেই যেন হয় আমেরিকাতে, নয়তো আমেরিকাকে ঘিরে। পোশাকি নাম 'সিটিজেন জার্নালিজম' বহুল ব্যবহৃত হতে থাকে ২০০০ সালের দিকে, তখন সাংবাদিকতা, নাগরিক সাংবাদিকতা আর অনলাইন কমিউনিটি নিয়ে আমেরিকায় পাল্টাপাল্টি আলোচনাও তুঙ্গে। ইন্টারনেটের বাড়ন্ত প্রসারণ এবং নাগরিকদের মাঝে অনলাইন জনপ্রিয়তা নাগরিক সাংবাদিকতাকে উজ্জীবিত করেছিল। ওয়েব ২.০ নাগরিক সাংবাদিকতার শ্রী বৃদ্ধি করে। বলা চলে নাগরিক সাংবাদিকতা গতিপ্রাপ্ত হয় এবং নাগরিকবান্ধব হয়। ডিজিটাল ডিভাইসের 'স্মিম অ্যান্ড স্লিক' হয়ে ওঠার প্রতিযোগিতায় মোবাইল, ল্যাপটপ, ক্যামেরা সবার হাতে হাতে যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, অনলাইনে ততই সরবরাহ বেড়েছে কনটেন্টের। উদাহরণ হিসেবে ফেসবুক, টুইটারের নামোল্লেখ করা তো যায়ই, একই সাথে কোরিয়ান পোর্টাল OhMyNews.com এবং আমেরিকান গণমাধ্যম সিএনএন এর আইরিপোর্ট (iReport) নাগরিক সাংবাদিকতার বিচরণক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

অ্যাবোটাবাদে বিন লাদেনের আখরাতে যখন আমেরিকান সৈন্যদের হামলা চলছিল, এর দু'তিন কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থানকারী এক ব্যক্তি লাইভ-টুইট করে যাচ্ছিলেন এমন একটি সিক্রেট মিশন নিয়ে। জাপানে ভূমিকম্প ও সুনামি বিপর্যয়কালে লাইভ টুইটার আপডেট দেখা গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে টুইটার বিপব, ফেসবুক বিপ্লব তাদের আন্দোলনকে চাঙ্গা করতে সহায়তা করেছিল।

এগুলোর অধিকাংশই সম্ভব হয়েছিল, সাধারণ মানুষের কারণে, যাদের নাগরিক সাংবাদিকতায় বিশ্ববাসী নিয়মিতভাবে জানতে পেরেছিল সর্বশেষ খবরটি। এভাবে নাগরিক সাংবাদিকতা আর আমেরিকায় আটকে থাকেনি। খবর প্রস্তুতকারী, খবর পাঠকারী এবং খবরের প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকারী সকলেই বৈশ্বিকতার অংশ হয়ে উঠেছে ততদিনে।

বিশ্বে যখন নাগরিক সাংবাদিকতার এমন জনপ্রিয়তা, বাংলাদেশও এই ধারার বাইরে থাকেনি।

বাংলাদেশে নাগরিক সাংবাদিকতা করার মত কী আছে? ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক মার্ক গেসার ২০০৬ সালে বলেছিলেন, "সিটিজেন জার্নালিজমের পেছনের ধারণাটি হলো, যাদের প্রাতিষ্ঠানিক সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ নেই তারা আধুনিক প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে নিজেরা অথবা অন্যের সহায়তায় একটি বিকল্প অথবা তথ্য-যাচাইয়ের মাধ্যম তৈরি করতে পারে। যেমন ধরা যাক, আপনি নগর পরিষদের সভা নিয়ে নিজের ব্লগ অথবা একটি অনলাইন ফোরামে লিখতে পারেন। এমনকি আপনি একটি মূল গণমাধ্যমের সংবাদপত্রের খবরের তথ্য যাচাই করতে পারেন এবং তথ্যগত ভ্রান্তি বা পক্ষপাতিত্ব নিয়ে ইঙ্গিত দিতে পারেন আপনার ব্লগে। অথবা আপনি আপনার এলাকায় পরিবেশন করার মত কোনো ঘটনার একটি ডিজিটাল ছবি তুলতে পারেন এবং অনলাইনে পোস্ট করতে পারেন। অথবা আপনি সেই একই ঘটনার একটি ভিডিওচিত্র ধারণ করতে পারেন এবং ইউটিউবের মত একটি ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে পারেন।"

নাগরিক সাংবাদিকতা প্রকারান্তরে নাগরিক মত ও মুক্তমত প্রকাশের একটি ধরনও। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার ও নাগরিকের মধ্যে ভাব বিনিময়ে বা প্রতিক্রিয়া বিনিময়ে নাগরিক সাংবাদিকতা কার্যকরি। এমনকি মূলধারার গণমাধ্যম যখন নাগরিক বিশ্বস্ততা হারায় তখন নাগরিক সাংবাদিকতাই নাগরিকের চাহিদা মেটায়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন বয়সীদের ইন্টারনেট নির্ভরতা ক্রমে বাড়ছে। বিটিআরসির তথ্য মতে গত সেপ্টেম্বরে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৫ কোটি ছাড়িয়েছে। আর মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সাড়ে আট কোটি। সুতরাং অনলাইনে কনটেন্ট সরবরাহ থাকছে নিয়মিত এবং প্রতুল।

ফেইসবুক জনপ্রিয়তার মাঝেও বিষয় হিসেবে নাগরিক সাংবাদিকতা বেছে নিয়ে নষড়ম.নফহবংি২৪.পড়স এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পেরেছে। ফলে সমগ্র বাংলাদেশের সেই সব সংবাদ উঠে আসছে, যা মূল ধারার গণমাধ্যমে হয় প্রকাশিতই হয় না অথবা পরিশীলিত কাঠামোতে ছাপা হয়।

ফেইসবুক জনপ্রিয়তার মাঝেও বিষয় হিসেবে নাগরিক সাংবাদিকতা বেছে নিয়ে নষড়ম.নফহবংি২৪.পড়স এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পেরেছে। ফলে সমগ্র বাংলাদেশের সেই সব সংবাদ উঠে আসছে, যা মূল ধারার গণমাধ্যমে হয় প্রকাশিতই হয় না অথবা পরিশীলিত কাঠামোতে ছাপা হয়।

নাগরিক সাংবাদিকতার এই চর্চায় বরিশালের নাগরিক উত্তরবঙ্গের নাগরিকের সমস্যা জানতে পারছে। চট্টগ্রামের নাগরিক সাংবাদিক তার প্রতিবেদন নিয়ে মন্তব্য বিনিময় করছে খুলনার নাগরিক সাংবাদিকের সাথে। ফ্রান্সের সেইন নদী থেকে প্যারিস দেখার আবেদন নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীর ভিডিও প্রতিবেদনের পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে চাঁদপুরের নাগরিক সাংবাদিকের ভিডিও প্রতিবেদনে ডাকাতিয়া নদীটির বেহাল দশা।

হাসপাতালের চিকিৎসা সংকট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রধান সড়কে যানজট সমস্যা, বাসের অন্যায্য ভাড়া, বর্জ্য অব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সময় এলাকাভিত্তিক নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়েও প্রতিবেদন করছেন নাগরিক সাংবাদিকেরা। লিখিত প্রতিবেদন প্রকাশ ছাড়াও নাগরিক সাংবাদিকরা নিজেরাই ছবি ধারণ করছে, ভিডিও ধারণ করছে।

এসব প্রতিবেদন অনেক ক্ষেত্রেই মূলধারার গণমাধ্যমের পূর্বেই উঠে আসছে। অনলাইনে সাড়াও পাচ্ছে মূলধারার গণমাধ্যম থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর চেয়ে। তাহলে কি নাগরিক সাংবাদিকতা মূল ধারার গণমাধ্যমকে টপকে যাচ্ছে? পেশাদারি সাংবাদিকতার বিপরীতে নাগরিক সাংবাদিকতার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক এখনো অব্যাহত। ডেভিড সাইমন বলেছেন, "শখের বশে লেখালেখি করা আনপেইড ব্লগারদের পক্ষে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, পেশাদার, ঝানু সাংবাদিকদের জায়গা দখল করা সম্ভব নয়।" এরকম মনোভাব পোষণকারীর সংখ্যা কম নয়। এতে করে নাগরিক সাংবাদিকতা চর্চা বরাবর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আবার এতে নাগরিক সাংবাদিকতার সংজ্ঞায়নও প্রসারিত হচ্ছে। ফলে নাগরিক সাংবাদিকতার চর্চা থেমে থাকেনি। নাগরিকের পক্ষ থেকে প্রত্যাহবানই তো হচ্ছে নাগরিক সাংবাদিকতা। নাগরিকের ইন্দ্রিয়কে সচেতন করে নাগরিক সাংবাদিকতা। আবার সচেতন ইন্দ্রিয়ের নাগরিকই কাঙ্খিত নাগরিক সাংবাদিক। তাই নাগরিক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

NUR BEPARY AUTO REPAIR
& BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

ভাসানী নিয়ে রনো তখন কী বলেছেন, এখন কী বলছেন

আনিস চৌধুরী

প্রথম আলোতে গত ২৬ ডিসেম্বর এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে হায়দার আকবর খান রনো মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা তাঁর বিশ্বজনীন, মানবতাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদবিরোধী আদর্শকে যাঁরা ধারণ করেন, তাঁদের সবাইকে ব্যথিত করেছে। রনো তাঁর মন্তব্যে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মাওলানা ভাসানীর রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'মাওলানা ভাসানী সেই সময়টাতে যে অবস্থান নিয়েছেন, সেটা সমর্থন করা যায় না। আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। তিনি বুঝতে পেরে বললেন, তুমি তো কমিউনিস্ট। আমার থেকে শত হাত দূরে থাকো। আমি এখন যে রাজনীতি করব তার সঙ্গে তোমাদের রাজনীতি মিলবে না। কমিউনিজম ও কমিউনালিজম একসঙ্গে চলে না। আমি এখন একটু কমিউনালিজম করব। এটা দরকার আছে।'

মাওলানা ভাসানী সম্পর্কে রনোর এ মন্তব্য এর আগে তিনি 'মাওলানা ভাসানী: নিপীড়িত জনতার নেতা' শীর্ষক নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। মাওলানা ভাসানী পরিষদ নিউইয়র্কের পক্ষ থেকে ওই নিবন্ধ আমি সম্পাদনা করছিলাম। এখানে রনোর সেই লেখাটি উদ্ধৃত করা হলো:

'ভাসানী ছিলেন চিরসংগ্রামী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তাঁর কণ্ঠ থেমে যায়নি। শাসক দল আওয়ামী লীগের দুঃশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোরালো কণ্ঠস্বর ছিলেন। ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধেও তিনি অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি আগে থেকেই অনুমান করেছিলেন, লাখ লাখ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা বিপদাপন্ন হতে



পারে। যাই হোক, আমিসহ আরও কেউ কেউ তাঁর ভারতবিরোধী অবস্থান পছন্দ করতাম না। আমার কাছে মনে হতো তাঁর ভারতবিরোধী অবস্থান সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যুক্ত। সারা জীবন ধরে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়েছেন এমন একজন মানুষের কাছ থেকে সাম্প্রদায়িক অবস্থান আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। সে কারণে তিনি যখন পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, সে সময়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি তাঁকে তাঁর ভারতবিরোধী অবস্থানের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি যা করছি সেটা আমার একটা কৌশল। আমি যা করছি সেটা আমাকে করতে দাও। কিন্তু তুমি ও অন্যরা আমার থেকে বহু দূরে থাকো।'

তবে ওই নিবন্ধে হায়দার আকবর খান রনো মাওলানা ভাসানী সম্পর্কে বহু প্রশংসাসূচক বাক্য লিখেছেন। যেমন পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভাসানীকে দেখতে গেলে তিনি বলেছিলেন, 'সত্যিকারের একটা কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের প্রয়োজন। মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি নয়। একটা সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করো।' রনো লিখেছেন, '...মাওলানা ভাসানী কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু তাদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। কমিউনিস্টরা তাঁর ওপর নির্ভর করতে পারতেন। মাওলানা ভাসানী সর্বান্তঃকরণে একজন সমাজতান্ত্রিক ছিলেন। তিনি শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাস করতেন। তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী। মাওলানা ভাসানী একজন আধুনিক মানুষ ছিলেন, তিনি কখনোই রক্ষণশীল হতে পারেন না।' (পাতা-২৫১-৫২)

প্রথম আলোর সাক্ষাৎকারে মাওলানা ভাসানী সম্পর্কে রনোর আগের এসব বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেনি।

লেখক: সিডনি প্রবাসী গবেষক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.
ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন
DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S
DR. BORNALI HASAN MD
চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।
মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।
উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের শাখা দু'টি
JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE), (718) 480-8877 (DENTAL)
SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE), (718) 779-1300 (DENTAL)
General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
ভায়রা ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
সেখে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE
IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com
SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent
SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

আলবেনীতে বাফা'র নতুন সভাপতি সঞ্জয়, সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ

(৩ পাতার পর)

সাদিক আহমেদ, জুবায়ের রহমান এবং শফিকুর রহমান নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করেন। বাফা'র নির্বাচিত অন্য সদস্যরা হলেন: পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ডা. হুমায়ুন কবির, ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ খান তুষার, সহ সভাপতি সোহেল আহমেদ, অর্থ সম্পাদক মিজানুর রহমান প্রধান,



সাংস্কৃতিক সম্পাদক জয়া সাহা এবং পরিচালক রহিম বাদশা।

এছাড়াও উপদেষ্টামন্ডলীর নির্বাচিত সদস্যারা হলেন: কো-অর্ডিনেটর আবুল বাশার, উপদেষ্টা মোদাচ্ছের হোসেন, প্রকৌশলী হুমায়ুন কবির, জাবেদ মুনির, তানিয়া মনির, জগবন্ধু দেবনাথ (দেব), দিলরুবা কলি প্রমুখ।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা কিছু ঐতিহ্য রক্ষা করি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে মাহবুব খানের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএসএ'র গ্রিনকার্ডধারী। আমি একটি দোকানে কাজ করতাম। আমার জানা ছিলো না যে আমি যে দোকানে কাজ করতাম সেই দোকানের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত নয় এমন জিনিস বিক্রি হয়।

একদিন বিক্রির জন্য অনুমতি নেই এমন জিনিস বিক্রির দায়ে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করেছিলো। এই ব্যাপারে আমি খুব উদ্বিগ্ন আছি। কারণ আমি এদেশের নিয়মকানুন সম্পর্কে তেমন অবহিত নই,

এখন আমি জানতে আগ্রহী যে এই অবস্থায় আমি আমার সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করতে পারব কিনা? আর কেসের সেটেলমেন্টের আগে আমি প্রয়োজনে এদেশের বাইরে যেতে পারব কিনা? আর গেলে আবার ফিরে আসতে পারবে কিনা? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

মাহবুব খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার কেস সেটেল হবার আগেই আপনি যদি এদেশের বাইরে যান তবে কাস্টমস এবং বর্ডার প্রটেকশন ইন্সপেক্টর আপনাকে গ্রেফতার হবার বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারে- এমন কথা আপনার স্বরণে রাখা দরকার। আইন অনুযায়ী কেউ যদি ক্রিমিনাল হিসাবে সনাক্ত হয় এবং তার সম্পর্কে ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকে তবে এদেশের গভর্নমেন্ট তাকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। অবৈধ জিনিস রাখা এবং বিক্রির দায়ে কনভিকটেড হলে এ জন্যে সিটিজেনশীপ পেতে অনেক সময় লাগতে পারে বলে আমাদের ধারণা।

তবে আপনি আপনার গ্রেফতার হবার ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু লেখন নি। ইমিগ্রেশন এবং এইসব বিষয়ে নির্দিষ্ট করে অর্থাৎ সুস্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ করলে তার জন্যে অনুমান করে উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে সুস্পষ্ট করে প্রশ্নের উত্তর পেতে চাইলে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে একজন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে আলোচনা করতে পারেন। তবে এদেশ ছেড়ে বাইরে যাবার আগে আপনার কেস সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে সব জেনে নেবেন। আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার যে আপনার কেস সেটেল হবার আগেই যদি এদেশের বাইরে যেতেই হয় তবে যাবার আগেই আপনার কেসের কাগজপত্র আনবেন এবং সেগুলো সাথে করে নেবেন। তবে আপনার বিরুদ্ধে কোন ক্রাইম রেকর্ড থাকলে তার জন্য আপনার অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। সে কারণে এদশের বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকা ভালো। এবং আবারো উল্লেখ করছি যে আপনার কেস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহন করা ভালো। এবং একজন অভিজ্ঞ এটর্নী আপনাকে এ ব্যাপারে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারবেন।

নিউইয়র্ক থেকে সাধন চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি আমার স্ত্রী সন্তানের জন্যে আবেদন করায় তারা এদেশে এসেছে। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস তার গ্রিনকার্ড পাবার কতদিন পর তার সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবে।



আমার সন্তানেরা ১৮ নিম্ন বয়সের। তারা কখন তাদের সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবে। এ ব্যাপারে পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

সাধন চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনার স্ত্রী গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছেন। একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস তার গ্রিনকার্ড পাবার তিন বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে একটি আইন হচ্ছে বিয়ের দুই বছরের মধ্যে গ্রিনকার্ড পেলে তাকে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড বলে। এই কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডধারীরা তাদের গ্রিনকার্ড পাবার তিন বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

আপনি উল্লেখ করেছেন যে আপনার সন্তানেরা ১৮ নিম্ন বয়সের সেকারণে কখন তারা সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবে। এই আবেদনের উল্লেখিত নিয়ম তথ্যপত্র সংযোগ করে দিতে হবে।

(১) গ্রিনকার্ডের কপি, (২) পাসপোর্টেও কপি, (৩) সন্তানদের বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, (৪) মা-বাবার বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, (৫) মা-বাবার ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কপি, (৬) ২ কপি ছবি।

উল্লেখ্য যে, ইউএস সিটিজেনের ১৮ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা তাদের গ্রিনকার্ড পাবার পর যে কোন সময় সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারে।

ব্রুকলীন থেকে মামুন হকের প্রশ্নঃ

আমি প্রায় ৯ বছর যাবত গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে আছি। কিন্তু আমার গ্রিনকার্ডটি হারিয়ে গেছে। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে হচ্ছে- আমি কি প্রথমে গ্রিনকার্ডের জন্যে পুনরায় আবেদন করে তারপর গ্রিনকার্ড পেলে সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করাব।

মামুন হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার প্রশ্নের মত প্রশ্ন আমরা প্রায়শই পেয়ে থাকি। যাহোক এটা জরুরী নয় যে প্রথমে গ্রিনকার্ড পেয়ে তারপর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে হবে। আমাদের পরামর্শ হচ্ছে একই সঙ্গে সিটিজেনশীপ এবং গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

যদি প্রথমে সিটিজেনশীপের ইন্টারভিউ পান তবে গ্রিনকার্ড ছাড়াই সিটিজেনশীপের ইন্টারভিউ দিতে পারেন। ইন্টারভিউ এর সময় আপনার গ্রিনকার্ডের আবেদনের প্রমাণপত্র দেখাবেন। ইন্টারভিউ এ পাশ করলে শপথ নেবার সময় গ্রিনকার্ডের আবেদন প্রত্যাহার করে নেবেন। ইউএসএর নাগরিক হলে তখন গ্রিনকার্ড জরুরী নয়।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

রাজনীতি হোক সামগ্রিক কল্যাণে নিবেদিত

এস এম মোজাম্মল হক

প্রচলিত সকল নীতির মধ্যে রাজনীতিকে উত্তম নীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ রাজনীতি আবর্তিত হয় ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে জনকল্যাণমূলক কথা কাজ ও এর সামগ্রিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়াবলীকে ঘিরে। প্রকৃত রাজনীতি চর্চা হল নিজ ইচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে জনসেবার নিমিত্তে নিজকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা। রাজনীতির গোল হল নির্বাচনে জিতে কাংখিত পদ-পদবী অর্জন করা বা সমর্থিত রাজনৈতিক দলের নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সাপেক্ষে সরকার গঠন করলে রাজনৈতিক বিবেচনায় পদ-পদবী লাভের মাধ্যমে সরকার পরিচালনার কাজে অংশগ্রহন। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনসেবার যেমন স্বীকৃত কার্যক্রম পরিচালনার যোগ্যতা অর্জিত হয় পক্ষান্তরে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যয়িত সময়ের সন্মানী লাভ করা সম্ভব হয়। তবে সেক্ষেত্রে দলের উর্ধ্বতন নীতিনির্ধারকদের সাথে আস্থার সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনস্বার্থে কেবল নিজের ব্যক্তিগত কাজের ক্ষতি ও সময়ের অপচয় ব্যতিত আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির তেমন কোন বৈধ সুযোগ থাকেনা। তবে সবাই যে কেবল জনসেবার উদ্যেশ্যেই রাজনীতি করেন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্তিই তাদের উদ্যেশ্য এমন নয় বরং রাজনৈতিক পদ-পদবী ব্যবহার করে অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জনের কাজেও অনেকে আত্মনিয়োগ করেন। অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্য পীড়িত ও দূর্বল গণতান্ত্রিক চর্চার কারণেই বিভিন্ন দেশে এরূপ প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায়। তবে তা ন্যায় নীতির প্রশ্নে কতটা যৌক্তিক তার সঠিক উত্তর প্রশ্ন সাপেক্ষ বৈকি!

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রাজনীতি সর্বাপেক্ষা উত্তম নীতি কিন্তু রাজনৈতিক চর্চা শাখের করাত সাদৃশ্য যা সর্বদা উন্মুক্ত। রাজনৈতিক চর্চাকারীগণ নিজ বা দলীয় স্বার্থে কখনো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুল করে বা অন্যকোন কারণে জনস্বার্থের বিপক্ষে অবস্থান নিলেও এবং অপর পক্ষের জনকল্যাণে পেশকৃত প্রস্তাবের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও জনকল্যাণের দোহাই দিয়ে তা জনগণের জন্য গৃহীত হয়েছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করে জনরোষ থেকে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকেন। সকল রাজনৈতিক দলের দর্শন ও দলীয় ম্যানিফেস্টো এক না হলেও প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অভিন্ন নির্বাচনী স্লোগান জনকল্যাণ। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তি সময়ে আইন সভার সদস্যদের স্বাধীনভাবে আইন প্রনয়নের কাজে জনকল্যাণে অবদান রাখার ক্ষেত্রে সে স্লোগান কতটা ভূমিকা রাখতে সক্ষম তা বিভিন্ন দেশের আইন প্রনয়ন পদ্ধতি খসড়া প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদান সর্বপরি প্রস্তাবটি আইনে পরিনত করার ক্ষেত্রে পক্ষে বিপক্ষে ভোট দানের বাধ্যবাধকতা ও ব্যক্তি মানসের সিদ্ধান্ত গ্রহন এক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ যার মাধ্যমে জনকল্যাণের স্লোগান আন্তরিক না লোক দেখানো প্রকৃত গণতন্ত্র চর্চাকারী সমাজে জনগণ তা যাচাই করার সুযোগ পেয়ে থাকেন এবং পরবর্তি নির্বাচনে জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে মূল্যায়নের সুযোগ গ্রহন করেন।

প্রাণিকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষই রাজনীতি সচেতন প্রাণী। জীনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় জন্মগতভাবে রাজনৈতিক পরিবার থেকেই পরবর্তী রাজনৈতিক উত্তরসূরির আবির্ভাব ঘটে এবং কথা কাজ ও আচার আচরণে পূর্বসূরীদেও অনুসরণ অনুকরণের মত সহজ অভ্যাসের চর্চাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। রাজনীতি মূলত জনস্বার্থে এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ কওে কল্যাণ প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য হলেও রাজনীতিবিদগণ অনেক সময় নিজেদের স্বার্থে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ না করে বরংবিভক্তি সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত ও দলীয়ভাবে তার সুফলভোগের চেষ্টা করেন। আর এ ক্ষেত্রে তাদের প্রচারণার ধরণ দেশ ও অঞ্চলভেদে ভিন্ন। কোথাও ধর্ম, কোথাও বর্ণ, কোথাও জাতিগত প্রভেদ কোথাও স্থানীয় ও বহিরাগত ইত্যাদি বিভাজনকে সুচতুরভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রাচ্যের রাষ্টসমূহে বিভিন্ন ধর্মের লোকজনের বসবাসের প্রাধান্য থাকায় সেখানে বিভাজনের প্রধান উপলক্ষ্য করা হয় ধর্মকে যার প্রমাণ অনেক রাষ্টে ইতোমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অন্যদিকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে যেহেতু অভিবাসন প্রক্রিয়া বিদ্যমান এবং সেসব দেশে জনসংখ্যার বিরাট অংশ অভিবাসী তাই সেখানে স্থানীয় ও অভিবাসী এবং গাত্র বর্ণের ভিত্তিতে বিভাজন তৈরী করা হয়। স্থানীয় ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে অভিবাসী ও অশ্বেতাঙ্গ লোকজনের কারণে তাদের কর্মসংস্থান ও সুযোগ সুবিধা কমে যাওয়ার ভীতি ঢুকিয়ে কম শিক্ষিত ও উগ্র শেতাঙ্গদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে দীর্ঘদিনের ঐক্যবদ্ধ জাতিকেদ্বিধাবিভক্ত করে ফেলা হয়। ফলে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় শক্তিতে চির ধরার কারণে দ্বিধা বিভক্তির পাশাপাশি একপক্ষের প্রতি অন্যপক্ষের অবিশ্বাস তৈরী হয় যার ফলশ্রুতিতে পারস্পরিক সৌহার্দ্য কমে গিয়ে দাঙ্গা ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয় যার কুপ্রভাব জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী ক্ষতির কারণ হতে পারে।

রাজনীতি যেহেতু জনকল্যাণের জন্য তাই সব ব্যাপারে বিরাধিতার নীতি পরিহার করে উদার রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোকেদলমত নির্বিশেষে সম্মিলিতভাবে জনকল্যাণে কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া সকলের কাম্য। আশার কথা এইযে জনগণের কল্যাণ বিবেচনায় নিজ দলের কট্টর অংশের বিরোধিতা ও তিরস্কার উপেক্ষা করে উভয়কক্ষে দ্বিদলীয়ভাবে অবকাঠামো উন্নয়ন বিল পাশে ভূমিকা রাখা ও সামাজিক ব্যয়বিল (বিল্ড ব্যাক বেটার) প্রতিনিধি পরিষদ এ দ্বিদলীয়ভাবে পাশ হওয়া জনমনের আকাংখা বাস্তবায়নের পরিচায়ক যা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। তবে সরকার দলীয় ৬ জন সদস্যের অবকাঠামো উন্নয়ন বিলে অনাকাংখিতভাবে তাদের ভোটার ও দলীয় সমর্থকদের নিরাশ করে বিলের বিপক্ষে ভোট দেয়াকেও গণতন্ত্রের সৌন্দর্য হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে। এমন যদি হত যে ঐ ছয়জনের ভোট ব্যতিরেকে বিলটি পাশ হওয়া সম্ভব নয় তাহলে বিলের বিপক্ষে যতইযুক্তি থাক নিশ্চয়ই তারা বিলের বিপক্ষে ভোট দিতেননা বলে দৃঢ়ভাবে আশা করা যায়। বিল্ড ব্যাক বেটার বিলটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র বিমোচন, সামাজিক সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ব্যাপক ভূমিকা রাখার কারণে বছর শেষের পূর্বেই সিনেটে বিলটি পাশ হবার প্রবল সম্ভাবনা আশা করা হলেও বিরোধীদল বরাবরের মতই বিলটির বিরোধিতা করে এমনকি সরকার দলীয় একজন সিনেট সদস্যও বিরোধিতা করে ফলে বিলটি পাশ হয়নি। বিজ্ঞজনদের আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় বিরোধিতাকারী সদস্যের নির্বাচনী এলাকা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ, তাই বিলটি পাশ হলে তাঁর নির্বাচনী এলাকার দরিদ্রজনগণ বেশী উপকৃত হবে। ফলে নতুন বছরের শুরুতে উক্ত সদস্য এমনকি বিরোধীদলীয় কিছু সদস্যের সমর্থনে দ্বিদলীয়ভাবে বিলটি পাশ হবে বলে দেশের সর্বস্তরের জনগণসহ জলবায়ুর প্রভাবে অতিষ্ঠ সারা বিশ্বের কল্যাণকামী জনগোষ্ঠি আশা পোষণ করছে। ভবিষ্যত রাজনৈতিক সংস্কৃতি জনআকাংখা পূরণে দ্বিধাবিভক্তির পরিবর্তে সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে বলে সকলের প্রত্যাশা।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও গবেষক।
জামাইকা, নিউইয়র্ক।



ভাবনার বিষয় বাণিজ্য ঘাটতি



আবু আহমেদ

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইউএস ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে গেছে। আর টাকার মান ধরে রাখতে গত কয়েক মাস বাংলাদেশ ব্যাংক দুই বিলিয়নের বেশি ডলার বাজারে ছেড়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে ৫০ শতাংশের বেশি আমদানি বেড়েছে। মূলত আমদানি বেড়ে যাওয়ার কারণেই ডলারের চাহিদা বেড়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই চাহিদা বাড়লে ডলার বেশি দামে কিনতে হয়। বিষয়টি চাহিদা-সরবরাহ নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। ডলারের সরবরাহ বেশি হলে টাকার মান বাড়বে, ডলারের সরবরাহ কমে গেলে টাকার মান কমবে। মূলকথা, যার চাহিদা যত বাড়বে, তার দামও তত বেশি। এই মুহূর্তে দেশে ডলারের চাহিদা বেশি। মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রতি ডলারের দাম এখন সরকারিভাবে (ব্যাংক রেট) ৮৬ টাকার বেশি। আর কার্ব মার্কেটে (অনানুষ্ঠানিক বাজার) ৯১-৯২ টাকা।

এই পরিস্থিতিতে একটা চিন্তার বিষয় হলো ডলারের সরকারি দাম ও কার্ব মার্কেটের দামের মধ্যে পার্থক্য বেড়ে যাওয়া। যে ব্যবধান সাধারণত দুই-আড়াই টাকার মধ্যে থাকতে দেখা গেছে, সেটা বেড়ে এখন চার-পাঁচ টাকা হয়ে গেছে। এই পার্থক্য বৃদ্ধির বড় সমস্যা হচ্ছে তাতে হুন্ডি (অবৈধ চ্যানেলে অর্থ প্রেরণ) উৎসাহিত হবে। বিশেষ করে রেমিট্যান্স বা প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ আসতে বিকল্প পথ হিসেবে হুন্ডির আশ্রয় নেবে। কারণ তাতে প্রবাসীরা রেট বেশি পাবেন। হুন্ডির মাধ্যমে আগেও দেশে অর্থ এসেছিল। এখন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে ডলারের দামের পার্থক্য বেড়ে যাওয়ায় হুন্ডির ব্যাপ্তিটা বেড়ে যাবে। এর ফলে প্রবাসীদের আয় দেশে এলেও তা সরকারি হিসাবে আসবে না বা ডলার হিসাবে দেখানো যাবে না, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে যাবে না। অর্থাৎ অর্থটা দেশে এলেও ডলারটা থেকে যায় দেশের বাইরে, যেহেতু হুন্ডিতে স্থানীয়ভাবে টাকা দেওয়া হয়। ফলে ডলারটি আমাদের অর্থনীতিতে প্রবেশ করবে না। এটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর।

প্রশ্ন হতে পারে বিকল্পটা কী? একটা বিকল্প হচ্ছে স্থানীয় মুদ্রা তথা টাকাকে ফ্রি ফ্লোটে (চাহিদা-সরবরাহ নীতির ওপর) ছেড়ে দেওয়া। এর ফলে টাকার মান পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্ধারণ হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষতির দিক আছে। কারণ ডলার কেনাবেচায় বাংলাদেশ ব্যাংক যদি হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে দেশের ব্যাংকিং চ্যানেলেই ডলারের দাম বেড়ে ৯১-৯২ হয়ে যেতে পারে। তখন আমদানি ব্যয় বেড়ে মূল্যস্ফীতির সৃষ্টি করবে। দেশে এমনিতেই আমদানি বেশি হচ্ছে। মূল্যস্ফীতিও বাড়ছে। এর ওপর টাকার মান কমতে থাকলে আমদানি ব্যয় আরো বেড়ে মূল্যস্ফীতি ঘটাবে। তখন উৎপাদন ব্যয়ও বেড়ে যাবে। আরেকটি উপায় হচ্ছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে বাজারে ডলার ছাড়া, যেটা এরই মধ্যে করেছে।



এই অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক শাঁখের করাতের মধ্যে পড়ে গেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি যদি হস্তক্ষেপ করে, যা ডলার বাজারে ছেড়ে করছে, তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ক্ষয় হতে থাকবে। আবার যদি নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয়, তাহলে টাকার মান দ্রুত পড়তে পারে, যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে আমদানি ব্যয়, উৎপাদন ব্যয় ও মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়া। এই উভয় সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের আরেকটা পথ অবলম্বন করতে হবে। সেটা হচ্ছে আমদানি সীমিত করা। অর্থাৎ আমদানির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করে দেওয়া বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। যেমন–শুল্ক বাড়িয়ে বিলাসজাতীয় পণ্য আমদানিতে নিরুৎসাহ করা। দ্বিতীয় উপায় হলো অভ্যন্তরীণভাবে খরচ কমানো তথা সরকারের ব্যয় সংকোচন।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের দেখতে হবে, যদি মূলধনী যন্ত্রপাতি বেশি আসে, তাহলে উদ্বেগের কিছু নেই। বরং সেটাতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু ভোগ্য পণ্য ও বিলাসদ্রব্য যদি বেশি আসে তা অবশ্যই নিরুৎসাহ করা উচিত। এখন আমাদের চাল আমদানি হচ্ছে আগের চেয়ে বেশি, যা রিজার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে ডলারের দাম বাড়ছে। চাল আনা বন্ধ রাখা যাবে না। তেল আমদানিও বন্ধ রাখা যাবে না। তাই বিলাসদ্রব্য আমদানি নিরুৎসাহ করা উচিত। আরেকটা দিক হচ্ছে, রপ্তানি আয় বাড়ানো, যেটা বাংলাদেশ কয়েক মাস ধরেই ভালো করছে। বিশেষ করে আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের অর্ডার অনেক বাড়ছে। তাই বাংলাদেশ ততটা সমস্যার সম্মুখীন হবে না–এটা আশা করা যায়। তবে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে, এই সুযোগে বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও আইএমএফের মতো বিদেশি ঋণদাতারা আমাদের ঋণ দিতে চাইবে। কারণ বাংলাদেশের মতো দেশের যখনই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিম্নমুখী হয়, তখন রিজার্ভ ধরে রাখা নিয়ে চিন্তিত থাকে। এ সুযোগে দাতারা ঋণ দিতে চায়। সতর্কতার বিষয় হলো, এই ঋণগুলো নেওয়ার সময় আমাদের একটু চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। কারণ যে যেটা সাধে, সেটা নেওয়া উচিত নয়। এভাবে ঋণ নিয়ে কিন্তু শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান বিপদে পড়েছে।

সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থাৎ সাধ্যের মধ্যে থেকে ব্যয় করতে হবে, সাধ্যের বাইরে গিয়ে নয়। নতুন প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে চিন্তা করতে হবে, এতে যদি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের প্রশ্ন থাকে, তাহলে সেটা আপাতত স্থগিত রাখা উচিত। কারণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যখনই ১০ বিলিয়ন বা এ ধরনের অঙ্কে কমে যাবে, তখন চারদিকে একটা অসন্তুষ্টি বা খারাপ সংকেত ছড়িয়ে পড়বে যে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্ভবত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের টাকার মান যেমন ধরে রাখতে হবে, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ধরে রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আরেকটি ভালো দিক হচ্ছে বর্ধিত সংখ্যায় বিদেশে কর্মী প্রেরণ। তাই আমি মনে করি না বাংলাদেশ অন্য দেশের মতো স্থানীয় মুদ্রার মান হারাতে থাকবে। সেটা হলে আমাদের জন্য বেদনাদায়ক হবে।

সুতরাং যারা বলে যে টাকার অবমূল্যায়ন করা হোক বা ফ্রি ফ্লোটে দেওয়া হোক, আমি তাদের দলে নেই। আমি মনে করি, মাঝেমধ্যে দরকার অনুযায়ী রিজার্ভ থেকে ডলার সরবরাহের নীতিটি সঠিক। এর পাশাপাশি অর্থনীতি পূর্ণ মাত্রায় সচল হওয়ার আগ পর্যন্ত আমদানি সীমিত ও সরকারি ব্যয় সীমিত করতে হবে।

আগামী ছয় মাস দেশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে যদি কভিডজনিত বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, তা অর্থনীতিকে নিরুৎসাহ করবে। বাসের অর্ধেক আসন খালি রাখা, রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়া যাবে না বা শর্ত সাপেক্ষে খাওয়ার নিয়ম–এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা অর্থনীতিকে আবার নিরুৎসাহ করবে। তাই এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এরই মধ্যে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তাই আমাদের কোমরের বেল্ট আমাদেরই টাইট করতে হবে এবং আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী চলতে হবে।

সারা পৃথিবীতে মূল্যস্ফীতি শুরু হয়ে গেছে। সেটা থেকে আমরা রক্ষা পাব না। তবে আমাদের মূল্যস্ফীতি যাতে অন্তত বৈশ্বিক গড়ের নিচে থাকে, সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের মূল্যস্ফীতি বহুদিন ধরে একটা সীমার মধ্যে ছিল এবং মডারেট ছিল। সেটা যাতে থাকে। আগামীতে যে বাজেট আসছে তাতে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে।

মোটকথা আমাদের মূল্যস্ফীতি ইস্যুটা দেখতে হবে, টাকার মানের ব্যাপারটা বিবেচনায় নিতে হবে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে নজর রাখতে হবে, আমরা কী ধরনের জিনিস আমদানি করছি সেগুলো যাচাই-বাছাই করা উচিত। রপ্তানি সহজ করতে আমাদের বন্দরের দক্ষতা বাড়াতে হবে, যাতে অর্ডার করা পণ্য পৌঁছতে সাপ্লাই চেইন ঠিক রাখতে পারি এবং বিদেশি ক্রেতারা আরো আগ্রহী হয়। সুতরাং আমাদের পদক্ষেপগুলো সুচিন্তিত হতে হবে, যাতে শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি তৈরি না হয়। আজ কেন তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে তা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

ইউপি নির্বাচন : সহিংসতার দায় নিতে হবে নির্বাচন কমিশনকেই

মাহবুব হাসান

ইউপি নির্বাচনের পঞ্চম ধাপ শেষ হয়েছে ৫ জানুয়ারী। নির্বাচনের আরও কয়েক ধাপ বাকি। প্রথম থেকে পঞ্চম ধাপ পর্যন্ত আমরা দেখলাম অনেক মানুষ খুন হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থক ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের হাতে। হামলায় ব্যবহৃত হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রসহ নানা ধারালো অস্ত্র। যাকে বলে লঙ্কাকান্ড, সেই রকম রক্তাক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে চলমান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে। গ্রামীণ জনপদের মানুষ এতটা সহিংস হয়ে উঠতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারিনি আগে। ভেতরে ভেতরে গ্রামগুলোকে রাজনৈতিকভাবে হানাহানিপ্রবণ করে তোলা হয়েছে। কে বা কারা এমনটি করেছে?

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে 'নির্বাচন গণতান্ত্রিক পরিবেশে হয়নি' শিরোনামে প্রকাশিত খবরের কয়েকটি লাইন এ রকম- মানুষ দল বেঁধে ভোটকেন্দ্রে যেতেন। পছন্দের প্রার্থীকে বিজয়ী করতেন। এখন যাদের টাকা, সন্ত্রাসী বাহিনী ও পৃষ্ঠপোষক আছে, তাদের মনোনয়ন দেওয়া হয়। এতে সব ভোটার ভোট দিতে যান না। ৫ জানুয়ারি পঞ্চম ধাপে ভোটের দিনের সহিংসতায় নিহত হয়েছেন ১০ জন। ছিল জাল ভোট, ভোটকেন্দ্র দখলসহ নানা অভিযোগ। বিনা ভোটেও জয়ী হয়েছেন অনেকে। ইউপি নির্বাচন নিয়ে বগুড়া, ঝিনাইদহ ও কুমিল্লার তিন বিশিষ্টজনের অভিমত- জামানত হারাচ্ছেন নৌকার অনেক প্রার্থী। ১৫ লাখ টাকার চেক দিয়েও মনোনয়ন পাননি একজন নৌকার প্রার্থী। জামানত হারানো নৌকার প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। বিজয়ী অধিকাংশই বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী। যে উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা শোনা গেছে, এমন অভিযোগও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে- আসলে তা নেই। ভোটার কিংবা জনগণের মধ্যে ইউপি নির্বাচন নিয়ে তেমন সাড়া নেই। টেলিভিশনে রাজনৈতিক এজেন্ট এবং অপতৎপরতার সহযোগী তাদেরকেই ভোটকেন্দ্রের চারদিকে বাঁশের লাঠিসহ বিভিন্নরকম অস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় দেখা গেছে। কিছু নির্দলীয় ইউপি চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আগামী ধাপের নির্বাচনে দাবি করেছেন প্রতিটি কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের। সন্ত্রাসী, সিলমারা পার্টি, জাল ভোটসহ সব রকম নেতিবাচকতা থামাতেই তারা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের দাবি করেছেন।

এ থেকেই ইউপি নির্বাচনের গোটা পরিস্থিতি আমরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারছি, দেশের সাধারণ মানুষও তা বুঝতে পারছেন। আর যেসব এলাকায় স্থানীয় সরকারের ইউপি নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, তারা নির্বাচনের আনন্দকে ধরে রাখতে পারেননি সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতায়। মানুষ হত্যার বেদনায় তারা কেবল মর্মাহতই নন, এসব নির্বাচনী তৎপরতার মাশুল তাদের গুনতে হচ্ছে নানাভাবে। আমরা এর মধ্যেই শুনেছি, বিদ্রোহী প্রার্থী ও নৌকার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রতি অনুগত বা তাদের জন্য ভোটের মিছিলে যোগ দিলেই তাদের দল থেকে বহিস্কারের হুমকি দেওয়া হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হয়েছেন বিএনপির একজন নেতা। তাকে এর মধ্যেই দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। বর্তমান মেয়র ডা. আইভীর বিরুদ্ধে যারা



নির্বাচনী প্রচারণায় নেমেছেন বা আইভির প্রচারণায় যোগ দিচ্ছেন না, এ কারণে মহানগর ছাত্রলীগের কমিটি বাতিল করা হয়েছে।

শান্তিপ্রিয়দের প্রত্যাশা, সাধারণ মানুষ যেন কোনোরকম ভয়ভীতি ছাড়াই নির্বিঘ্নে তাদের ভোট দিতে পারেন- সে রকম পরিবেশ নিশ্চিত করা হোক। এটাই ছিল জরুরি কাজ। নির্বাচনের সময় নির্বাচন করার লক্ষ্যে সব দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু সিইসি এ কে এম নূরুল হুদা বলেছেন, 'ওইসব হত্যাকান্ডের দায় প্রার্থীদের; কমিশনের নয়। কারণ, প্রার্থীদের উদগ্র বাসনায় বিজয় অর্জনের পথে ওইসব হত্যার ঘটনা ঘটেছে।' নির্বাচনের সময় যেহেতু প্রশাসন থাকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে- আমাদের বক্তব্য সেহেতু দায় কমিশনেরই; প্রার্থীদের নয়। নির্বাচন কমিশন দায় এড়াতে পারে না। আবার এটাও মনে রাখতে হবে, যারা জনপ্রতিনিধি হতে যাচ্ছেন, তারা সন্ত্রাসী দিয়ে জাল ভোট কেটে বিজয়ী হতে পারেন না। তাদের এই জোর যার মুলুক তার মানসিকতা প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনাকে তছনছ করে দিচ্ছে। ভোটে জেতার এই হীন মানসিকতা থেকে বোঝা যাচ্ছে, জনগণের সেবা নয়; তারা ক্ষমতায় যেতে চান, যাতে টু-পাইস কামানো যায়।

সরকার চেষ্টা করছে পুলিশের সাহায্যে নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে। কিন্তু সরকার নানা রাজনৈতিক চাপে আছে। খালেদা জিয়ার মুক্তি বিষয়ে সরকারের অবস্থান দুর্বল এবং আইন বিষয়ে আইনমন্ত্রীর ব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষ খুশি নয়। কারণ, মানুষ জানে, নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার আছে বেঁচে থাকার। খালেদা জিয়াকে সঠিক চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে হবেই। কারণ দেশে সে রকম চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বলেই নয়; যে কোনো নাগরিকের সে অধিকার আছে ভিনদেশে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার। খালেদা জিয়া কনভিকটেড আসামি বলেই যে তাকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে দেওয়া বেআইনি হবে- এ যুক্তি সংবিধান অনুমোদন করে কিনা, সেটা দেখতে হবে। মানুষ মনে করে, তার সুচিকিৎসা পাওয়ার অধিকার রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। সে দায়িত্ব সরকারের। আর সরকার সেই দায়িত্ব পালন না করলে, যে শপথ নিয়েছিল, সেই শপথ ভেঙে যায়। সরকার কি শপথ ভেঙে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে, নাকি দলমত নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি একই রকম আরচণ করবে বলে যে শপথ বাক্য উচ্চারণ করে ক্ষমতায় গেছে, সেই শপথের মর্যাদায় অটল থাকবে?

রাজনীতি ও গণতন্ত্রের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা। সংবিধান মোতাবেক আইন করে নির্বাচন কমিশন গঠনের কোনো বিকল্প পন্থা দিয়ে ওই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে রাষ্ট্রপতি যে সার্চ কমিটি গড়বেন এবং সেই কমিটিতে যারা যুক্ত হবেন, তারা রাজনৈতিক সরকারেরই আরেকজন কে এম নূরুল হুদা হতে বাধ্য- এ কথা বলে দুর্মুখরা। এ রকম নির্বাচন কমিশন সৃজনের স্বপ্ন কী করে সরকার চাইতে পারে, তা গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের বুঝে আসে না। গণতন্ত্র শক্তিশালী হলে মাঠস্তরের নির্বাচনে এমন হানাহানি, রক্তাক্ত পরিণতি দেখতে হবে না। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি-বিধিবিধানের কোনো চর্চা নেই- এই সত্য যতদিন লালিত হবে, ততই আমরা অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকব। এ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। তা না হলে বাড়তে থাকবে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবধান। কোনোভাবেই সম্পদ যেন কুক্ষিগত না হয় কিছু মানুষের ঝুড়িতে। গরিবের হাঁড়ি-পাতিল হয়ে পড়ছে শূন্য। এমনটি আমরা চাইতে পারি না। আমরা চাই সমতা। সম্পদ বণ্টনে যেন প্রত্যেক মানুষ সেই সমতা পায়। অর্থনৈতিকভাবে যেন ধনী-গরিবের ব্যবধান আকাশ-পাতাল না হয়।

সাংবাদিক নির্মল সেন দৈনিক বাংলায় তার কলামে লিখেছিলেন- 'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই'। আমরা কি সেই স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি পেয়েছি?

লেখক: কবি ও সাংবাদিক

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ইসরাইল ও প্রীতি প্যাটেলের হামাসফোবিয়া



মো: বজলুর রশীদ

ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রীতি প্যাটেল মূলত গুজরাটি। তার পরিবার ষাটের দশকে ইংল্যান্ডে স্থায়ী হয়, সেখানেই প্রীতির জন্ম। পড়াশোনা শেষ করে প্রীতি ২০১০ সালে কনজারভেটিভদের হয়ে প্রথমবার ভোটে অংশ নেন ও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। প্রীতি প্যাটেল ১৯ নভেম্বর ২০২১ ঘোষণা করেছেন, সরকার পুরো ফিলিস্তিনী ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্ট, হামাসকে 'সন্ত্রাসী' সংগঠন হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই দলের প্রতি সমর্থনদান অবৈধ ঘোষণা করছে। ইংল্যান্ডে হামাসকে যেকোনো ধরনের সমর্থনের জন্য ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড হতে পারে।

প্যাটেল হামাসকে 'মৌলিক এবং চরমপন্থী সেমিটিকবিরোধী' বলে অভিহিত করেন। তিনি দাবি করেন, এই ঘোষণা ব্রিটেনে ইহুদিদের রক্ষা করবে। তিনি আরো বলেন, 'ইহুদিবিদ্বেষ একটি মন্দ স্বভাব যা আমি কখনোই সহ্য করি না। ইহুদিরা সবসময় অনিরাপদ বোধ করে।'

ফিলিস্তিনে ইসরাইলের নির্মমতা ও সামরিক দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে হামাস একটি প্রতিরোধ আন্দোলন। প্যাটেলকে এই পদক্ষেপ নিতে কে চাপ দিয়েছে? এই কাজে কে উপকৃত হবে? এর ফলে হামাস তাদের কার্যক্রম বন্ধ করবে নাকি আরো জোরদার করবে তা বোঝা যাবে ইসরাইলি লবির তৎপরতা এবং ইসলামোফোবিক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, প্যাটেলকে কী নির্দেশনা দিয়েছিলেন তার ওপর। ইসরাইলি সাংবাদিক গিডিওন লেভি মনে করেন, 'খুব সম্ভব পর্দার আড়ালে কিছু হয়েছে'।

সাংবাদিক বারুচ ইয়েদিদ ব্যাখ্যা করেছেন, ইসরাইল ব্রিটেনের কাছে এমন তথ্য হস্তান্তর করেছে যে, হামাস তহবিল সংগ্রহ এবং অর্থপাচারের জন্য যুক্তরাজ্যকে ব্যবহার করছে। অথচ ইসরাইল অস্ত্র তৈরির জন্য যুক্তরাজ্যে অস্ত্র কারাখানা চালাচ্ছে বহু বছর ধরে। সে বিষয়ে প্যাটেলের কোনো মন্তব্য নেই। এ ধরনের একতরফা অভিমতের জন্য অনেক আগেই মুসলিম বিশ্বে ব্রাইটনদের মূল্য অনেক কমেছে।

ইসরাইলি রাজনীতিবিদরা প্যাটেলের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেটও বলেন, 'হামাস একটি সন্ত্রাসী সংগঠন'। এ বিষয়ে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তিনি বরিস জনসনকে ধন্যবাদও জানান। ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াইর লাপিদও প্যাটেলকে ধন্যবাদ জানান। আন্তর্জাতিক আইনে সামরিক দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সম্পূর্ণ বৈধ হলেও ইসরাইল পশ্চিমাদের বোঝাতে সফল হয়েছে যে, ফিলিস্তিনীদের প্রতিরোধ 'সন্ত্রাসবাদ' এবং ফিলিস্তিনিদের নির্যাতন সন্ত্রাসী কার্যক্রম নয়; আর এন্টি-সেমিটিজিম যে অপরাধ তা তো বলবৎ রয়েছেই!

২০০১ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাজ্যে হামাসের সামরিক শাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কুড়ি বছর পরে, এই নিষেধাজ্ঞা রাজনৈতিক শাখাকেও অন্তর্ভুক্ত করল। তাহলে দুই শাখার মধ্যে আর পার্থক্য রইলো না। একটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে, হামাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি দুই দশক ধরেই ব্রিটিশদের মাথা ছিল।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেনি গান্টজ ছয়টি ফিলিস্তিনি সুশীল সমাজের এনজিও গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে মনোনীত করার পরপরই প্যাটেলের প্রস্তাব বাজারে আসে। অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে সংঘটিত কথিত যুদ্ধাপরাধের পূর্ণ তদন্ত শুরু করার সিদ্ধান্তের পরপর প্যাটেল ঘুঁটি চালিয়ে দেন।

২০১৪ সালের জুলাই মাসে গাজায় হামলার সময় গান্টজ ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান ছিলেন, যুদ্ধে কমপক্ষে ২ হাজার ২৫৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়, যাদের মধ্যে ১ হাজার ৪৬২ জন বেসামরিক নাগরিক ও ৫৫১ জন শিশু ছিল। গান্টজকে এই কাজটি আইসিসির যুদ্ধাপরাধের তদন্তে প্রধান সন্দেহভাজন করে তোলে। হামাস আইসিসি তদন্তে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়; ইসরাইল তদন্ত প্রত্যাখ্যান করে। ইসরাইলের আবার নিজস্ব এক সন্ত্রাসী তালিকা আছে। ফিলিস্তিনি বিভিন্ন সংগঠন ওখানে তালিকাভুক্ত। ওরা আইসিসি তদন্তে সহযোগিতা করছে জানিয়েছে। এতেও ইসরাইল ক্ষিপ্ত। প্যাটেল যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের সাথে মিলে মধ্যপ্রাচ্যের কূটচালের অংশ হিসেবে ইসরাইলকে 'আলোর শক্তি' এবং ফিলিস্তিনি হামাসকে 'অন্ধকারের শক্তি' মনে করেন। ভাবখানা এরকম অন্ধকার দূরীভূত করা যেন এক পবিত্র দায়িত্ব। প্যাটেল নিজেকে একজন থ্যাচারিস্ট মনে করেন, মার্গারেট থ্যাচার তার পছন্দ। প্যাটেল হিন্দু ধর্ম ছেড়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। যদিও ভারতের মোদি ও হিন্দুত্ববাদ তার প্রিয়।

হামাস বলেছে, প্যাটেলের ঘোষণা 'ইসরাইলি দখলের প্রতি সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব'। ব্রিটিশ ইহুদিদের বোর্ড অব ডেপুটিজ প্যাটেলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছে, আর ইহুদি প্রচার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তকে ইসরাইলি কূটনীতির জয় হিসেবে অভিহিত করেছে। জানা যায়, ইসরাইল এবং তার শক্তিশালী লবি এই বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট গত ২১ নভেম্বর গ্লাসগোতে জাতিসঙ্ঘের জলবায়ু সম্মেলনে সাক্ষাতের সময় বরিস জনসনকে পুরো হামাসকে অবৈধ ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

২০১৭ সালে, মন্ত্রী হিসেবে, প্যাটেল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে এবং তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসনকে না জানিয়ে ইসরাইলে ফ্রিল্যান্স সফরে যান। ব্যক্তিগত ছুটিতে থাকার ভান করে, প্যাটেল বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুসহ উচ্চপদস্থ ইসরাইলি কর্মকর্তাদের সাথে বেশ কয়েকটি গোপন বৈঠক করেন। ইসরাইল তখন প্যাটেলের সম্মানে ১২টি ভোজসভার আয়োজন করে। তার বর্তমান পদে যোগদানেও ইসরাইলের হাত রয়েছে। পত্রপত্রিকায় এসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

প্যাটেলকে ফিলিস্তিনবিরোধী কোনো কাজে অনুরোধ বা চাপ দেয়ার প্রয়োজন নেই। এমনিতেই তাকে ইসরাইলের 'চিয়ারলিডার' বলে ডাকা হয়, ২০১৭ সালে থেরেসা মে সরকারের সময়, ইসরাইলের সাথে গোপন সভা করার কারণে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হন। ব্রিটিশ উন্নয়ন সহায়তা ফান্ডকে ইসরাইলি ডিফেন্স ফোর্স, আইডিএফকে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন বিধায় তাকে 'অযোগ্য' হিসেবে দায়ী করা হয়।

ওই ঘটনার পর প্যাটেল পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। পদত্যাগপত্রে প্যাটেল স্বীকার করেন, তার কাজগুলো মন্ত্রীপর্যায়ের নিয়ম ভঙ্গ করেছিল এবং 'একজন মন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশিত মানের নিচে নেমে গিয়েছিল।' পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মে নির্দেশ দেন যে, ইসরাইলের সাথে সব লেনদেন 'আনুষ্ঠানিকভাবে এবং সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে' করতে হবে।

এটা বিদ্রূপের বিষয় যে, ব্রিটিশ সরকার ইসরাইলকে এত সমর্থন করে। কারণ ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 'ইহুদি সন্ত্রাসবাদের' মধ্য দিয়েই জায়নবাদী রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। হাগানাহ, স্টার্ন গ্যাং এবং ইরগুনের সন্ত্রাসীরা ১৯৪০-এর দশকে হত্যা ও ধ্বংসের একটি প্রচারণা চালিয়েছিল। ১৯৪৬ সালে এই সন্ত্রাসীরা জেরুসালেমের কিং ডেভিড হোটেল উড়িয়ে দেয়, যার ফলে ৯১ জন নিহত এবং ৪৬ জন আহত হয়। হোটেলটি সেই সময় ব্রিটিশ প্রশাসনের সদর দফতর ছিল!

সব জায়নবাদী ইহুদি নয়- প্যাটেল এর বড় উদাহরণ। বিশ্বের অনেক ইহুদি ইসরাইলকে নিঃশর্ত সমর্থন দেয় না। কিছু অর্থোডক্স ইহুদি ইসরাইলি রাষ্ট্রের বিরোধিতাও করে। প্যাটেলের এই পদক্ষেপকে ইহুদি সম্প্রদায়ের সবাই স্বাগত জানাবে না।

হামাস ১৯৮৮ সালে পশ্চিম তীর এবং গাজা স্ট্রিপে ইসরাইলের দখলের বিরুদ্ধে প্রথম ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদার শুরুতে আবির্ভূত হয়। ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে গাজা থেকে ইসরাইলের একতরফা প্রত্যাহারের পর হামাস অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হয় যা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী মূলধারার ফাতাহ দলের বিরুদ্ধেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। তারা রামাল্লা থেকে পশ্চিম তীর এবং গাজা স্ট্রিপ উভয়ের ওপর নজরদারি ও শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৯০-এর দশকে হামাস দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। প্রাথমিকভাবে, এটি ইসরাইলি শহরে রকেট নিক্ষেপ করে বিরোধিতার সূচনা করে। হামাস ইসরাইলের অভ্যন্তরে সংঘটিত আত্মঘাতী বোমা হামলার সাথেও যুক্ত হয়। হামাস গাজার একটি আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে ইসরাইলি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ফেলে দিয়ে ইসরাইলের ভীতিতে পরিণত হয়। ইসরাইলের পুরো গাজা নিয়ন্ত্রণে হামাসই প্রতিবন্ধক। ফাতাহ ব্যাপকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অন্য দিকে হামাসের জনজীবনে সততার পাশাপাশি ইসরাইলি দখলের বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রতিরোধী শক্তির রেকর্ড অনেক বেশি।

২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে, হামাস নতুন সরকার গঠন করে। ইসরাইল এ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নও ইসরাইলের অনুগমন করে। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ২০০৭ সালের মার্চে হামাস তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ফাতাহকে নিয়ে জাতীয় ঐক্য সরকার গঠন করে। এই সরকার দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতির বিষয়ে ইসরাইলের সাথে সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব দেয়। ইসরাইল আলোচনা করতেও অস্বীকার করে, বরং হামাসকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করে সহযোগিতাবাদী ফাতাহ শাসনব্যবস্থা চালু করার ষড়যন্ত্র করে। এই ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত আলজাজিরার 'ফিলিস্তিন পেপারস'-এ রয়েছে।

২০০৮ সাল থেকে গাজায় চারটি বড় ইসরাইলি হামলা হয়। বেসামরিক জনগণের মৃত্যু এবং সম্পদ ধ্বংসই যুদ্ধের ফলাফল। মিসরের মধ্যস্থতায় ইসরাইল-হামাস বেশ কয়েকটি যুদ্ধবিরতিও হয়। হামাস চুক্তিকে সম্মান দেখালেও ইসরাইল প্রতিটি চুক্তি লঙ্ঘন করে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের হামলায় ইসরাইলি সেনাবাহিনী অনেক যুদ্ধাপরাধ করেছে যা জাতিসঙ্ঘের গোল্ডস্টোন প্রতিবেদনে বিস্তারিত নথিভুক্ত করা আছে।

২০১৭ সালে, হামাস একটি নীতিমূলক পলিসি ডকুমেন্ট প্রচার করে, যেখানে হামাস বলে যে, ইসরাইলি রাষ্ট্রের পাশাপাশি গাজা স্ট্রিপ এবং পশ্চিম তীরে পূর্ব জেরুসালেমের একটি রাজধানী শহরের সাথে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠন করা যেতে পারে। অর্থাৎ ইসরাইলি রাষ্ট্রের পাশাপাশি একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র ধারণা উপস্থাপন করে। আরো বলে, হামাসের সংগ্রাম ইহুদিদের সাথে নয় বরং 'দখলকারী জায়নবাদী আক্রমণকারীদের' সাথে। এই পদক্ষেপ হামাসের রাজনৈতিক পরিপক্বতাকে তুঙ্গে তুলে দেয়।

ইসরাইল তার পশ্চিমা মিত্রদের উৎসাহে নগ্ন সামরিক শক্তি জাহির করে গাজাকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত কারাগারে পরিণত করেছে। অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের তদন্তের বিরোধিতা করছেন বরিস জনসনও। কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অব ইসরাইলকে লেখা এক চিঠিতে জনসন বলেছেন, যদিও তার সরকার আদালতের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে, কিন্তু তারা এই বিশেষ তদন্তের বিরোধিতা করে। তিনি লিখেছিলেন, 'এই তদন্ত যুক্তরাজ্যের একজন বন্ধু এবং মিত্রের ওপর আংশিক এবং অবিচারমূলক আক্রমণের ধারণা দেয়।'

প্যাটেল দাবি করেছেন, পুরো হামাসকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে মনোনীত করার বিষয়টি দেশীয় প্রিজমের মাধ্যমে দেখা উচিত। তথাপি, হামাসের রাজনৈতিক শাখাকে ভয় দেখানো এবং অপরাধ করা ব্রিটিশ ইহুদিদের নিরাপদ করে তুলবে না। হামাসের সাথে বিরোধিতা করে ইহুদিদের নিরাপত্তা জোরদার করা কোনো কৌশল হতে পারে না, ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহ এই সত্য তুলে ধরবে।

প্যাটেলের সর্বশেষ পদক্ষেপ ইসরাইল-ফিলিস্তিনের প্রতি কনজারভেটিভ সরকারের নীতির দেউলিয়াত্ব প্রকাশ করে। তবুও ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়ার পক্ষে বারবার সংসদীয় ভোট সত্ত্বেও সরকার শুধু নড়েচড়ে বসে। প্রভাবশালী ইউরোপীয় দলগুলো হামাসকে সন্ত্রাসী তালিকা থেকে অপসারণের চেষ্টা করছে। তারা আন্দোলনের সাথে সংলাপের চ্যানেল খুলতে চায়। ঠিক এই সময়ে প্যাটেল মোক্ষম তীর ছুড়লেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে বরিস জনসন হাউজ অব কমন্সকে বলেছিলেন, কনজারভেটিভ সরকার সঠিক সময়ে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে। জনসন এখন সরকারের প্রধান। তিনি সে ওয়াদা ভুলে গেছেন। তার জন্য সঠিক সময় কখনো হয়তো আসবে না। এক শতাব্দী আগে বালফোর ঘোষণাপত্রের বিশ্বাসঘাতকতার দীর্ঘ ধারাবাহিকতার কারণে ব্রিটেন ফিলিস্তিনিদের জন্য কোনো নতুন আপদ নয়। ফিলিস্তিনিরা যে ১৯৪৮ সাল থেকে দুর্দশার মধ্যে রয়েছে এবং এর একটি অংশীদার ব্রিটেন-সেটাই প্রীতি প্যাটেল আরো স্পষ্ট করে তুললেন।

জনসন তার ২০১৪ সালের 'দ্য চার্চিল ফ্যাক্টর' বইতে লিখেছিলেন, বালফোর ঘোষণাটি ছিল 'উদ্ভট', 'একটি মর্মান্তিক অসংলগ্ন নথি'। এখন ক্ষমতার অবস্থান থেকে, একটি মারাত্মক ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন করার অনন্য সুযোগ তার হাতে। কিন্তু তার রাজনৈতিক আচরণ প্রমাণ করে তিনি সেটি করবেন না। হামাসকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা ইসরাইল এবং তার দলের দক্ষিণপন্থীদের খুশি করতে পারে মাত্র। তবে এর মধ্য দিয়ে দেশটি ফিলিস্তিনিদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার আরো একটি কালো রেকর্ড সৃষ্টি করল।

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার মধ্যপ্রাচ্যের একসময়ের শান্তি দূত এবং ইসরাইলের একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ২০১৭ সালে তিনি ঘোষণা করেন, হামাসকে বয়কট করা 'ভুল'। ব্লেয়ার স্বীকার করেছেন, নির্বাচনে জয়ের পর হামাসকে বয়কট ইসরাইলি চাপের কাছে হার মানতে তিনি এবং বিশ্বের অন্য নেতারা ভুল করেছিলেন।

ইসরাইল তার পশ্চিমা মিত্রদের উৎসাহে নগ্ন সামরিক শক্তি জাহির করে গাজাকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত কারাগারে পরিণত করেছে। অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের তদন্তের বিরোধিতা করছেন বরিস জনসনও। কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অব ইসরাইলকে লেখা এক চিঠিতে জনসন বলেছেন, যদিও তার সরকার আদালতের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে, কিন্তু তারা এই বিশেষ তদন্তের বিরোধিতা করে।

ওমিক্রনই মহামারির সমাপ্তি?

(প্রথম পাতার পর)

সম্পূর্ণভাবে সরে দাড়িয়েছে। দেশটির স্বাস্থ্য পরিষেবা 'করোনার সাথে বাঁচতে শিখুন' পদ্ধতির প্রবক্তাদের সাথে তাল মিলিয়ে এই বছরের শুরু থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে স্বাস্থ্যনীতিগুলি গ্রহণ করেছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে, স্বল্প আইসোলেশন সময়কাল এবং ইংল্যান্ডে ভ্রমণকারী লোকেদের জন্য প্রি-ডিপারচার টেস্টগুলি বাদ দেওয়া, মূলত একারণে যে, ওমিক্রন ইতিমধ্যেই এত বেশি ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে, পরীক্ষাগুলি এর বিস্তারের উপর সীমিত প্রভাব ফেলেছে। তবে, শুক্রবার পর্যন্ত দেশটিতে ৯৯ হাজার ৬ শ' ৫২ টি নতুন সংক্রমণ রিপোর্ট করা হয়েছে, গত সপ্তাহে একই দিনে রিপোর্ট করা ১ লাখ ৭৮ হাজার ২ শ' ৫০ টি সংক্রমণ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

তবে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই সপ্তাহে মৌসুমী ফ্লুর মতো ভাইরাসের চিকিৎসার বিরুদ্ধে সতর্ক করে বলেছে যে, এই আহ্বান করা খুব তাড়াতাড়ি করা হয়েছে বলে এই পরিবর্তন এসেছে। এবং ডব্লুএইচও বলেছে যে, সম্পূর্ণ করোনার সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা। এবং ওমিক্রন ভ্যারিয়ান্ট মহাদেশে আঘাত করে চলেছে, যখন বিশ্বের বেশিরভাগ জনসংখ্যা ব্যাপক টিকাদানের অভাবের কারণে অরক্ষিত রয়ে গেছে, এবং করোনার আরও বৈকল্পিক উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

এদিকে কোভিডের ওমিক্রন ভেরিয়্যান্ট বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বে রেকর্ডভাঙা গতিতে সংক্রমণ ছড়ালেও এর মধ্যেই দিগন্তে আশার আলো দেখছেন বিল গেটস। বিশ্বের অন্যতম এই শীর্ষ ধনী এবং প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ বলছেন- ওমিক্রনের সংক্রমণ শেষ হয়ে গেলে করোনা সাধারণ মৌসুমি ঠান্ডাজনিত অসুখের মতো হয়ে যাবে। সংবাদমাধ্যম সিএনবিসি এ খবর জানিয়েছে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান দেবী শ্রীধরের সঙ্গে টুইটারে এক প্রশ্নোত্তর প‡র্ব বিল গেটস করোনার বিষয়ে নিজের মতামত তুলে ধরেন। বিল গেটস টুইটারে লেখেন, করোনার বর্তমান ঢেউ কমে গেলে এ বছরের সালের বাকি সময়টায় সংক্রমণের সংখ্যা 'অনেক কম' দেখার আশা করতে পারে বিশ্ব। তিনি বলেন, সংক্রমণ কমে গেলে কোভিড মৌসুমি ফ্লু বা ঠান্ডাজনিত অসুখের মতো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বিল গেটস লিখেছেন, 'দেশে দেশে ওমিμ‡নর ঢেউয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জে মুখে পড়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, গুরুতর আক্রান্ত হচ্ছে টিকা না নেওয়া লোকজনই। একবার কোনো দেশে ওমিক্রনের সংক্রমণ হয়ে গেলে, সে দেশে বছরের বাকি সময়ে সংক্রমণের হার অনেক কমে যাওয়ার কথা। সে ক্ষেত্রে কোভিডকে তখন মৌসুমি ফ্লু'র মতো দেখা যেতে পারে।' মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং ধনকুবের জনহিতৈষী বিল গেটস বরাবরই জনস্বাস্থ্য বিষয়ে স্পষ্টভাষী হিসেবে পরিচিত। তিনি নিয়মিত কোভিড মহামারির বিষয়ে নজর রাখেন এবং মতামত দেন। এবং কোভিড ভবিষ্যতে সাধারণ ফ্লু'র মতো হয়ে যাওয়ার কথা বিল গেটসই প্রথম বলছেন না। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন– ওমিক্রনের দ্রুত বিস্তার বিপজ্জনক হলেও এর মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে তথাকথিত 'প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা' তৈরি হবে। এবং এভাবে একটা সময় কোভিড মহামারির গুরুতর পরিস্থিতির অবসান হবে। বিল গেটস তার টুইটার প্রশ্নোত্তরে বলেন, 'ওমিক্রনের সংক্রমণ অন্তত আগামী বছরের জন্য যথেষ্ঠ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করবে।' একবার কোভিডের মহামারি পর্যায় শেষ হয়ে গেলে 'আমাদের হয়তো কিছু সময়ের জন্য প্রতিবছর কোভিডের টিকা নিতে হতে পারে' অনেকটা বাৎসরিক ফ্লু'র টিকার মতো, যোগ করেন বিল গেটস।

স্বপ্নহীন নির্মম বাস্তবতা এবং আত্মার মৃত্যু



গোলাম মাওলা রনি

ঘটনার দিন কাকডাকা ভোরে কিছু বাজার-সদাইয়ের জন্য বের হয়েছিলাম। বাসা থেকে বের হয়ে প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে হেঁটে ধানমন্ডির একটি অস্থায়ী কাঁচাবাজারে পৌঁছি। সকাল সাড়ে ৬টার মধ্যেই বাজারটি সরগরম হয়ে ওঠে এবং ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আবার ভেঙে যায়। ধানমন্ডির যে সড়কটিতে আলোচিত জাহাজবাড়িটি ছিল অথবা যে সড়কের মাথায় কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার অবস্থিত এর উল্টো পাশে রোজ সকালে কাঁচাবাজারটির দেখা মেলে। তরিতরকারি, মাছ এবং দু-একটি গোশতের দোকান নিয়ে বাজারটি বসে। আয়োজন সীমিত। কিন্তু ধানমন্ডির বাসিন্দাদের রুচি-প্রয়োজন এবং সামর্থ্যরে সাথে সামঞ্জস্য রেখে, দোকানিরা বাজারের সেরা পণ্যগুলো অতি সহজে উঁচু মূল্যে বিক্রির জন্য এখানে ভিড় করেন। অন্য দিকে নতুন ও পুরনো টাকাওয়ালারা এখানে এসে নিজেদের পছন্দের পণ্যগুলো কিনে একধরনের তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বাড়ি ফেরেন।

আমি ধানমন্ডি এলাকার পুরোনো বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও বাজারটি সম্পর্কে জানতাম না। এক বন্ধু তার বাসায় একদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং আমার মুখে তরতাজা মাছের তরকারিগুলোর বাহারি বিশেষণ শোনার পর তিনি বেশ গর্ব করে জানালেন যে, ওমুক বাজার থেকে তিনি তরতাজা মাছ কিনে থাকেন। করোনার মধ্যে আমি একদিন সকালে সেই বাজারে গিয়ে দেখলাম, পণ্যের চেয়ে ক্রেতার সংখ্যা বেশি। সব কিছু টাটকা এবং সেরা বটে; তবে মধ্যবিত্তের মনমান-সিকতা নিয়ে ওসব পণ্যের দরদাম করা সেই বাজারের ভব্যতার মধ্যে পড়ে না। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের বেশির ভাগই পূর্বপরিচিত এবং তারা দরদাম করেন না। ক্রেতারা ব্যাগ ধরেন এবং বিক্রেতারা পণ্য বোঝাই করার পর কড়কড়ে নোটগুলো গুণে নেন। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাজারের দৃশ্য দেখার পর কেমন যেন হতোদ্যম হয়ে পড়লাম। ফলে সেখান থেকে কিছু না কিনেই আমার প্রিয় মোহাম্মদপুর কাঁচাবাজারের দিকে রওনা দিলাম।

উল্লিখিত ঘটনার প্রায় দুই বছর পর আমি সেই বাজারে কেন গেলাম এবং কী দেখলাম সে কথা না বললে আজকের শিরোনাম প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করা দুরূহ হয়ে পড়বে। গত দুই বছরে আমার ক্রয়ক্ষমতা ক্রমহ্রাসমান হারে কমেছে। আগে বাজারে গিয়ে এত মাছ-গোশত একসাথে কিনতাম, যা শেষ করতে কমবেশি দুই-তিন মাস লেগে যেত। আর এসব নিয়ে গিন্নির বিরক্তমিশ্রিত ভর্ৎসনা আমার দৈনন্দিন চা-নাশতার মতো অপরিহার্য ছিল। আমার ক্রয়ক্ষমতা এবং ক্রয়ের ইচ্ছার লাগাম টানার জন্য স্ত্রী মহোদয়া মাঝে মধ্যে আমার সাথে বাজারে যেতেন। এর বাইরে নেহাত প্রয়োজন না হলে বাজারে যাওয়ার কথা মুখে আনতেন না। কারণ তিনি জানতেন যে, আমি বাজারে গেলেই একগাদা মাছ-গোশত নিয়ে আসব যার একটি অংশ নির্ঘাত পচা-গলা হবে এবং অপর অংশ মানসম্পন্ন হলেও দামের ক্ষেত্রে ঠকে যাবো। তার অভিযোগ আমাকে কেউ 'স্যার' বলে সালাম দিলে আমার নাকি মাথা ঠিক থাকে না! দাতা হাতেম তাইয়ের মতো ম্যানিব্যাগ খুলে দেই এবং অচল মালগুলো ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে আসি।

আমার ৩৭ বছরের দাম্পত্য জীবনের চিরায়ত বাৎচিত ইদানীংকালে চলছে না। গত ছয় সাত মাস হলো কোনো কঁাচাবাজারে যাইনি। যে গিন্নি শাসন করেও আমার বাজারে গমন বন্ধ করতে পারেননি সেই তিনি গত দুই মাস ধরে বারবার বলার পরও বাজারে যাওয়ার হিম্মত পাচ্ছি না। কিন্তু কয়েক দিন আগে বাসায় মেহমান হিসেবে একমাত্র জামাতার আগমন উপলক্ষে বাজারে যেতে বাধ্য হলাম। সকালে হাঁটতে গিয়ে জীবনে প্রথমবারের মতো টের পেলাম যে, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলোর সক্ষমতা আগের মতো নেই। হাঁটছি বটে কিন্তু আগে যেভাবে ছন্দময় গতিতে হাঁটতে পারতাম ওমনটি পারছি না। নিজের অজান্তে পদক্ষেপগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আমার একদম পাশ দিয়ে রিকশাসহ বিভিন্ন যানবাহন চলে যাচ্ছে; কিন্তু আমি কেবল তখনই টের পাচ্ছি যখন দেখছি এগুলো আমার গা ঘেঁষে অতিক্রম করছে এবং একটু এদিক-ওদিক হলেই আমার শরীরের সাথে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। নিজের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এহেন দুর্বলতা দেখার পর ভয়ে আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথ ধরে অতি সতর্কতার সাথে বাজারের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

বাজারে পৌঁছে দেখি, ভালো ভালো পণ্যে পুরো বাজার ভরপুর; কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা খুবই কম। যারা এসেছেন তারা প্রায় সবাই দরকষাকষি করছেন। বিক্রেতারা মরিয়া হয়ে অনুনয়-বিনয় করে পণ্য বিক্রির চেষ্টা করছেন এবং অন্যান্য সাধারণ বাজারের দরদামের মতোই বিক্রিবাট্টা হচ্ছে। আমি সামর্থ্য অনুযায়ী কয়েক পদের মাছ কিনলাম এবং বাসায় ফেরার জন্য রিকশা খুঁজতে গিয়ে দেখলাম, কয়েকটি রিকশা দাঁড়িয়ে আছে এবং রিকশাওয়ালাদের সবাই উদাস হয়ে কী যেন ভাবছে। আমি সবচেয়ে উদাসী এবং হতাশাগ্রস্ত বলে যে রিকশাওয়ালাকে চিহ্নিত করলাম তার রিকশার সামনে গিয়ে বললাম, 'নিউ মার্কেট ঢাকা কলেজের পেছনে নায়েম রোড যাবেন কি না। তিনি নির্লিপ্তভাবে বললেন- ওঠেন।' তবে ক্ষণেকের জন্য আমার মুখের দিকে তাকালেন কি না সন্দেহ।

রিকশায় ওঠার পর টের পেলাম যে, রিকশাওয়ালা আমার গন্তব্যের কথা শোনেননি। তিনি উল্টো পথে চালাতে লাগলেন। আমি তাকে পুনরায় গন্তব্যের কথা বলার পর তিনি ধীরেসুস্থে চালাতে চালাতে আমার বাড়ির সামনে রিকশা থামালেন। আমি তাকে ১০০ টাকার একটি নোট দিলাম। তিনি আমার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন, তার কাছে ভাঙতি নেই। বললাম, ভাঙতি লাগবে না। পুরোটাই রাখেন। তিনি কোনো কথা বললেন না এবং আমার দিকে এবারও তাকালেন না। একটু অবাক হলাম। কারণ কোনো রিকশাওলাকে দ্বিগুণ ভাড়া দেয়া হলে তারা খুশি হন। কেউ কেউ কৃতজ্ঞতায় হেসে দেন- আবার কেউবা ধন্যবাদ জানান। কিন্তু সে দিনের রিকশাওয়ালা ওসব কিছুই করলেন না- বরং টাকাটি তিনি যখন পকেটে রাখতে যাবেন ঠিক তখন তার মোবাইলে রিং বেজে উঠল।

আমি মালসামানা নামাতে নামাতে শুনলাম- রিকশাওয়ালা মহাবিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন- এই সময়ে ফোন করছ কেন? কে মরছে? আমি কী করব? আমি আসতে পারব না- আমার ভাড়া নেই। আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে তার কথাগুলো শুনলাম এবং তার অদ্ভুত চরিত্র-কর্কশ কথাবার্তা এবং দুর্বল জীর্ণশীর্ণ দেহের তেজ নিয়ে পরে চিন্তাভাবনা করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি যখন লিফটে উঠতে যাবো তখন কৌতূহলবশত পেছনে ফিরে রিকশাওলাকে দেখার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, তিনি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অঝোরে কাঁদছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে চোখের পানি মুছছেন। দৃশ্যটি দেখার পর আমার অন্তর হু হু করে উঠল। দারোয়ানকে বললাম, রিকশাওয়ালাকে ডেকে আনার জন্য। তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় মাথা নিচু করে এলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে মারা গেছে? তিনি বললেন, আমার মা। আমি পকেট থেকে পাঁচ শ' টাকা বের করে দিলাম। তিনি মাথা নিচু করে গ্রহণ করলেন এবং কোনো কথা না বলে কাঁদতে কাঁদতে রিকশার কাছে ফিরে গেলেন। বাসায় ফেরার পর পুরো ঘটনা অর্থাৎ বাসা থেকে বাজারে গমন এবং ফিরে আসার সময় যা হলো তা আমাকে রীতিমতো উতলা করে তুলল। আমি প্রথমে রিকশাওয়ালার কথা ভাবলাম। বাজারে তিনি যখন উদাসীনভাবে বসেছিলেন তখন পর্যন্ত মায়ের মৃত্যুসংবাদ পাননি। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে প্রিয়জন হারানোর বেদনা তার অন্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, চলমান সময়ের নিষ্ঠুরতা এবং অর্থনৈতিক দৈন্য তার আবেগ-অনুভূতি এতটা ভোঁতা করে দিয়েছে যার কারণে অত সকালে তার স্ত্রীর ফোন পেয়ে প্রথমেই কর্কশভাবে বলেছিলেন, ফোন দিছ কেন? আমি কি শুইয়্যা-বইস্যা থাকি? তারপর তিনি যখন মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেলেন তখন দারিদ্র্যের নির্মম নিষ্ঠুরতায় পিষ্ট হওয়া মানুষটি মানবিক গুণ পরিহার করে কর্কশভাবে বললেন- মরছে তো কী হয়েছে, আমি কী করুম? আমি কিভাবে আসুম? ভাড়া নাই। এহন ভাড়া পামু কই!

উল্লিখিত বক্তব্য দেয়ার খানিক পরে রিকশাওয়ালার হৃদয়ের মধ্যে যে মানবিকতার বীজ ছিল তা হঠাৎ করেই গজিয়ে উঠতে থাকে। মায়ের মৃত্যু এবং মায়ের সাথে তার সুখময় স্মৃতির পাশাপাশি বাড়ির টান যুগপৎভাবে বিদ্যুতের গতিতে বিক্রিয়া শুরু করে। ফলে নিজের অজান্তে শুরু করেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অঝোরে কান্না। রিকশাওয়ালার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে এবার নিজের সম্পর্কে কিছু বলব এবং পরিশেষে উল্লিখিত কাঁচাবাজারের ক্রেতা-বিক্রেতার রসায়নে কিভাবে আমাদের আত্মার মৃত্যু ঘটছে এবং আমরা কিভাবে স্বপ্নহীন নির্মম বাস্তবতার কবলে পড়ে ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছি সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনার মাধ্যমে আজকের নিবন্ধের ইতি টানব।

আমি শৈশব থেকেই নিয়মিত খেলাধুলা এবং শরীরচর্চা করি। এর বাইরে ধর্মকর্ম, নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন এবং সুষম খাদ্যগ্রহণ আমার দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। পরিশ্রম, অধ্যয়ন, ধ্যান এবং অবসরে নির্মল বিনোদন ছাড়াও আত্মার শান্তি লাভ হয় এমন কর্ম করার ফলে ইহজাগতিক অস্থিরতা-দুঃখবেদনা-রোগ-শোক আমাকে বেশিক্ষণ তাড়িত করতে পারে না। ফলে সর্বাবস্থায় সুখে থাকার অদ্ভুত সব কারণ আমি খুঁজে বের করি এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমার সমসাময়িক এবং সমপর্যায়ের প্রিয়জনদের টেক্কা দিয়ে তাদের ঈর্ষার বস্তু হয়ে বেশ ভালোই দিন কাটিয়ে আসছি। কিন্তু গত দুই বছরের করোনার তান্ডব আমার নিজের মন-মস্তিষ্ক এবং জ্ঞানবুদ্ধির সীমা-পরিসীমা ভেদ করে সব কিছুর অজান্তে সর্বাঙ্গে বেশ কিছু নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে টের পাই যে, আমার গন্ডদেশের চামড়ায় বার্ধক্যের ছায়া পড়েছে। হররোজ ছোটখাটো বিষয় ভুলে যাই। স্মরণে থাকা বিষয়গুলো সাবলীলভাবে আগের মতো মনে করতে পারি না। এ ছাড়া ঘুম-বিশ্রাম-আহারেও অরুচি চলে এসেছে।

উল্লিখিত বায়োলজিক্যাল বিষয়াদি ছাড়াও আমার প্রেম-ভালোবাসা, আবেগ অনুভূতি, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ এবং সর্বোপরি মায়া-দয়ার ক্ষেত্রগুলোও যেন ওলটপালট হতে চলেছে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে নিজের দিকে তাকালে মাঝে মধ্যে নিজেকে কেমন যেন অচেনা মনে হয়। অনাগত দিনে বেঁচে থাকার স্বপ্ন, কোনো কমনীয় রমণীয় বিষয়াদি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, মন্দ ও নষ্ট বিষয়গুলো পরিহার ও ঘৃণা করার যে দৃঢ়তা তা-ও নির্জীব হতে বসেছে। চোখের সামনে লোকজন গড়গড়িয়ে মিথ্যা বলছে, অন্যায় করছে এবং দেশ জাতির সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। অথচ আগেকার দিনের মতো ওগুলো আমাকে নিদারুণভাবে আহত করছে না। আমি যখন পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী এবং পরিচিত জনদের সাথে কথা বলি তখন লক্ষ করি যে, গত দুই বছরে তাদের অনেক কিছুই তছনছ হয়ে গেছে। অন্য দিকে গত দুই বছরে দৃষ্টান্ত হতে পারে এমন একটি উদাহরণও আমার পরিচিত কারো জীবনে ঘটেনি।

আমাদের শহরে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের দুরবস্থা নিয়ে পত্রপত্রিকায় অনেক প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। গত দুই বছরে বাস্তুচ্যুত মানুষ অর্থাৎ যারা বসতবাড়ি হারিয়েছেন বা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন অথবা যারা শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে বাধ্য হয়েছেন কিংবা গ্রাম ছেড়ে দেশের অন্য কোথাও বসতি স্থাপন করেছেন, তাদের সংখ্যা কত তা আমরা জানি। তবে যারা এমনটি করেছেন তাদের সবারই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে এবং অনাগত দিনে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখার সামর্থ্যও তারা হারিয়ে ফেলেছেন।

চলমান দুর্বোধ্য সময়ে যাদের খুব সুখী মানুষ বলে মনে হয় তারা হলেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকারি দলের ক্ষমতাধর নেতাকর্মী এবং একই দলভুক্ত জনপ্রতিনিধি। এসব শ্রেণীর বাইরে সরকারি দলের দালাল ফড়িয়া চাটুকার সরবরাহকারী এবং ধামাধরাদের একটি গ্রুপ গত দুই বছরের করোনাকে পুঁজি করে অঢেল অর্থবিত্তের মালিক হয়ে পড়েছে এবং তাদের সংখ্যা সাকুল্যে লাখ পঞ্চাশের মতো হবে। এক হিসাবে দেখা গেছে যে, গত দুই বছরে নতুন করে কুড়ি হাজার কোটিপতি আমাদের দেশে গজিয়ে উঠেছে। এসব লোকজন তাদের কালো টাকা দিয়ে মহাবিপদের মধ্যে পড়েছে। করোনাকালে যারা বিদেশে টাকা পাচার করেছে এবং আপনজনদের বেগমপাড়ার বাসিন্দা বানিয়েছে তারা মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর ভারসাম্যহীন বিকারগ্রস্ত মানসিক রোগীতে পরিণত হয়েছে। যারা সোনা-ডলার কিনে গোপন স্থানে পুঞ্জীভূত করেছে তারাও ধরা পড়ার ভয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অন্য দিকে যারা জায়গা-জমি, ফ্ল্যাট-বাড়ি ক্রয় করা ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করেছেন তারাও ভালো নেই। ফলে সরকারি অফিসগুলোর দুর্নীতিগ্রস্ত টেবিল-কামরা-ভবনে করোনার চেয়েও ভয়াবহ ভাইরাসের আক্রমণ শুরু হয়েছে। উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের ১৭ কোটি মানুষের বেঁচে থাকার স্বপ্ন-তাদের মধ্যকার মানবিক মূল্যবোধ এবং তাদের আত্মাগুলো নিদারুণ এক মৃত্যুফাঁদের কবলে পড়ে মরণযন্ত্রণায় ছটফট করছে। কেবল সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব, রাষ্ট্রীয় ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, সুশাসন, ধর্মীয় মূল্যবোধ, দুষ্টের দমন শিষ্টের লালন এবং সর্বস্তরে নীতিনৈতিকতা অনুসরণ করলে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে রহমত ও বরকত নাজিল করেন সেই অমূল্য নিয়ামত ছাড়া বর্তমান সঙ্কট থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব!

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

আমাদের শহরে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের দুরবস্থা নিয়ে পত্রপত্রিকায় অনেক প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। গত দুই বছরে বাস্তুচ্যুত মানুষ অর্থাৎ যারা বসতবাড়ি হারিয়েছেন বা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন অথবা যারা শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে বাধ্য হয়েছেন কিংবা গ্রাম ছেড়ে দেশের অন্য কোথাও বসতি স্থাপন করেছেন, তাদের সংখ্যা কত তা আমরা জানি। তবে যারা এমনটি করেছেন তাদের সবারই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে এবং অনাগত দিনে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখার সামর্থ্যও তারা হারিয়ে ফেলেছেন।

করোনাজনিত অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

(৫ পাতার পর)

জরুরি বলে মনে হয়। আমাদের জিডিপির ২৫ শতাংশ এ খাত থেকে আসছে এবং ২০২৪ সালের মধ্যে এ অনুপাত ৩২ শতাংশে নেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রাটিকে খুবই সময়োপযোগী মনে হয় এ কারণে যে একদিকে এই খাতের বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুখ্য ভূমিকা রাখবে (এরই মধ্যে শ্রমশক্তির ৮৬ শতাংশ এ খাতে নিয়োজিত আছে), অন্যদিকে এমএসএমই পণ্য ও সেবা আমাদের বর্ধিষ্ণু দেশজ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানির বাজার দখলের মাধ্যমে অর্থনীতির ভিত্তিকে মজবুত করবে। আশার কথা এই যে এমএসএমই খাতে ধারাবাহিকভাবে নীতি-মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। ২০১৩ থেকে ২০২০ পর্যন্ত সময়কালে এ খাতে ঋণপ্রবাহের কম্পাউন্ড অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট ১৩ শতাংশ হওয়াটাই তার প্রমাণ। করোনাকালেও প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণার মাধ্যমে এ খাতকে রক্ষা করার সময়োচিত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে বড় শিল্পের প্রণোদনা বাস্তবায়নের তুলনায় এ খাতের প্রণোদনা বাস্তবায়নের গতি বেশ কম, তাও মানতে হবে। যথাযথ পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা গেলে এ সংকটও কাটানো সম্ভব। ব্যাংক ও এনবিএফআইগুলোর পাশাপাশি দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা এমএফআইগুলোর নেটওয়ার্কও এখন এমএসএমই অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আর সর্বশেষ আমাদের দুটি স্টক এক্সচেঞ্জে এসএমইগুলোকে তালিকাভুক্ত করার সহজ শর্ত দিয়ে স্পেশালাইজড ইকুইটি মার্কেটের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা এসএমই অর্থায়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে যাচ্ছে। এখন আমাদের নিরন্তর নজর রাখতে হবে এসব পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের দিকে। কর্মসূচির অভাব নেই। অভাব সময়মতো গুণমানের রূপায়ণের।

সব মিলিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মূল্যায়ন ও পূর্বাভাসগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে গণমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ধারাবাহিকতার মধ্যে থাকার কারণে বাংলাদেশ শুধু করোনাজনিত অর্থনৈতিক ধাক্কা মোকাবেলায় ভালো করেছে তা নয়, বরং আশু ভবিষ্যতে পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সম্ভাবনা তুলনামূলক উজ্জ্বলতর মনে হচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকিও রয়েছে। কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মুদ্রাস্ফীতির পাশাপাশি জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সংকটগুলোও এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে। এসব ঝুঁকির বিষয়ে সংবেদনশীল থেকে আমাদের সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপটি হবে এই ২০২২। করোনা সংকট মেনে নিয়েই আমাদের কৌশলী হতে হবে সব অংশীজনকে সচল রাখার উপায়ের প্রশ্নে। যেমন–সংক্রমণ ঠেকাতে গণপরিবহনে অর্ধেক যাত্রীর সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন কঠিন হতে পারে। তার চেয়ে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসের কার্যক্রম শুরুর সময় আলাদা আলাদা করে দিলে গণপরিবহনে যাত্রীর চাপ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমানো যাবে বলে মনে হয়। তবে সবাই যেন অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে তা নিশ্চিত করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একটি কথা প্রায়ই বলি বা লিখি। তিনি বলে গেছেন যে 'টাকার অভাব বড় বিষয় নয়, বরং ভরসার অভাবটিই বড় অভাব।' আমাদেরও সম্পদের সীমাবদ্ধতা ওই অর্থে নেই। অর্থনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে অনেক। কিন্তু বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা ও বৃহত্তর জনগণের মধ্যে একটি ভরসার জায়গা তৈরি করতে পারলেই সেই সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যাবে। সেই ভরসার পরিবেশ তৈরি করার জন্যই আমাদের নীতিনির্ধারকদের আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে। সমাজে শান্তি বিরাজ করলে সর্বত্র জবাবদিহি ও সুস্পষ্টতা নিশ্চিত করে দুর্নীতির পথ বন্ধ করা গেলে এবং নারীসহ সবার নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা গেলে সুশাসনের ভিত্তি মজবুত হবে। আর এমন পরিবেশেই সেই ভরসার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। আর তা হলেই আমাদের দেশে বিনিয়োগ বাড়বে এবং অর্থনীতির গতিময়তা আরো প্রবল হবে। আগামী দিনের পথচলা মসৃণ হবে।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

ক্যালেন্ডারে জ্ঞানবিপ্লব!

পবিত্র সরকার

ভারতের খড়গপুর আইআইটি (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলোজি) প্রকাশিত একটি ক্যালেন্ডার নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে, তাতে নাকি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস পুনর্লিখনের এক অসম সাহসিক প্রয়াস দেখা গেছে।

আপনারা হয়তো জানেন, ভারতে আইআইটিগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও দামি, দেশে প্রযুক্তিবিদ্যার শেষ কথা। সেখান থেকে যারা পাশ করে, তাদের অর্ধেক আমেরিকায় চাকরি নিয়ে চলে যায়। অবশ্য তাদের মানববিদ্যার বিভাগ আছে, কিন্তু খানিকটা বড়লোকের গরিব আত্মীয়ের মতো।

এমনই একটি আইআইটি ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু যুগান্তকারী কথা বলছে, তা-ও আর কোথাও নয়, ক্যালেন্ডারে! আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, ইতিহাসে পন্ডিত তো দূরের কথা, ভালো ছাত্রও কোনোকালে ছিলাম না; তবু ভাবলাম, ব্যাপারটা তো দেখতে হয়! একে আইআইটি, তারা কিনা ঢেলে সাজাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস! বইয়ে না, জার্নালে না-ক্যালেন্ডারে, যা বছর গেলে লোকে ফেলে দেবে, না হয় বাচ্চারা বইয়ের মলাট দেবে, অতিমারির পর বই বলে যদি কিছু থাকে। দেখে যে প্রশ্নগুলো মনে এলো, তা এরকম-

প্রথমত, আমি জানতাম না, আইআইটি এ রকম জ্ঞানগর্ভ ক্যালেন্ডার বের করে। ক্যালেন্ডার বের করার মধ্যে অপরাধের কিছুই নেই, অনেক প্রতিষ্ঠানই মনের ফুর্তিতে ক্যালেন্ডার, ডায়েরি ইত্যাদি বের করে। তাতে কর্মী আর গ্রাহকদের উপকার হয়। কিন্তু আইআইটির সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ রকম জ্ঞানগর্ভ ক্যালেন্ডার আগে তারা বের করেছে কিনা জানি না।

হয়তো করেছে, কিন্তু ক্যালেন্ডার ছাপিয়ে ভারতীয় চিন্তাজগতে ধুন্ধুমার কান্ড বাধাব, এ রকম লক্ষ্য নিয়ে বোধহয় আগে কোনো ক্যালেন্ডার মুখ দেখায়নি। দেখালে মিডিয়া তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, এখন যেমন পড়েছে।

দুই নম্বর, আইআইটির কর্তারা যে ভেবেছেন-তাদের প্রচারিত এতসব দামিদামি পৃথিবী কাঁপানো সংবাদ প্রচারের জন্য ক্যালেন্ডারই শ্রেষ্ঠ উপায়, কোনো গবেষণা পত্রিকা নয়, বইও নয়; সেটি আমার একটু আশ্চর্য লাগল। কারণ পৃথিবীতে যুগান্তকারী এবং ভূমিকম্প জাগানো কথা বলতে হলে জ্ঞানী লোকেরা কোনো আন্তর্জাতিক 'জার্নাল' বেছে নেন।

যেমন ডাক্তারিতে 'ল্যানসেট', পদার্থবিজ্ঞানে 'ফিজিক্যাল রিভিউ', ভাষাবিজ্ঞানে আমেরিকার 'ল্যাঙ্গুয়েজ', 'লিঙ্গুইস্টিক এনকুয়ারি' ইত্যাদি। পাঠকরা আরও কত নাম দিতে পারবেন। ভারতেও কত নামি অ্যাকাডেমিক জার্নাল আছে। এ ক্যালেন্ডার কর্তারা সেসবের মধ্যে না ঢুকে একটা ক্যালেন্ডারের বারো-তেরোটা পাতা বেছে নিলেন এ জ্ঞানের পৃথিবী উলটে দেওয়া মতামতগুলো প্রচারের জন্য, এটি কীরকম অদ্ভুত মনে হচ্ছে। এ লেখায় উৎসনির্দেশ নেই, পাদটীকা নেই, ব্যাখ্যা নেই-শুধু কতগুলো কথা আপ্তবাক্যের মতো বলে যাওয়া। 'আমরা বলছি, কাজেই ব্যাটারা, তোদের এগুলো সত্যি বলে মানতে হবে, না মানিস তো তোদের চৌদ্দপুরুষ নরকে পচবে'-ভাবখানা এই রকম! ক্যালেন্ডারে এ রকম বিদ্যাবিপ্লবের পদ্ধতি খুবই নতুন, জানি না পৃথিবীর বিদ্বজ্জনসমাজ এটাকে নাচতে-নাচতে মেনে নেবে কিনা।

তিন নম্বর প্রশ্ন: আইআইটি গোষ্ঠীর সবাই কি জানতেন তা এই ক্যালেন্ডারে আছে কী? অধৈর্য পাঠককে শান্ত করার জন্য এবার বলি। এতে বলা হচ্ছে, মহেন্জোদারো আর বৈদিক সভ্যতা দক্ষিণ এশিয়ায় এসেছে পরপর, তাদের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই। আর জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতের বিপুল শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে ('জংলি পশ্চিমারা আমাদের ধারেকাছে পৌঁছতে পারে না')। আর বলা হয়েছে, আর্যরা মোটেই আক্রমণকারী বা অভিযানকারী নয়।

সম্ভবত এতে এই ইঙ্গিত আছে যে, তারা বহিরাগতও নয়। ভারতের Spirituality বা আধ্যাত্মিকতার জয়গান করা হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সব আমার বিষয় নয়; আশা করি, দক্ষিণ এশীয় ইতিহাসবিদরা যদি



যে এ রকম একটা বৈপ্লবিক ক্যালেন্ডার তৈরি হতে যাচ্ছে তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে, এবং এটি তাদের সম্মিলিত সর্বসম্মত গবেষণার এক শ্রেষ্ঠ উৎপাদন? এতে উৎকীর্ণ কথাগুলো তাদের দুনিয়ার সবার কাছে 'বুদ্ধ' প্রমাণ করবে না, এ ব্যাপারে কি তারা নিশ্চিত আর আত্মবিশ্বাসী আছেন?

আমি আশা করব, আইআইটির কর্তৃপক্ষ বা তাদের মুখপাত্র এ বিষয়ে তাদের মত খোলাসা করে হতচ্ছাড়া আর মূর্খ পাবলিককে জানাবেন, বলবেন যে, 'ওই ক্যালেন্ডারই আমাদের বাণী'; এবং ভারতের সব আইআইটি এই মত পোষণ করে। এরপর থেকে স্কুল-কলেজে বইপত্র তুলে দেওয়া হবে, শুধু ক্যালেন্ডার পাঠ্য হবে, সেই ব্যবস্থা তারা করতে চলেছেন?

এগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা মনে করেন সেসবের উত্তর দেবেন।

আমি শুধু কতগুলো ব্যাপারের উল্লেখ করে এই প্রশ্ন করব যে-এক. আর্যদের ভাষা তো ভারতে এসে পৌঁছেছিল, একেবারে আসাম পর্যন্ত তা ছড়িয়ে গেছে। তাতে ভারতে এর আগের ভাষাগুলো ভারতীয়রা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। আগে সারা ভারতে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা অনেকটা ছড়িয়ে ছিল, পাকিস্তানে এক দ্রাবিড় ভাষাব্রাহুই এখনো টিকে আছে, তা তার প্রমাণ।

আমাদের তখনকার ভাষা আর্যরা ভুলিয়ে ছাড়ে, আমেরিকায় যেমন কালো মানুষদের ভাষা শাসকদের ভুলিয়ে ছেড়েছে, এমনকি আদি আমেরিকানদের ভাষাও। আরেকটা ভাষা এসে আগের ভাষা ভুলিয়ে দেয় তখনই, যখন তার সঙ্গে একটা আধিপত্য বা গায়ের জোর থাকে। আর্যরা শক্তিশালী বহিরাগত শক্তি না হলে তা হতে পারত না। দু-নম্বর কথা, রামায়ণ আর মহাভারত তো আর্য প্রভাব বিস্তারেরই গল্প, তাতে তো যুদ্ধ করেছে আর্যরা, অনার্যদের বিরুদ্ধে এবং জিতেছে। তাতে তাদের আক্রমণকারী বলব, না বলব না? তিন নম্বর, ভারতে বৈদিক সভ্যতা, আর পরবর্তী পৌরাণিক সভ্যতা মূলত ব্রাহ্মণশাসিত সভ্যতা, যা বীভৎস জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি করেছে এবং অব্রাহ্মণ আর দলিতদের ওপর শয়ে শয়ে বছর ধরে অশেষ অত্যাচার করেছে। তার কুৎসিত প্রভাব থেকে আজও ভারত মুক্ত হয়নি। তার এত মহিমাখ্যাপন করার কী আছে? সে ইতিহাস কোন্ পদের ইতিহাস, যা শুধু একচোখো হরিণের মতো (কল্পিত?) ভালোটাই দেখে, খারাপটা দেখে না?

প্রাচীন ভারতের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল অর্জন নিশ্চয়ই ছিল, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা স্বীকৃতও হয়েছে। শূন্যের আবিষ্কার, জ্যামিতি, চিকিৎসাবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও নভোপদার্থবিদ্যা, রসায়ন, দর্শন (যার ছ'টি প্রস্থানের মধ্যে অন্তত তিনটি সাংখ্য, বৌদ্ধ আর বাহ্যস্পত্য-ছিল নাস্তিকতার দর্শন), ভাষাবিজ্ঞান (রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানসংক্রান্ত আলোচনায় যা অনুপস্থিত) ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানবসভ্যতায় তার দান কম নয়। কিন্তু এর পাশাপাশি এও তো স্বীকার করতে হবে যে, সামান্যসংখ্যক উচ্চবর্ণ ছাড়া ভারতের অধিকাংশ মানুষ ছিল নিরক্ষর এবং বিপুল দারিদ্র্য আর অপমানে লাঞ্ছিত। তা থেকে তো আমরা আজও বেরোতে পারিনি, স্বাধীনতার এ প্লাটিনাম জয়ন্তীতেও। এখন দুই বাহু তুলে 'অতীত অতীত' বলে উদ্দাম ধুনুচি-নৃত্য করলেই শুধু হবে?

ভারতের শাসকগোষ্ঠীর বিদ্যাচর্চার ইতিহাস খুব উজ্জ্বল নয়। তারা রাবণের লঙ্কায় এয়ারপোর্ট বসিয়েছে, আর সেখানে নানা রকমের এরোপ্লেন পেয়েছে, গণেশের হাতির মাথায় প্লাস্টিক সার্জারি, গান্ধারীর একশ ছেলেতে স্টেমসেল প্রযুক্তি, ময়ূরের চোখের জল খেয়ে ময়ূরীর গর্ভধারণ, গোমূত্রে ক্যান্সারের প্রতিষেধক কত কিছু পেয়েছে!

তারা বিবেকানন্দকে সিপাহি বিদ্রোহের প্রেরণা বলেছে (সিপাহি বিদ্রোহের পাঁচ বছর পরে যার জন্ম), চৈতন্য আর শংকরাচার্যকে সমসাময়িক বলেছে। আরও বলেছে, রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান শান্তিনিকেতন এবং বিদ্যাসাগর 'সহজ পাঠ' লিখেছিলেন। জ্ঞানের এ প্রবল কর্দমস্রোতে আমরা ভারতবাসীরা মুহ্যমান হয়ে আছি।

লেখক: খ্যাতনামা ভারতীয় লেখক; সাবেক উপাচার্য,

সমতাভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন ফিকে হয়ে যাবে?

অনুপম সেন

সম্প্রতি আটটি দেশের ৯টি সংস্থা গবেষণা চালিয়ে তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশের শহরগুলোতে ধর্ম, উপার্জনের সক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধাসহ নানা বিষয় ঘিরে গত এক দশকে তাদের ভাষায় আশঙ্কাজনক বিভাজন লক্ষ্য করা গেছে। তারা বলেছে, মানুষে মানুষে বিভাজন-বৈষম্য বাড়ছে।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বৈষম্য নিয়ে নানারকম কথা হয়ে থাকে। বৈষম্য কমবেশি সব সমাজেই বিদ্যমান এবং কোনো কোনো দেশে বৈষম্য উন্নয়ন-অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষে মানুষে ব্যবধান-বিভাজন প্রকট করে রেখেছে। এই প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি পর্যালোচনাক্রমে বলা যায়, অনেক দেশের তুলনায় আমাদের এখানে বৈষম্য কম। তবে এও সত্য, দিন দিন বৈষম্য বাড়ছে। আমরা জানি, সভ্যতার ভিত্তি হলো সাম্য। দার্শনিক, সমাজচিন্তকরা সবসময় দেখেছেন সাম্যের স্বপ্ন। সাধারণ কৃষক, শ্রমিক তাদের শ্রম দিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি করেছেন, সেই সম্পদ সব সময়ই, সব কালেই বলা চলে কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়েছে।

সমাজ ও রাষ্ট্রে কিছু লোকের হাতে যখন সম্পদ কুক্ষিগত হয়, অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষ যখন ক্ষমতা ও সম্পদবঞ্চিত হয়, তখন এর বিরূপ প্রভাব হয় বহুমুখী। এটা শুধু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটেই নয়, সব দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দেখা যায়, রাষ্ট্র ওই নগণ্য সংখ্যকের সম্পদই রক্ষা করে। প্রাক রাষ্ট্র-সমাজে যাকে বলা হয়, প্রাচীন গোষ্ঠী বা উপজাতীয় সমাজ, সেখানে আমরা খুব বিভাজন-বৈষম্য দেখি না। সবার মধ্যে কমবেশি ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত ছিল। সেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল না, তাও কিন্তু নয়। তারপরও এক ধরনের ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল, যা আমরা বর্তমানেও স্মরণ করি। গ্রিসের পর যখন অন্য সমাজেও সভ্যতার উন্মেষ ঘটে, অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেন থেকে পারস্য পর্যন্ত বিশাল রোমান সাম্রাজ্যেও দেখা গেছে দাস প্রথা। আমাদের এখানে আদিতে কৃষক সমাজ ছিল সংঘবদ্ধ এবং এই সমাজের পরিসরও ছিল বিস্তৃত। অনেক আগে থেকেই এই সমাজ গড়ে ওঠা শুরু হয়। কিন্তু সেই সমাজেও নানা রকম বৈষম্য ছিল। গ্রামে যে সম্পদ সৃষ্টি হতো, তা চলে যেত তৎকালে আমরা যাদের দ্বারা শাসিত ছিলাম তাদের কাছে।

প্রাচীন ভারতে বর্ণ প্রথাও দেখা গেছে, যা মানুষে মানুষে বিভাজন-বৈষম্য আরও বাড়িয়ে ছিল। কিন্তু তার মধ্যে এক ধরনের গণতন্ত্রও ছিল। কোনো কোনো পণ্ডিত তখন ভিলেজ রিপাবলিক ব্যবস্থার কথাও বলেছেন। যখন পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন দেশে এবং সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে আসে তাদের নিয়ন্ত্রণে, তখন আবার দেখা যায় অন্যরকম চিত্র। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ এগিয়েছে। ব্রিটিশরা আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। দেশ বিভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে ঘটতে থাকে গণজাগরণ। অথচ আনুপাতিক হারে পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যার হার বেশি ছিল।

এই প্রেক্ষাপটেই আমরা পাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ছয় দফা, যা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে স্বীকৃত। ছয় দফার ওই দাবিগুলো তারা মেনে নেয়নি এবং অনিবার্যভাবে ধাপে ধাপে যে আন্দোলন-সংগ্রামের অধ্যায় রচিত হলো, এরই ফসল এই বাংলাদেশ। ২০২১ সালে এসেও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত দেশে বৈষম্য ও বিভাজন কাঙ্ক্ষিত ছিল না। তবে বিগত কয়েক দশকে আমাদের অর্জন কম তা বলা যাবে না। নানা সূচকে আমরা বিশ্বের এমনকি ভারত-পাকিস্তানের চেয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগিয়ে আছি। তার পরও আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা এখনও গড়ে তুলতে পারিনি। বিগত ৫০ বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সময় অপশাসনের কবলে থাকতে হয় পঁচাত্তরের মর্মন্তুদ অধ্যায়ের পর। সে পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যে সময় আমরা পার করেছি, তা কিন্তু খুব দীর্ঘ নয়।

স্বাধীন বাংলাদেশে খুব কম সময়ে বঙ্গবন্ধু যে শাসনতন্ত্র মাত্র ১০ মাসে দিয়েছিলেন, তাতে প্রতিফলন ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার-প্রত্যয়ের। কিন্তু সপরিবারে তাকে হত্যার পর শুরু হয় সেই সংবিধানে তৎকালীন স্বার্থান্বেষী কুচক্রী শাসক মহলের স্বার্থে দফায় দফায় কাটাছেঁড়া। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, শোষকের নয়, আমরা এমন গণতন্ত্র চাই যা হবে শোষিতের গণতন্ত্র। লক্ষ্য করার বিষয়, বিশ্বে আমরা অনেক রকম গণতন্ত্র দেখছি, যেখানে প্রধান লক্ষ্য হলো শুধু ভোট। সেই গণতন্ত্রের ভোটে নানাভাবে কেনাবেচা চলে এবং মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত অর্থ শ্রেণিটিকে আরও পুষ্ট করে। দেশে আজকের উন্নতি-অগ্রগতি কিংবা সম্পদ সৃষ্টির পেছনে বড় অবদান সাধারণ মানুষের, কিন্তু ভোগের ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে।

একাত্তরের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত তিনটি মূল স্তম্ভ- সাম্য, মানবিক মার্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করা যেতে পারে। গত ৫০ বছরে আমরা সমতাভিত্তিক, মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন, জনআকাঙ্ক্ষার গণতান্ত্রিক নাগরিক রাষ্ট্র হিসেবে কতটা এগিয়েছি, সেই প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, আমরা যদি ৫০ বছর আমলে নিয়ে সাফল্যের সবকিছু সন্ধান করি, তা ঠিক হবে না। গত এক দশকেরও বেশি সময়ে আমাদের অবকাঠামোগত, অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ নানা সূচকে যে অগ্রগতি হয়েছে,তাও মূল্যায়নের দাবি রাখে। যে দারিদ্র্য কমতে শুরু করেছিল, করোনাক্রান্তি তা আবার বাড়িয়ে তুলছে। সরকারের নানা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। মানুষও বৈরী পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সংগ্রাম করছে। জনবান্ধব কর্মসূচির ফলে আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানুষ পথে বসেনি-এই সত্য স্বীকার করতে হবে। শুধু রাজনৈতিক সমালোচনার জন্য সমালোচনা না করে ব্যর্থতার দায় দায়িত্বশীল সবারই কমবেশি নিতে হবে।

একাত্তরের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত তিনটি মূল স্তম্ভ- সাম্য, মানবিক মার্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করা যেতে পারে। গত ৫০ বছরে আমরা সমতাভিত্তিক, মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন, জনআকাঙ্ক্ষার গণতান্ত্রিক নাগরিক রাষ্ট্র হিসেবে কতটা এগিয়েছি, সেই প্রশ্ন ওঠে।

আমরা যে মানবিক, সমতাভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখি, তা তো শুধু সরকারের একক প্রচেষ্টায় নিশ্চিত করা যাবে না। রাষ্ট্র পরিচালকরা যদি বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে থাকেন, তাহলে যে কোনো সরকারের পক্ষেই সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন দুরূহ। তবে সবার যাতে গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত থাকে, তা নিশ্চিত করার ওপর জোর দিতে ভুল করা সমীচীন নয়। সুবিধাভোগী, পক্ষপাতদুষ্ট শ্রেণির কথা তো বঙ্গবন্ধু সেই কবেই বলেছিলেন। আমরা আজও তাদের অপছায়া দেখি নানা ক্ষেত্রে, নানাভাবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদিচ্ছা কিংবা আন্তরিকতায় পুঞ্জীভূত সমস্যার নিরসন ঘটবে না যদি সরকারপ্রধানের সব সহযোগী শক্তি দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠ না থাকে এবং বিরোধী পক্ষ যদি গঠনমূলক রাজনীতির পথ অনুসরণ না করে।

বৈষম্য যে কোনো সমাজের অন্যতম ব্যাধি। এই ব্যাধির নিরসন জরুরি সামগ্রিক প্রয়োজনেই। মানবিক মর্যাদা ব্যক্তির নাগরিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত- এই সত্যও এড়ানো যাবে না। একটি সমতাভিত্তিক সমাজে রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোয় স্বচ্ছতা-জবাবদিহি নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছতে হলে সম্পদের সুষম বণ্টনও নিশ্চিত করা চাই। জবাবদিহিহীন কিছু লোকের ফুলে-ফেঁপে ওঠার রাস্তা রুদ্ধ করে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর সব পথ কণ্টকমুক্ত করতে দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক সব শক্তির যূথবদ্ধ প্রয়াস খুব জরুরি। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে দৃষ্টি গভীর ও এর সুফলভোগী যাতে সবাই হতে পারে, সে চেষ্টা যত নিবিড় হবে, এর সুফল সমাজে প্রতিভাত হবে।

সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে প্রয়োজন নতুন ও বৈচিত্র্যময় সৃজনশীল চিন্তা, নীতি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। আমাদের সম্ভাবনাময় যুবসমাজের মেধা-মনন-সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে শুধু বৈষম্যের নিরসনই নয়, কল্যাণকামী সবকিছু নিশ্চিত করতে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সামনে এগোতে হবে একাত্তরের অঙ্গীকার-প্রত্যয় ধারণ করেই। সম্পদ ও অর্থনৈতিক সুফল এবং সুযোগ-সুবিধা সর্বজনের কাছে পৌঁছানোর পথ মসৃণ করার বিকল্প নেই। ক্ষমতাহীন, দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে রাজনীতির দাবার ঘুঁটি না বানিয়ে তাদের কল্যাণে ব্রতী হওয়ার দায় সমাজের অন্যান্য শক্তিরও রয়েছে। বৈষম্যের ছায়া শুধু কথায় তো সরবে না। বৈষম্যের কারণগুলো অচিহ্নিত নয়। মানুষের অধিকার নিশ্চিত হলে বৈষম্যের ছায়া সরতে বাধ্য। ১৯৭১ সালে ৬০ শতাংশ মানুষের বসবাস ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে। বর্তমানে তা এসেছে ২০ শতাংশে মতান্তরে ২৫-এর ওপরে। তারপরও এই সংখ্যা অনেকেই বলব। চরম দারিদ্র্যসীমার নিচেও রয়েছেন অনেকে। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত না মর্যাদাপূর্ণ জীবন পাচ্ছেন; স্বাস্থ্য-শিক্ষা-অবকাশ ও সংস্কৃতিবদ্ধ জীবনাধিকার হচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাব কী করে? বিদ্যমান বৈষম্য নিরসনে সরকার তো বটেই, একই সঙ্গে রাজনৈতিক মহল, বিদগ্ধ সমাজসহ দায়িত্বশীল সব মহলকে অবশ্যই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আরও একটি জরুরি বিষয় হলো, গণতন্ত্র যত বিকশিত হবে, অধিকারের পথও তত মসৃণ হবে।

লেখক: সমাজবিজ্ঞানী; প্রাক্তন অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরণ ঘটেছে যেমন, চ্যালেঞ্জও বেড়েছে তেমন

ড. মনসুর আলম খান

‘জাতির পিতা’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জাতিসংঘের সুপারিশ প্রাপ্তি বাংলাদেশের এক অনন্য অর্জন, অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দেরও। অবশ্য আনন্দের মাঝেও শঙ্কা আছে, আছে চ্যালেঞ্জ।

বলা হচ্ছে এই উত্তরণের ফলে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে মর্যাদা বাড়লেও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে বাংলাদেশকে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত ‘Trade impacts of LDC graduation’ নিবন্ধ মোতাবেক উত্তরণের প্রভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি কমে যাবে চৌদ্দ শতাংশ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি যথার্থই বলেছেন, ‘সম্প্রতি বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। এটি খুশির খবর। কিন্তু এ নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না’। বর্তমান লেখায় উত্তরণের বহুবিদ চ্যালেঞ্জ ও মোকাবিলার কৌশল নিরূপণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের পাশাপাশি আমরা মোটা দাগে জানতে চাইব এলডিসি গঠনের উদ্দেশ্য এবং উত্তরণের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) তালিকাকরণের ধারণার উন্মেষ ঘটে ১৯৬০-এর দশকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রভাবে যেসব দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা একেবারেই নাজুক, জাতিসংঘ পরিবারের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং সুবিধাবঞ্চিত সেসব দেশের জন্য বিশেষ আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে উদ্ভূত হয়েছে এ ধারণা। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৫তম অধিবেশনের আওতাধীন ২৬২৬ এবং ২৭২৪ নম্বর প্লেনারি আলোচনায় এরূপ তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে প্রথম সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরে ১৯৭১ সালে সাধারণ পরিষদের ২৬তম অধিবেশনে ২৭৬৮ (XXVI). Identification of the least developed among the developing countries শীর্ষক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে প্রণীত হয় বহুল কথিত স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা। ১৮ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখে প্রকাশিত সেই তালিকায় প্রথমবারের মতো আফগানিস্তান, বেনিন, ভুটান, উগান্ডা, সিকিম ইত্যাদি ২৫টি দেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গত পঞ্চাশ বছরে এই তালিকায় সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায় ইতোমধ্যেই উত্তরণ ঘটেছে বতসোয়ানা (১৯৯৪), কেপ ভার্দে (২০০৭), মালদ্বীপ (২০১১), সামোয়া (২০১৪), ইকোটোরিয়াল গিনি (২০১৭), ভানুয়াতু (২০২০) এই ছয়টি দেশের। ১৯৭১ সালে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সিকিম ১৯৭৫ সালে অঙ্গীভূত হয়েছে ভারতের সঙ্গে। নভেম্বর ২০২১-এর হিসাব মোতাবেক বর্তমানে এলডিসিভুক্ত দেশের সংখ্যা ৪৬টি।

বাংলাদেশ এলডিসির সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৫ সালের ১২ ডিসেম্বর। বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত সাধারণ পরিষদের ৩৪৮৭ নম্বর সিদ্ধান্ত ছিল এরূপ-‘Taking into account Economic and Social Council resolution 1976 (LIX) of 30 July 1975, decides to include Bangladesh, the Central African Republic, Democratic Yemen and the Gambia in the list of hard-core least developed countries.’ সেই থেকে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের একটি কার্যকর সদস্য, পেয়ে আসছে সব আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, প্রণোদনা প্যাকেজ।

স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে তালিকাবদ্ধকরণ এবং উত্তরণ উভয়ই নির্ভর করে কোনো দেশের দারিদ্র্য, মানবসম্পদ এবং অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা-এই তিনটি মানদন্ডের ওপর। জাতিসংঘের অর্থ ও সামাজিক বিভাগ কর্তৃক ২ মার্চ ২০১৮ প্রকাশিত ‘Criteria For Identification of LDCs’ শীর্ষক প্রতিবেদন মোতাবেক বিবেচ্য বছরের আগের তিন বছরের মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় ১০২৫ মার্কিন ডলারের নিচে হলে এলডিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে এবং ১,২৩০ ইউএস ডলারের ওপরে হলে উত্তরণের জন্য বিবেচিত হবে।

‘জাতির পিতা’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জাতিসংঘের সুপারিশ প্রাপ্তি বাংলাদেশের এক অনন্য অর্জন, অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দেরও। অবশ্য আনন্দের মাঝেও শঙ্কা আছে, আছে চ্যালেঞ্জ।

জাতিসংঘের ঈউচ-এর প্রস্তাব মোতাবেক কোনো দেশের মানবসম্পদ সূচকের (Human Assets Index-HAI) মান ৬০-এর নিচে হলে এলডিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে এবং ৬৬-এর উপরে হলে উত্তরণের জন্য বিবেচিত হবে। ঐঅও-এর মান আবার দুই ভাগে বিভক্ত-১. স্বাস্থ্য সূচক (মান-৫০) এবং ২. শিক্ষা সূচক (মান-৫০)। স্বাস্থ্য সূচকের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার, খর্বতার প্রবণতা এবং মাতৃমৃত্যুর হার এই তিনটি নিয়ামক এবং শিক্ষা সূচকের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার, বয়স্ক শিক্ষার হার এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর অনুপাত এই তিনটি নিয়ামকের মান যোগ করে গণনা করা হয়। জাতিসংঘের ঈউচ ২০১৫ সাল থেকে এলডিসি তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচক (Economic and Environmental Vulnerability Index-EVI)-এর মান ৩৬-এর উপরে এবং উত্তরণের জন্য ৩২-এর নিচে হতে হবে মর্মে নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মাঝে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (মান-৫০) নিরূপণ করার ক্ষেত্রে জিডিপি’তে কৃষি খাতের অবদান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের দূরবর্তিতা ও দেশের স্থলবেষ্টিতা, রপ্তানি পণ্যের বহুমাত্রিকতা এবং পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানির অনিশ্চয়তা এই চারটি নিয়ামক এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সূচকে (মান-৫০) উপকূলীয় অঞ্চলে নিবাসী সংখ্যা, শুষ্ক অঞ্চলে লোকের আবাস, কৃষি উৎপাদনে অনিশ্চয়তা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা এই চারটি নিয়ামক বিবেচনায় নেওয়া হয়।

এলডিসি দেশগুলোর অবস্থা আদতেই ‘গরিবের মাঝে আরও গরিবে’র মতো। বর্তমানের ৪৬টি দেশের মধ্যে ৩৩টির অবস্থানই আফ্রিকা মহাদেশে, ৯টি পড়েছে আমাদের এশিয়াতে, ইউরোপের কোনো দেশ এই তালিকায় নেই। দেশগুলোর জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন। বিশ্ব জিডিপিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সম্মিলিত অবদান ২ শতাংশেরও কম এবং বিশ্ব বাণিজ্যে ১ শতাংশের কাছাকাছি, যদিও বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১২ ভাগ (৮৮ কোটি) লোকের বাস এসব দেশে। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত হয়েছে চারটি বিশেষ সম্মেলন-United Nations Conference on the LDCs। ১৯৮১ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলন (UNCLDC-I) থেকে গৃহীত হয় প্যারিস ঘোষণাপত্র (Paris Declaration-1981)। ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় সম্মেলন। ব্রাসেলসে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে গৃহীত হয় ‘ব্রাসেলস ঘোষণাপত্র’ এবং ‘স্বল্পোন্নত দেশের জন্য দশ বছরমেয়াদি ব্রাসেলস কর্মসূচি’। চতুর্থ সম্মেলনটির ব্যাপ্তি ছিল ব্যাপক ও উচ্চাভিলাষী। ২০১১ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত হয় Istanbul Programme of Action (IPoA)। ওই সম্মেলনে ২০২০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেক সদস্যদের উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় মানদন্ড পূরণ করতে সক্ষম করে তোলার একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

ইস্তাম্বুলে গৃহীত এই উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যকে ধারণ করেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। CDP-এর নিয়ম অনুযায়ী, এলডিসি থেকে বের হতে হলে পরপর দুটি ত্রি-বার্ষিক মূল্যায়নে নির্দিষ্ট মান অর্জন করতে হয়। উত্তরণের জন্য অন্তত দুটি সূচকে যোগ্যতা অর্জন অথবা মাথাপিছু আয় নির্দিষ্ট সীমার দ্বিগুণ থাকতে হবে। এসব সূচক বিবেচনায় গত ২৪ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের A/RES/76/8 নম্বর সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের পাশাপাশি লাওস এবং নেপালের উত্তরণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। আনন্দের বিষয় হলো, বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যা যে কোনো দুটির স্থলে তিনটি সূচকেই নির্ধারিত মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে এসেছে। ২০১৮ সালে উত্তরণের জন্য নির্ধারিত ভিত্তি ২০২১ সালে আরও মজবুত হয়েছে। সিডিপি ২০২৪ সালে অনুষ্ঠেয় পরবর্তী ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় পুনরায় বাংলাদেশের অবস্থা যাচাই করবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আর্থ-সামাজিক সব মানদন্ডে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে চূড়ান্তভাবে বের হয়ে আসবে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জের মাত্রা ও ব্যাপ্তি নির্ভর করে সদস্য দেশের জনসংখ্যা, জিডিপির আকার, রপ্তানির পরিমাণ এসব আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর। বর্তমানে বিশ্ববাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ৮৩ ভাগ সেবা ও পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা ভোগ করে থাকে, উত্তরণের ফলে নিশ্চিত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বাংলাদেশি পণ্য। মেধাস্বত্বের ওপর ছাড় পাওয়ায় বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত অবাধে ব্যবহার করা যাবে গবেষণালব্ধ জ্ঞান, উত্তরণের ফলে হুমকিতে পড়বে ঔষধ শিল্প। বন্ধ হয়ে যেতে পারে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক অনুদান। কমে যেতে পারে বৈদেশিক শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ। বিনিয়োগ সহায়তা কর্মসূচি, জাতিসংঘ প্রযুক্তি ব্যাংক ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিশেষ তহবিল থেকে প্রাপ্ত সহজ শর্তে ঋণ ও অনুদান প্রবাহ বন্ধ হবে। তারপরও এগিয়ে যেতে হবে।

এগিয়ে যাওয়ার পথে শত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। উত্তরণসংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্সের গত ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ গ্রহণ করেছে Support to Sustainable Graduation Project শীর্ষক প্রকল্প। ডিসেম্বর ২০১৮-জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন ১৩,৪৭৫ লাখ টাকার প্রকল্পে জাপানীজ অনুদান (ডিআরজিএ-সিএফ) ৯,০১০.৪০ লাখ টাকা, বাকিটা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে পাওয়া যাবে। চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিতকরণ, সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনকে সম্পৃক্তকরণ, টেকসই উত্তরণ কৌশল প্রণয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, উন্নয়ন সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে নেগোসিয়েশন পরিচালনা করার লক্ষ্যে এসব বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে এ প্রকল্প। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক অন্যান্য সংস্থাও কাজ করে যাচ্ছে টেকসই উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব আর সাহসী উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের ফলে বিগত দিনগুলোতে বাংলাদেশ সাক্ষী হয়েছে দুর্দান্ত সব অর্জনের। সব সমালোচনা, দেশি-বিদেশি অপপ্রচার আর চক্রান্তের বিপরীতে উন্নয়নের মহাসড়কে ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’র বাংলাদেশের এ অদম্য অভিযাত্রায় স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের মানদন্ড অর্জনের জাতিসংঘের স্বীকৃতি বাংলাদেশের উন্নয়ন-অভিযাত্রায় এক অনন্য অর্জন।

লেখক: জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর।

আজ সোমবার মার্টিন লুথার কিং ডে

(প্রথম পাতার পর)

হচ্ছে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র দিবস।

বিখ্যাত মানবাধিকার নেতা মার্টিন লুথার কিং সারা জীবন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ও কৃষ্ণাঙ্গদের সমঅধিকার আদায়ে লড়াই করে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে আমেরিকায় কালো মানুষ পেয়েছে সাদা মানুষের সমান অধিকার। কিংবদন্তি নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ১৯২৯ সালের ১৫ জানুয়ারি আমেরিকার জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টা শহরে এক কৃষ্ণাঙ্গ যাজক পরিবারে জন্ম নেন । মাইকেল কিং সিনিয়র ও আলবার্টা উইলিয়ামস কিংয়ের তিন সন্তানের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। প্রথমে তাঁর নাম রাখা হয় মাইকেল কিং জুনিয়র। ১৯৩৪ সালে ছেলের ছয় বছর বয়সে বাবা মাইকেল বিখ্যাত জার্মান সংস্কারক মার্টিন লুথারের নামানুসারে ছেলের নাম রাখেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ১৯৫৫ সালে কিং ডেক্সটা অ্যাভিনিউয়ের ব্যাপটিস্ট চার্চের যাজক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি সরাসরি কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৫ সালে মন্টগোমারিতে শুরু হয় ঐতিহাসিক বাস ধর্মঘট। ঘটনার সূত্রপাত হয় ১৯৫৫ সালের ১ ডিসেম্বর, বাসের আসনকে কেন্দ্র করে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের অধিকাংশ রাজ্যেই বাসের সামনের দিকে বসার অধিকার ছিল না কালোদের। শ্বেতাঙ্গ উঠলে সংরক্ষিত আসন ছেড়ে দিতে হবে এই নিয়ম মানলেন না কৃষ্ণাঙ্গ নারী রোজা পার্কস। তিনি প্রতিবাদ করলেন। এটা ছিল সরকারি আইনের লঙ্ঘন। রোজাকে থানায় নিয়ে ১০ ডলার জরিমানা করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে লুথার কিং ও অন্য কৃষ্ণাঙ্গ খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা বাস সার্ভিস বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। টানা ৩৮১ দিন নানা



প্রতিকূলতার পরেও কৃষ্ণাঙ্গদের সরকারি বাস বয়কট চলতে থাকলে সুপ্রিম কোর্ট বাসের এই বর্ণবিদ্বেষী ব্যবস্থাকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করেন। অবশেষে বাসে তাদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ আন্দোলনে জয়ের পর কিংয়ের নাম ছড়িয়ে পরে গোটা আমেরিকায়। তাঁর এই অহিংস আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসেন বহু কৃষ্ণাঙ্গ নেতা। গোটা আমেরিকা জুড়েই বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে উঠতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় কিং ১৯৬৩ সালে সরকারের নেওয়া বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ঘোষণা করেন। কিং তাঁর অনুসারীদের নিয়ে দুই মাস ধরে আন্দোলন চালিয়ে যান। এর মূল লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গদের সমান অর্থনৈতিক সুবিধা দিতে হবে, কালোদের সর্বত্র প্রবেশাধিকার থাকতে হবে এবং শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে।

এমনি এক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশে অ্যালাবামার পুলিশ সমবেত জনতার ওপর দমনমূলক নিপীড়ন চালায়। মার্টিন লুথার কিংসহ আরও অনেকেই সে সময় গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনা ব্যাপক সাড়া জাগায় বিশ্বব্যাপী। এরপর তিনি স্থির করেন দেশ জুড়ে শুরু করবেন ফ্রিডম মার্চ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু হয় ওয়াশিংটন অভিমুখে পদযাত্রা। ১৯৬৩ সালে ২৭ আগস্ট ওয়াশিংটনের লিঙ্কন মেমোরিয়ালে সমাবেত হয় প্রায় আড়াই লাখের বেশি মানুষ। তাদের সামনে ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন কিং, ‘আমার একটি স্বপ্ন আছে’ (আই হ্যাভ আ ড্রিম)। ভাষণে তিনি বলেন, কীভাবে বর্ণবৈষম্য গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তিনি তুলে ধরেন ভবিষ্যতের আমেরিকা নিয়ে তাঁর আশাবাদ। যেখানে সব আমেরিকান হবে সমান। এটাই হবে সত্যিকারের স্বপ্নের আমেরিকা। তাঁর এই বিখ্যাত ভাষণের প্রভাবেই ১৯৬৪ সালে আমেরিকায় নাগরিক অধিকার আইন ও ১৯৬৫ সালে ভোটাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়।

সেই বছর টাইমস পত্রিকা কিংকে বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে ‘ম্যান অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার দেয়। ১৯৬৪ সালে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ১৯৬৮ সালের ৪ এপ্রিল টেনেসির মেমফিস শহরে তার হোটেল কক্ষের ব্যালকনিতে দাঁড়ানো অবস্থায় আততায়ীর গুলিতে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে নিহত হন।

মার্টিন লুথার কিং ও মহাত্মা গান্ধী

লুথার কিং ছাত্রবস্থায় ক্রোজার থিওলজিক্যাল সেমিনারিতে পড়ার সময় ভারতের অন্যতম রাজনীতিবিদ এবং অহিংস মতবাদের জনক মহাত্মা গান্ধীর (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী) সম্পর্কে জানতে পারেন। মহাত্মা গান্ধীর লেখা পড়ে গান্ধীবাদী অহিংসা নীতিতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। গান্ধী সম্পর্কে তিনি আরও জানতে পারেন ১৯৫৯ সালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জহরলালের আমন্ত্রনে ভারত সফরকালে। তিনি গান্ধীর জন্মস্থানে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন। কিং পরে লেখেন, “যখন মন্টগোমারি বয়কট চলছিল, ভারতের গান্ধী আমাদের অহিংস সামাজিক সংস্কারের পথপ্রদর্শক ছিলেন ।চ

মার্টিন লুথার কিং ও নেলসন ম্যান্ডেলা

১৯৬৮ সালে যখন আততায়ীর গুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্টিন লুথার কিং নিহত হন, তখন আরেক প্রান্তে দক্ষিণ আফ্রিকার রুবেন দ্বীপে কারাগারের বন্দী ছিলেন একই আন্দোলনের আরেক কিংবদন্তি নেলসন ম্যান্ডেলা। দুজনেরই স্বপ্ন ছিল এক, কালো আর সাদা মানুষের বৈষম্য দূর করা। ম্যান্ডেলা আর কিংয়েরও কখনো দেখা হয়নি। অথচ কিং ও ম্যান্ডেলা দুজনেই মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিকে সমর্থন করতেন । ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি হিসেবে ম্যান্ডেলার অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কিংয়ের স্ত্রী কোরেটা স্কট কিং। অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে নেলসন ম্যান্ডেলা আমেরিকার মানবাধিকার নেতা লুথার কিংয়ের বিখ্যাত ভাষণ ‘আমার একটি স্বপ্ন আছে’ থেকে উদ্ধৃত করেন, ‘Free at last, Free at last, Thank God almighty we are free at last.’

Òঅবশেষে মুক্তি পেলাম, অবশেষে মুক্তি পেলাম, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা অবশেষে মুক্তি পেলাম।”

যুক্তরাষ্ট্রে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র দিবস পালন করার অনুমোদন পেতেও লেগেছে ১৫ বছর। আমেরিকার রক্ষণশীল ও বর্ণবাদ মনোভাবের শাসকগোষ্ঠী তাকে উগ্রবাদী, কমিউনিস্ট হিসেবেই অভিহিত করে গেছে বহুকাল। তাই কিংয়ের জন্মদিনকে সরকারি ছুটি হিসেবে পালনের প্রস্তাব নাকচ হয়। অবশেষে ১৯৭৯ সালে লাখ লাখ নাগরিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে দিনটি পালনের আইন পাশ করা হয়।



ভিন্নমত ও বিরোধী মতের কথা শুনতে

(প্রথম পাতার পর)

এল সালভাদরে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসে কাজ করেছেন। রাষ্ট্রদূত মিলার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট এবং সাবেক মেরিন কোর কর্মকর্তা। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অসংখ্য সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে আছে বীরত্বের জন্য পররাষ্ট্র দপ্তর পুরস্কার ও ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের শিল্ড অব ব্রেভারি পুরস্কার। রাষ্ট্রদূত মিলার ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ ও ইন্দোনেশিয়ান ভাষা জানেন। তিন বছর দুই মাসেরও বেশি সময় দায়িত্ব পালনের পর বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিচ্ছেন মিলার।

ঢাকা থেকে বিদায় নেয়ার ঠিক আগে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রদূত দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের খোলামেলা জবাব দেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন দৈনিক মানব জমিনের সিনিয়র রিপোর্টার তারিক চয়ন। দুই পর্বের সাক্ষাৎকারটির প্রথম পর্ব আজ ছাপা হলো:

প্রশ্ন : বাংলাদেশে অবস্থানকালে এই তিন বছরে কোন বিষয়টি আপনার সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে? এখানে আপনার সেরা অভিজ্ঞতাটা কি?

আর্ল মিলার: বাংলাদেশের জনগণের আন্তরিকতা এবং উদারতা। আমি ৩৫ বছর ধরে আমেরিকান কূটনীতিক হিসেবে কাজ করছি। বাংলাদেশের মানুষের মতো এত অতিথিপরায়ণ, চিন্তাশীল এবং আন্তরিক মানুষ অন্য কোনো দেশে দেখিনি যারা এভাবে মানুষকে সাদরে বরণ করে নেয়।

বিস্ময়করভাবে বৈচিত্র্যময় এবং অপরূপ এই দেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে চমৎকার সব অভিজ্ঞতা হয়েছে, যেগুলো আমার স্মৃতিতে অমলিন। আমি দেশের আটটি বিভাগেই ঘুরেছি, সব জায়গাতেই ভালো লেগেছে। আমার হৃদয়ে, আমার স্মৃতিতে আমি আকর্ষণীয় এই দেশের রূপ, রস, রঙ, গন্ধ এবং বৈচিত্র্য বহন করবো। সিলেট, বরিশাল ও বান্দরবানের সবুজ, কক্সবাজারের অন্তহীন সমুদ্র সৈকত, সুন্দরবনের অপরূপ সৌন্দর্য, পুরান ঢাকার প্রাচীনত্ব ও আধুনিকতা বোধ (হেসে) আমি কিন্তু থামবো না...আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানেই বাংলাদেশের মেধাবী তরুণদের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছে। তারা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। তাদের শক্তি, তাদের আশাবাদ, তাদের আবেগ আমাদের আশা জোগায়। পৃথিবীর জন্য যা খুবই দরকার।

প্রশ্ন : চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উদ্যাপিত হচ্ছে। আপনি এই সম্পর্ককে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? বর্তমানে ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্ককেই বা আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন?

আর্ল মিলার: যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় এবং তা আরও মজবুত হচ্ছে। আমি ঢাকায় নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের প্রতি ঈর্ষান্বিত এই কারণে যে, তিনি আমাদের দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকী উদ্যাপন করার সময়টায় এখানে থাকবেন। আহ! কি যে একটা উদ্যাপন হবে! আমা‡দর উভয় দেশের জন্য এই বিশেষ মাইলফলক উদ্যাপনে সত্যিকার অর্থেই উত্তেজনাপূর্ণ বেশকিছু অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছি।

কারণ বিগত পাঁচ দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমর্থক, সবচেয়ে বড় ভক্ত, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং ভরসা করার মতো সবচেয়ে বড় অংশীদার ও বন্ধু। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করেছে। আমরা সাহায্যের দিক থেকে বছরে ২০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অবদান রাখি। টাইফুনের পর আমরা মানবিক সহায়তায় ছুটে এসেছি। আমরা করোনার বিরুদ্ধে একসঙ্গে যুদ্ধ করছি। যুক্তরাষ্ট্র বিনামূল্যে, ২৮ মিলিয়নের (২ কোটি ৮০ লাখ) বেশি করোনা ভ্যাকসিনের ডোজ দান করেছে। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক অন্যান্য সহায়তায় দিয়েছে ১২১ মিলিয়ন (১২ কোটি ১০ লাখ) ডলারেরও বেশি।

স্বাধীনতার জন্য আমাদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম থেকে শুরু করে মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন পর্যন্ত- আমাদের দুই দেশের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে।

অর্থনৈতিক ইস্যু, উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা আমাদের শক্তিশালী অংশীদারিত্ব এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথাই তুলে ধরে।

একসঙ্গে কাজ করার ধারণা ঠিক করতে এবং পরবর্তী ৫০ বছর বা তারও অধিকতর সময়ে আমাদের অংশীদারিত্বের ভিত্তি স্থাপন করতে ২০২২ সালে আমরা দুই দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি উচ্চপর্যায়ের সরকারি সফর এবং সংলাপের পরিকল্পনা করেছি।

যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ জনগণের সঙ্গে জনগণের বন্ধনের মাধ্যমেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। হাজার হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করে। প্রকৃতপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সংখ্যার হিসেবে বিশ্বের সব দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৪তম।

বন্ধুদের ক্ষেত্রে যা হয়- আমাদের দুই জাতি, সবসময় সব বিষয়ে একমত হতে পারে না। কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমাদের সম্পর্ক যেহেতু যথেষ্ট পরিপক্ব এবং দৃঢ় সেহেতু সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে খোলামেলা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমরা সেগুলোকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে পারি।

প্রশ্ন : এই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ গতিপথ আপনি কেমন দেখছেন? চলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য কি?

আর্ল মিলার: আমি আগেই বলেছি, আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় এবং সেটা আরও মজবুত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অংশীদারিত্ব কেবল উভয় দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্যই নয়, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্যও অপরিহার্য।

আমরা স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা থেকে উত্তরণ হতে শুরু করে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রতি আমাদের প্রশংসা জানানো এবং সমর্থন করা অব্যাহত রাখবো। আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক হুমকি মোকাবিলায় একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবো এবং জলবায়ু-সংবেদনশীল দেশগুলোর মধ্য থেকে শক্তিশালী নেত...‡ত্বর জন্য বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে থাকবো।

বাংলাদেশ তার নিজের যোগ্যতাতেই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান অংশীদার। কিন্তু এটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণভাবে নেতৃত্বের ভূমিকাও পালন করছে। যে অঞ্চলে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ বাস করে, যে অঞ্চলে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর কয়েকটির অবস্থান (অবশ্যই, আপনারাও রয়েছেন)। বৈশ্বিক জিডিপি'র প্রায় ৪০ শতাংশই এই অঞ্চলের। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের কেন্দ্রবিন্দু।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অবস্থা কেমন বলে আপনি মনে করেন? বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে প্রধান রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো কি কি?

আর্ল মিলার: স্বাধীনতার জন্য আমাদের দুই দেশের সংগ্রামের দিকে ফিরে তাকালে যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অংশীদার। আমাদের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ এবং নীতিগুলো মেনে চলার দিক দিয়ে সমস্ত গণতন্ত্রের গল্পই এক, আর তা হলো গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম চলছে, গণতন্ত্র সম্পূর্ণ নয় এবং এই প্রক্রিয়া চলমান। উদাহরণস্বরূপ, সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য সংবাদপত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য। গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, বিরোধী দলের সদস্য এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের অবশ্যই তাদের মতামত প্রকাশ করার, প্রতিশোধ নেয়ার ভয় ছাড়াই পরিবর্তনের পক্ষে কাজ করার সক্ষমতা থাকতে হবে। ভিন্নমত ও বিরোধী মতের কথা শুনতে হবে এবং সম্মান করতে হবে। শক্তিশালী গণতন্ত্র নিয়মিত এবং প্রাণবন্ত বিতর্কের মাধ্যমেই বিকাশ লাভ করে।

প্রশ্ন : বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রচারে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র। বন্ধু দেশ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সুশাসন ইত্যাদির বিকাশে যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে পারে? আপনার দৃষ্টিতে এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাগুলো কি কি?

আর্ল মিলার: খুব চমৎকার প্রশ্ন করেছেন। আমরা গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শাসন পদ্ধতি নিয়ে আমাদের দূতাবাস এবং অন্যান্য (কূটনৈতিক) চ্যানেলের মাধ্যমে দুই দেশের রাজধানী এবং দৈনন্দিন কাজের মধ্য থেকে নিয়মিতভাবে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা করে থাকি। আমরা আলোচনা করি কীভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো আইনের শাসনকে এগিয়ে নিতে পারে এবং কীভাবে দায়মুক্তির সংস্কৃতি যেকোনো দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে দেয়। আমাদের এখানে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং বিনিময় কর্মসূচি রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশি স্কলার, সাংবাদিক এবং সরকারি কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রে পরিদর্শন করে দেখেন কীভাবে আমরা গণতান্ত্রিক এবং শাসন পদ্ধতির চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করি। আমাদের ইতিহাসে (এমনকি আমাদের অতি সামপ্রতিক ইতিহাসে) যুক্তরাষ্ট্র কখনো কখনো গণতন্ত্র এবং সুশাসনের জন্য লড়াই করেছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন দেশে এবং বিদেশে গণতন্ত্রকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা, টিকিয়ে রাখা এবং µমবর্ধমান করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমার দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রে সব প্রতিভাবানদের দ্বারা তৈরি 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' করার দুর্দান্ত এক সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এটিও একেবারে নিখুঁত বা নির্ভুল নয়। আমরা সে দাবিও করি না। কিন্তু, আমরা সেসব নিয়ে কাজ করছি, সবসময় কাজ করছি। বন্ধু হিসেবে আরও নিখুঁত 'ইউ-নিয়ন' গড়তে যুক্তরাষ্ট্র (বাংলাদেশের সঙ্গে) নিজেদের ওইসব অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারে।

প্রশ্ন : ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিতে বাংলাদেশের (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামরিক) ভূমিকাকে কীভাবে দেখেন? গুজব রয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ভূ-রাজনৈতিক বা কৌশলগত কারণে বাংলাদেশকে অন্য কারও চোখে দেখে...

আর্ল মিলার: যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি কাজ করে, অবশ্যই অন্য কারও দৃষ্টিতে দেখে না।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এই সময়ের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য অংশীদার, মিত্র এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক করছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে করোনা, জলবায়ু পরিবর্তন, উদীয়মান প্রযুক্তি, নিয়মতান্ত্রিক পথে বাণিজ্য ও অর্থনীতি, পরিবেশবান্ধব অবকাঠামোতে বিনিয়োগ এবং সন্ত্রাস দমনে আধুনিক পদ্ধতি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ একটি মূল অংশীদার।

আমাদের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, কারণ যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো শক্তিশালী অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করার জন্য সবসময়ই আশাবাদী যাতে সমস্যাগুলো খোলাখুলিভাবে মোকাবিলা করা যায়; নিয়মগুলো স্বচ্ছ এবং ন্যায্যভাবে প্রয়োগ করা হয়; পণ্য, ধারণা এবং মানুষ ভূমি, সাইবার স্পেস, এবং খোলা সমুদ্রে অবাধে বিচরণ করে।

এন৯৫ মাস্ক পরতে উৎসাহ দিচ্ছে সিডিসি

(প্রথম পাতার পর)

এন৯৫ বা স্বাস্থ্য কর্মীরা যেকেএন৯৫ মাস্ক ব্যবহার করেন সেটি পরতেউৎসাহিত করেছেন।

বাতাসকে ভালভাবে পরিশ্রুত করতে এ ধরণের মাস্ক ব্যবহার করা হয়। তবে আগে এর সরবরাহ ছিল সীমিত। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের কর্মকর্তারা আগে জানিয়েছিলেন যে স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের বেলায় এসব মাস্কের ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ïµবার বিকেলে পোস্ট করা সর্ব সাম্প্রতিক নির্দেশনায় সিডিস্থির কর্মকর্তারা সীমিত সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগের কথা নাকচ করে দেন এবং স্পষ্ট করে জানান সঠিক ভাবে ব্যবহার করলে এন৯৫ এবং কেএন৯৫ মাস্ক সবচাইতে বেশি সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

তবে সংস্থার কর্মকর্তারা জানান, অন্যান্য মাস্কের তুলনায় অনেকেই এসব মাস্ক সহ্য করতে পারেন না এবং সব সময় পরা যায় এমন মাস্ক বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

সিডিস্থির মুখপাত্র ক্রিস্টেন নর্ডলান্ড এক বিবৃতিতে জানান, "আমাদের প্রধানবার্তা এই যে, মাস্ক না পরার চাইতে যে কোনো মাস্ক পরিধান আবশ্যক"। মহামারী চলাকালীন সিডিসি তাদের মাস্ক পরিধান নীতি বা নির্দেশনাতে পরিবর্তন এনেছে।

সর্বশেষ নির্দেশনায় সেপ্টেম্বর মাসে সিডিসি কর্মকর্তারা কেবলমাত্র একবার পরিধানযোগ্য এন৯৫ মাস্ক ব্যবহারে আরো উৎসাহিত বোধ করেন । তারা জানান, সরবরাহ সহজলভ্য থাকলে নির্দিষ্ট কিছুপরিস্থিতিতে সেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।উদাহরণস্বরূপ বাস, ট্রেন বা প্লেনে অধিক সময় ধরে লোকজনের কাছে থাকা,অসুস্থ কাউকে সেবা-যত্ন করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ রোগের আরো সান্নিধ্যে যাওয়া এ সব ক্ষেত্রে এ ধরণের মাস্ক ব্যবহার করা যেতে পারে।

বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘোষণা করেন যে, তাঁর প্রশাসন এন৯৫সহ "উচ্চতর মানের মাস্ক" প্রস্তুত করার পরিকল্পনা নিয়েছে, যা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। তিনি বলেনএ ব্যাপারে আগামী সপ্তাহে আরো বিস্তারিত জানা যাবে। হোয়াইট হাউজ জানায়, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এন৯৫ এর ৭৫ কোটির বেশি মাস্ক মওজুদ রয়েছে।

সিডিস্থির সর্ব সাম্প্রতিক নির্দেশনায় বিশেষ এক প্রকারের ¤সার্জিক্যাল এন৯৫চ মাস্কের কথা জানায়, যেগুলো রক্তের ছিটা এবং অস্ত্রোপচারের সময় অন্যান্য ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এজেন্সী জানায় এধরণের মাস্ক সাধারণত জনগণ কিনতে পারবেন না এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্যই তা সংরক্ষিত থাক‡ব।

হ্যাটট্রিক গড়লেন আইভী

(প্রথম পাতার পর)

ভোট পড়েছে বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পুরো সিটির নির্বাচনই এবার ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) হয়েছে। বড় ধরনের অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ছাড়াই শেষ হয় ভোটগ্রহণ। তবে কয়েকটি কেন্দ্রে কাউন্সিলর প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

তিন বাঙালীর গবেষণাপত্র

(প্রথম পাতার পর)

ওষুধ নির্মাতা সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে 'মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি' সংক্রান্ত গবেষণায় নয়া দিশা দেখালেন, রাজ্যের কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন গবেষক। প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক তথা বিভাগীয় প্রধান, বিজ্ঞানী সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে গবেষক নবারুণচন্দ্র দাস এবং পৃথা চক্রবর্তী তাঁদের সাম্প্রতিক গবেষণায় করোনাভাইরাসের আলফা, ডেল্টা, ডেল্টা প্লাস এবং ওমিক্রনের বিরুদ্ধে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির কার্যকারিতার প্রমাণ দিয়েছেন।

ïধু তাই নয়, ওই গবেষণায় সক্রিয় অ্যান্টিবডিগুলির ভাইরাসের প্রতি আসক্তি-যুক্ত পেপটাইড শৃঙ্খল (সিডিআর)-গুলি যুক্ত করে একটি কাইমেরিক অ্যান্টিবডি (দু'টি মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির সংযুক্তি) প্রস্তুত করা হয়েছে। যা কোভিড-১৯ সংক্রমণের চিকিৎসায় কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে বলে তিন বিজ্ঞানীর দাবি। তাঁদের ওই গবেষণাপত্র ইউরোপের 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ইমিউনোলজিক্যাল সোসাইটি'-র জার্নাল 'ফ্রন্টিয়ার্স অফ ইমিউনোলজি'-র সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

বিজ্ঞানী সুপ্রভাত জানিয়েছেন, তাঁদের ওই গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী এবং ইন্দো-ফরাসি যুগ্ম গবেষণাদলের সদস্য, পালাক্কড় আইআইটি-র অধ্যাপক জগদীশ ব্যারি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই গবেষণায় 'বায়ো ইনফরমেটিক্স' এবং 'কম্পিউটেশনাল বায়োলজি'-র সাহায্যে আ‡মরিকার ওষুধ নিয়ামক সংস্থা এফডিএ (ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অনুমোদিত আট ধরনের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির কার্যকারিতা যাচাই করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের মূল সংক্রামক প্রোটিনের (স্পাইক প্রোটিন) উপর ওই আট ধরনের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির সক্রিয়তা পরীক্ষা করেছিলেন তাঁরা। তা‡ত দেখা গিয়েছেন টিকসাজেভিমাব, সিলজাভিমাব, রেজদানি-ভিমাব, বামলানিভিমাব এবং সত্রভিমাব মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিগুলি করোনাভাইরাসের নয়া রূপগুলির উপরেও সক্রিয় ভাবে কার্যকর।

যুক্তরাষ্ট্রে ভাবমূর্তি উন্নয়নে লবিস্ট নিয়োগ করতে পারে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

(প্রথম পাতার পর)

সাথে একটি বৈঠকের সময় কথা বলছেন। ৫ জুলাই ২০১৯। (ছবি-মার্ক স্কিফেলবেইন/পুল রয়টার্সের মাধ্যমে) দেশের স্বার্থে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ওয়াশিংটন এবং এর বাইরে লবিস্ট নিয়োগ করতে বাংলাদেশ পিছপা হবে না বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে, আমরা একে 'তদবির' (লবিং) বলে থাকি। যেখানে প্রয়োজন সেখানে আমরা লবিং করব। আমরা দেখব কীভাবে আমরা আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে এই কাজটি করতে পারি।'

ïµবার রাজধানীতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সে (বিলিয়া) এক আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। বিদেশে লবিস্ট নিয়োগ দেয়া সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ দাবি করে আব্দুল মোমেন বলেন, ¤প্রত্যেকেরই লবিস্টকে নিয়োগ দেয়ার অধিকার আছে, এতে (অবৈধ) কিছু নেই।চ

যুক্তরাষ্ট্রকে অত্যন্ত পরিপক্ব জাতি হিসেবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ¤যদিও র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বলছে গত কয়েক বছরে সন্ত্রাস কমেছে। এটা তাদের নিরপেক্ষ সমীক্ষা। সেগুলো নিয়ে তারা চিন্তাভাবনা করবে। পৃথিবীজুড়ে সন্ত্রাস দূর করা ও সন্ত্রাসীদের ধরা তাদের লক্ষ্য। মাদক ও মানব পাচার কমানো তাদের লক্ষ্য। র‍্যাব এগুলো সফলভাবেই করছে। এ কারণেই র‍্যাব জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। আমার মনে হয় সবাই এটা বুঝবে। তখন হয়তো অবস্থার পরিবর্তন হবে।চ ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগে র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান ছয় কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথকভাবে এ নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক এবং বর্তমান আইজিপি বেনজীর আহমেদও রয়েছেন। এরইমধ্যে তার আমেরিকান ভিসাও বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া র‍্যাবের বর্তমান মহাপরিচালক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স) খান মোহাম্মদ আজাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স) তোফায়েল মোস্তাফা সরোয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহ-াপরিচালক (অপারেশন্স) মো. জাহাঙ্গীর আলম ও সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স) মো. আনোয়ার লতিফ খানের ওপরও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথক এক ঘোষণায় বেনজীর আহমেদ এবং র‍্যাব-৭ এর সাবেক অধিনায়ক মিফতাহ উদ্দীন আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটেলিয়ান (র‍্যাব), মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াইয়ে গুরুতর মানবাধিকার লংঘনের জন্য অভিযুক্ত। এতে বলা হয়েছে যে তারা আইনের শাসন, মানবাধিকারের মর্যাদা ও মৌলিক স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ক্ষুন্ন করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাব হচ্ছে ২০০৪ সালে গঠিত একটি সম্মিলিত টাস্ক ফোর্স। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং সরকারের নির্দেশে তদন্ত পরিচালনা করা।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা এনজিওদের অভিযোগ হচ্ছে যে র‍্যাব ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ ব্যক্তির গুম হয়ে যাওয়া এবং ২০১৮ সাল থেকে বিচার বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। কোন কোন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এই সব ঘটনার শিকার হচ্ছে বিরোধী দলের সদস্য, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা।

EMONICS ACADEMY
SHAPING THE FUTURE

We Offer FREE TRAINING

We are Ready for YOU!

BECOMING AN IT EXPERT

is a smart move!

Earn SALARY $60k - $100k Per Annum

QA,DevOps & Android Starting Soon

Book Your Spot Now

FREE CLASS FOR EVERYONE

WE ARE WORLDWIDE:

■ San Jose, California ■ Chicago, Illinois
■ Pittsburgh, Pennsylvania ■ Irving, Texas
■ Charlotte, North Carolina ■ Vancouver, Canada
■ Guadalajara Jalisco, Mexico ■ London, UK
■ Sydney, Austrolia ■ Singapore, Singapore
■ Mumbai, India ■ Hyderabad ■ Noida

Call us for more details
1-888-901-9930

Java Developer

This course inlude:
Java 8, MySQL, JSP/Servlet, EJB, Jax-RS, JAX-WS, Hibernate, Spring 5 Framework, Spring Boot, Angular/React, MicroServices, Kafka , Dockers, Kubernete, AWS, CI/CD Jenkins, DevOps Essentials and much more.

Java

Android Developer

This course inlude:
Kotlin, Multimedia Android, Location Based Services, Sensors, WiFi,Telephony Services, Camera, Bluethoot, Testing and Debugging, Android Application Deployment and many more...



QA Automation Engineer

Course includes:
Selenium, Java, SQL
JIRA, SOAP UI, SDLC, etc.



DevOps with AWS Engineer

Course includes:
Linux, Terraform, JIRA, Docker, Python, DevOps, AWS, Kubernetes, Grafana, Git and GitHub, AWS DevOps Azure DevOps, Troubleshooting Realtime scenarios

EMONICS ACADEMY
SHAPING THE FUTURE

Jahid Khan
Cell: 267-241-0849 Work: 201-621-5669, Email: jahid@emonics.com
NY Branch: 136-21 Hillside Ave, 2nd Floor, Richmond Hill, NY 11418
HQ: 1260 Centennial Ave, Suite 1A Piscataway, NJ 08854
www.emonics.com



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

এখন জ্যামাইকাতে

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন



- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

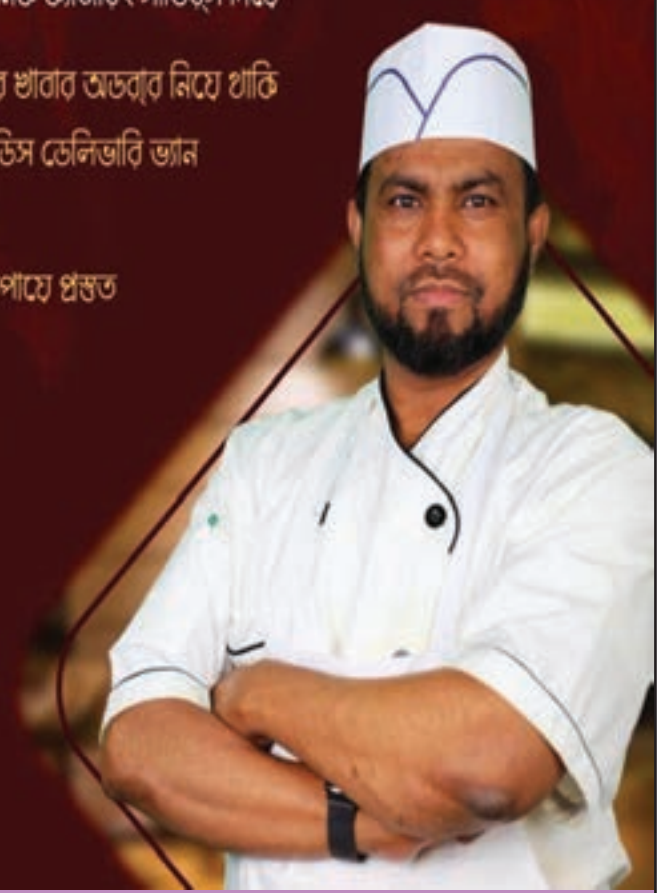
929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com

orderkhalilsfood /

খলিল"স ক্যাটারিং

সামার শেষের বাকি দিন গুলি হয়ে উঠুক জমজমাট
খলিল'স ফুড এর নান্দনিক ক্যাটারিং সার্ভিস দিয়ে

- ২০-২০০০ মানুষের খাবার অর্ডার নিয়ে থাকি
- সর্বাধুনিক মাসেরডিস ডেলিভারি ভ্যান
- খাবার গরম থাকে
- ১০০ ভাগ হালাল উপায়ে প্রস্তুত
- স্বাদ মাশাল্লাহ!



Khalil's Food

For order or online:
www.khalilsfood.com

Place Order:
646-763-5073
347-621-2884

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM	6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from	Selenium Starting from
October 19, 2019	October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM	6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from	Selenium Starting from
November 16, 2019	November 26, 2019

www.piit.us

Jackson Heights Bangladeshi Business Association of NY (JBBA)
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক (জেবিবিএ)

Giash-Tareq Panel
আমরা কৃতজ্ঞ



Giash Ahmed
President



Md Tareq H. Khan
General Secretary



Mollah MA Masud
Vice President



Mohammed Hassan (Zilani)
Vice President



Md Mofizur Rahman
Joint Secretary



S. M. Abul Hasan
Treasurer



Atiqul Islam (Zakir)
Organizing Secretary



Jafar Ullah Milan
Cultural & Ent. Secretary



Belal Ahmed
Publicity & Publication Secretary



MD Z Rahman (Akash)
Office Secretary



Abdul Alim
EC Member



Dr. Barnali Hasan
EC Member



S. Q. Alam
EC Member



Khaled Akhtar
EC Member



Rocky Aaliyan
EC Member

সম্মানিত জ্যাকসন হাইটসের ব্যাবসায়ীবৃন্দ
আসসালামু আলাইকুম

সদ্য অনুষ্ঠিতব্য জেবিবিএ ইলেকশন-২০২২, গিয়াস-তারেক প্যানেল-এর নিরঙ্কুশ বিজয়ে প্যানেলে পক্ষ থেকে জ্যাকসন হাইটসের সকল বাংলাদেশী ব্যাবসায়ী ভোটারদের জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। হাড় কাপানো শীত ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে আপনাদের মুল্যবান ভোট প্রদান করে আমাদের প্যানেলকে বিজয়ী করায় সত্যিই আমারা কৃতজ্ঞ।

কদমছাঁট চুলে আরিফিন শুভ, ফাস্টলুকেই কুড়াচ্ছেন প্রশংসা



বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক আরিফিন শুভ। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে তিনি নিজেকে রহস্যাবৃত রাখতে পছন্দ করেন। এই যেমন, গেল বছরের নভেম্বর মাস থেকে নিজের চুল কাউকে দেখাচ্ছেন না এই নায়ক। চুল না দেখানোর কারণ যেটা, সেটা অবশেষে প্রকাশ করেছেন তিনি। কারণটা সিনেমা 'নূর'; সেই সিনেমার ফাস্টলুক প্রকাশ করেছেন আরিফিন শুভ। সেখানে দেখা মিলেছে কদমছাঁট চুলে বিধ্বস্ত অবস্থায় হাতে নায়িকার ছবি ধরে পাগলের মতো বসে আছেন নায়ক। মুখে রয়েছে অসংখ্য কাটাছেঁড়ার দাগ। এমন ফাস্টলুক প্রকাশের পর থেকে অন্তর্জালে ভিন্ন এই আরিফিন শুভ প্রশংসা কুড়াচ্ছেন।

নূর' সিনেমার ফাস্টলুক প্রকাশের নিয়ে আরিফিন শুভ বলেন, দর্শকদের ভালো লাগছে এটুকুই।

অনেকেই পোস্টার দেখে নানা ধরনের মন্তব্য করছেন। গল্প সম্পর্কে বিভিন্নজন বিভিন্ন ধারণা করছেন। তবে এটুকুই বলতে পারি, সিনেমা মুক্তি পেলে সব ধারণা পাল্টে যাবে। এর আগে আরিফিন শুভ জানিয়েছিলেন,সিনেমাটি প্রেমের গল্প। আমি যে নূর চরিত্রে অভিনয় করছি, এমন চরিত্রে দর্শকেরা আমাকে আগে কখনো দেখেননি। গেল বছরের সেপ্টেম্বরে পাবনা সদরে 'নূর' সিনেমার দৃশ্য ধারণ শুরু করা হয়। সেটি শেষ হয় নভেম্বর মাসে। সিনেমাটির নায়িকা হিসেবে কাজ করেছেন জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী। শাপলা মিডিয়ার প্রযোজনায় তরুণ পরিচালক রায়হান রাফি পরিচালনা করেছেন 'নূর' সিনেমাটি।

আড়াল ভাঙলেন সিমলা



বিনোদন ডেস্ক: জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত চিত্রনায়িকা সিমলা। মাঝেমধ্যেই ডুব দেন। চলে যান আড়ালে। আবার হঠাৎই দেখা দেন। দীর্ঘদিন পর তিনি আবারো আড়াল ভেঙে প্রকাশ্যে এসেছেন। আসন্ন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি নির্বাচন উপলক্ষেই তিনি এখন আসছেন চলচ্চিত্রের আঁতুড়ঘর বিএফডিসিতেও। সিমলা বলেন, সিনেমা আমার মনে, মগজে। সবসময়ই এটা নিয়ে ভাবি।

যখন একত্রিত হই তখন বেশি অনুভব হয়। এখন নির্বাচনে সব শিল্পীরা আসছেন। তাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এটা মিস করতে চাইনি। তাই এফডিসিতে যাচ্ছি। অনেক ভালো লাগছে। শিল্পীদের নির্বাচন কেবল উৎসবই সিমলার কাছে। তাই তো এই নির্বাচনে কে হারলো কে জিতলো সেটা গুরুত্ব দেবেন না বলে জানালেন। তিনি বলেন, হারজিত বড় কথা না। আমরা এক জায়গায় আছি এটাই বড় কথা। অনেকদিন ধরে সিনেমা করছেন না। এই জগৎ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন রয়েছেন বর্তমানে? কথায় কথায় এই প্রশ্ন রাখলে সিমলা বলেন, বিচ্ছিন্ন বলতে আমি তো টুকরো টুকরো হয়ে যাইনি। এখনো সিনেমাতেই আছি। থাকবো ইনশাআল্লাহ্। সিনেমা নিয়েই আমার সকল ভাবনা। কারণ এই সিনেমার কারণেই সবার কাছে সম্মান-ভালোবাসা পাই। এ জগৎ থেকে কী বিচ্ছিন্ন থাকা যায়! সিমলা নতুন একটি খবরও দিলেন। ভারতের একটি চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। যেটি এখন মুক্তির অপেক্ষায়। এ নায়িকা বলেন, ভারতে কাজ করেছি। এই কাজটা যেহেতু মুক্তি পায়নি তাই বিস্তারিত বলা সম্ভব হচ্ছে না। এতটুকু বলতে পারি, কিংস ফিল্ম প্রোডাকশন থেকে আমার একটা সিনেমা রেডি আছে। সবশেষ, সিমলাকে দেখা গেছে 'নিষিদ্ধ প্রেমের গল্প' নামের একটি সিনেমায়। যদিও সিনেমাটি হলে মুক্তি পায়নি। সেন্সর জটিলতার কারণে ইউটিউবে মুক্তি দেয়া হয়। এই সিনেমা থেকে সিমলা ব্যাপক সাড়া পেয়েছেন বলে জানান। তিনি বলেন, প্রথমত 'নিষিদ্ধ প্রেমের গল্প' ছবিটা মুক্তি পেয়েছে এটাই বড় ব্যাপার। দর্শক দেখেছে। খুব ভালো সাড়া পেয়েছি। অনেকের কাছ থেকেই প্রশংসা পেয়েছি। ১৯৯৯ সালে চলচ্চিত্রে পা রেখেছিলেন সিমলা। তার প্রথম ছবি 'ম্যাডাম ফুলি'। সেই ছবিতেই জিতে নেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। এরপর ৩৫টির মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি।

ইলিয়াসের বিরুদ্ধে পর্নোগ্রাফি আইনে মামলা করলেন সুবাহ

বিনোদন ডেস্ক: সংগীতশিল্পী ইলিয়াসের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা ও পর্নোগ্রাফি আইনে মামলা করেছেন তার স্ত্রী অভিনেত্রী শাহ হুমায়রা সুবাহ। মামলার অন্য আসামি কারিন নাজ। মামলার বিষয়টি গত ১২ জানুয়ারী বুধবার বনানী থানার আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক আলমগীর হোসেন নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মঙ্গলবার (১১ জানুয়ারী) রাতে বনানী থানায় বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন শাহ হুমায়রা সুবাহ। আজ এ মামলার এজাহার আদালতে আসে। এরপর ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাতুল রাকিব এজহার গ্রহণ করে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারী দিন ধার্য করেন। মামলার অভিযোগে বাদী বলেন, আপত্তিকর ছবি ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হোয়াটস অ্যাপে স্ক্রিনশট পাঠায় ও সামাজিক মর্যাদা হানির লক্ষ্যে ভীতি প্রদর্শনসহ ডিজিটাল মাধ্যমে আক্রমণাত্মক ও মানহানিকর বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করে।এজহারে বলা হয়, কারিন নাজ হলেন গায়ক ইলিয়াস হোসাইনের কথিত অভিনেত্রী ও মডেল।

এর আগেও ৩ জানুয়ারী ইলিয়াস হোসাইনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে বনানী থানায় মামলা দায়ের করেন সুবাহ। এই মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল ১৯ জানুয়ারি।।





একটি মিউজিক ভিডিও যেভাবে ধরিয়ে দিল ভয়ংকর খুনিকে

বিনোদন ডেস্ক: উত্তরবঙ্গের বগুড়া শহরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নিজের অবস্থান জানান দিতে তিনজনকে হত্যা করে হেলাল হোসেন ওরফে সেলিম ফকির ওরফে বাউল সেলিম ওরফে খুনি হেলাল (৪৫)। ওই হত্যাকান্ডে দায়ের করা মামলা থেকে নিজেকে আড়াল করতে ২০ বছর ধরে বাউল ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি।

জানা গেছে, হত্যাকান্ডের পর ভৈরব স্টেশনে গান গেয়ে নতুন করে জীবন শুরু করেন এবং দ্বিতীয় বিয়ে করেন। মূলত হত্যাকান্ডের সাজা থেকে বাঁচতেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ঘুরতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেহাই হয়নি। ২০ বছর লুকিয়েও রেহাই হলো না, কেননা এই মিউজিক ভিডিও এখন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ কোটিবার দেখা হয়েছে।

কিশোর পলাশ বলেন, 'ভাঙা তরী ছেঁড়া পাল' গানের মিউজিক ভিডিও করার জন্য আমরা ঢাকার আশপাশের লোকেশন বেছে নিই। এই মিউজিক ভিডিওর ডিরেক্টর নোমান রবিন ভাই। মূলত আমাদের কোনো মডেল ছিল না। আমরা রাস্তার পাশে যাকে পাচ্ছি আমাদের গল্পের সঙ্গে মিলে গেলে তাকে অফার করছি। দেখবেন, আমাদের গানে একজন মুচি, রাস্তার মানুষ ও ওই বাউলশিল্পী, মানে যিনি সিরিয়াল কিলার, আসলে উনি যে সিরিয়াল কিলার; সর্বোপরি লোকটি যে একজন খারাপ মানুষ সেটা কোনোভাবেই বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

কিশোর পলাশ বলেন, 'আমরা ওই দিন নারায়ণগঞ্জ রেলস্টেশনের আশপাশে শুটিং করছিলাম। হঠাৎ বাউল সেলিমকে দেখতে পাই রেললাইন দিয়ে কোথায় যেন হেঁটে যাচ্ছেন। মনে হলো লোকটাকে মিউজিক ভিডিওতে সামান্য সময়ের জন্য ধরতে পারলে ভালো হতো। যে ফোক, কিছুটা আধ্যাত্মিক ধরনের গান। ওনাকে বললাম, তিনি এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। আমরা শুটিং করলাম। এই শুটিংয়ের ঘটনা পাঁচ বছর আগের, আর এই মুহূর্তে এসে জানলাম, লোকটা সিরিয়াল কিলার। আমার এমন একটা ভাইরাল গানে খুনি, ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে।'

কিশোর পলাশ একদিক থেকে কিছুটা সন্তোষ প্রকাশও করলেন। বললেন, 'শুনেছি আমার ভিডিওর সূত্র দিয়ে এই সিরিয়াল কিলারকে ধরা হয়েছে। এটা অবশ্য একদিক থেকে কল্যাণকর কাজ বটে। একজন অপরাধী ধরা পড়ল। ১৬ কোটি মানুষের দেশে একটা ভিডিও যদি সাড়ে চার কোটি মানুষ দেখে, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু মানুষের চোখ অবশ্যই ফাঁকি দেওয়া সম্ভব না।'

বাক'র আয়োজনে মহান বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী ও বিজয় মেলা অনুষ্ঠিত

কানেকটিকাট: যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগঠন 'বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন অব কানেকটিকাট (বাক)'-এর উদ্যোগে গত ১৮ ডিসেম্বও শনিবার স্থানীয় স্টাফফোর্ড সিটির কলনন মিডিল স্কুলে জাকজমক আয়োজনে বাংলাদেশের বিজয় দিবসের ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিজয় উৎসব উদযাপন ও বাক বিজয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ কন্সুলেট নিউইয়র্কের সহযোগীতায় ৮জন কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি টিম বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত মোবাইল কন্স্যুলেট সার্ভিস সেবা প্রদান করা হয়। মেলায় কাপড়, জুয়েলারী শাড়ী ও খাবারের দোকান সহ বিভিন্ন ধরনের স্টলের পশরা বসে।



বাক'র একটি তথ্য কেন্দ্র ছিল সেখানে বাক'র সাধারণ সদস্য সংগ্রহের একটি টিম দায়িত্ব পালন করেন। এদিন প্রায় ৩০০জনের অধিক বাংলাদেশী বাকের নতুন মেম্বারশীপ গ্রহন করেন।

কানেকটিকাটের বিভিন্ন শহর থেকে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্থিত হন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ১২:৩০মিনিনট পর্যন্ত চলে শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের মিলন মেলা। এ অনুষ্ঠান রাত ১০:৩০ মিনিটে শেষ করার কথা থাকলেও লোক সমাগমের কারণে অনুষ্ঠান চলে গভীর রাত পর্যন্ত।

বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন অব কানেকটিকাট (বাক) সভাপতি নুরুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী মেলায় আগত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের নবনির্বাচিত কমিটির প্রথম এই অনুষ্ঠান। এই আহবানে সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানে আসার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটির স্বার্থে বাক-এর নবনির্বাচিত কমিটির মাধ্যমে আমরা সকলেই একত্রিত করে আমাদের সংগঠনকে পরিচালনা করবো, বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের মত অন্যান্য ভালো অনুষ্ঠানগুলোতে কানেকটিকাট প্রবাসী সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। আগামীতেও এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে বলে বাক কর্মকর্তারা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের আহবায়ক জাবের শফি ও সদস্য সচিব জাফর আহমদ বলেন, কানেকটিকাটের স্টাম্পফোর্ডে প্রথম বাক'র এত বড় আয়োজনের জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা।

সফল অনুষ্ঠান দেখে বাক'র সাবেক সভাপতি মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল এবং সাবেক উপদেষ্টা আব্দুল মান্নান চৌধুরী ও নাজিম আহমদ বাকের কর্মকর্তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কন্স্যুলেট নিউইয়র্কের ভারপ্রাপ্ত কন্সাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান, বিশেষ অতিথি ছিলেন স্টাফফোর্ড সিটি মেয়র ক্যারোলিন সিমেন্স। ক্যারোলিন সিমেন্স এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন মেয়র অফিস সেক্রেটারী, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কন্সুলেট নিউইয়র্ক অফিসের কনসাল মিসেস আয়েসা হক, ফার্ষ্ট সেক্টারী (ভিসা পাসপোর্ট উইং) পাসুন কুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে বাক কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তীর ক্রেষ্ট প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাক'র সাবেক সভাপতি মঈনুল হক হেলাল ও নুরুল আলম, সাবেক উপদেষ্টা আব্দুল মান্নান চৌধুরী, সাবেক উপদেষ্টা নাজিম উদ্দিন, বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ জিহাদুল হক জেহাদ, কমিউনিটি নেতা আব্দুল হক চৌধুরী কানু, কমিউনিটি নেতা নুরুল আফছার, মোহাম্মদ উল্লা, সহ সভাপতি মোহাম্মদ হাসেম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন তনিমা হাদি সহ স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ। উপস্থাপনায় ছিলেন বাক-এর সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ সাব্বির আহমদ রণি ও মহিলা সম্পাদিকা মেরিলিন মিথিলা গোমেজ।

উল্লেখ্য, বাক'র সভাপতি নুরুল আলমের সৌজন্যে ৫০০ লোকের ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও পুরো আয়োজনের খরচ বহন করেন বাক'র বর্তমান কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্টাম্পফোর্ড কমিউনিটির নেতারা। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদে মুসলিমদের ওপর নজরদারির অভিযোগ

অনলাইন ডেস্ক: ইসরাইলের সহায়তা নিয়ে মসজিদ ও মুসলিম কমিউনিটির উপর নজরদারি করার দাবি করেছে আমেরিকায় বসবাস করা মুসলিম জনগণের অধিকার নিয়ে কাজ করা একটি সংঘটন। কাউন্সিল অব আমেরিকান ইসলামিক রিলেশন নামে সংঘটনটির প্রধান নির্বাহী নিহাদ আনোয়ার এফবিআই ও অনন্য নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আহ্বান করেছেন, তারা যেন মুসলিমদের ওপর নজরদারি করার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন।

নিহাদ আনোয়ার মুসলিমদের ওপর নজরদারি করার জন্য দায়ী করেছেন ইনভেস্টিগেটিভ প্রজেক্ট অন টেরোরিজম (আইপিটি) নামে একটি সংঘটনকে। সাউদার্ন পোভার্টি ল সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, সংঘটনটি সৃষ্টি হয়েছিল মুসলিম বিদ্বেষ থেকে। তাদের ভাষ্য সংঘটনটি ইসরাইলের সহায়তা নিয়ে এ কাজ করছে।

নিহাদ আনোয়ার ইসরাইলের সম্পৃক্ততা থাকার কথা দাবি করে বলেন,স্টেভেন এমারসন ও তার সংঘটন আইপিটি মুসলিমদের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করে বলেন, কেন ইসরাইলের সহায়তা নিয়ে মুসলিমদের ওপর নজরদারি করতে দেয়া হচ্ছে? আমেরিকার মুসলিমদের ওপর ও বৈধ সংঘটনগুলোর ওপর নজরদারি কখনো করতে দেয়া উচিত না।

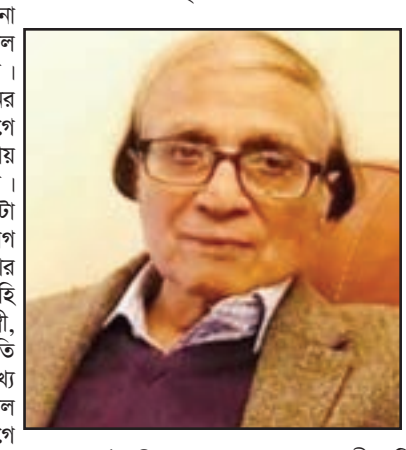
কাউন্সিল অব আমেরিকান ইসলামিক রিলেশন ২০২১ সালের ডিসেম্বরে জানায়, তারা তাদের ওহাইও শাখার নির্বাহী রমিন ইকবালকে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য বহিষ্কার করেছে। সংঘটনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, রমিন ইকবাল গুরুত্বপূর্ণ নথি আইপিটির কাছে পাচার করেছে।

ওই ঘটনার পর কাউন্সিল অব আমেরিকান ইসলামিক রিলেশনের প্রধান নির্বাহী প্রথমবারের মতো নজরদারি করার বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন। তবে আইপিটি গণমাধ্যম আল জাজিরার কাছে এক বিবৃতিতে জানায়, তারা যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো দেশ থেকে সহায়তা নেয় না। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি সংঘটন। সূত্র: আল জাজিরা

ভাষা সৈনিক, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সাংবাদিক নুরুল ইসলামের ইন্তেকাল

মরদেহ লন্ডনের পীস গার্ডেনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

বিশেষ প্রতিনিধি: ভাষা সৈনিক,মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য এবং বহুল প্রচারিত 'প্রবাসীর কথা' বইয়ের লেখক, বাংলা একাডেমীর ফেলো, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গবেষক নুরুল ইসলাম এর রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে, শুক্রবার ব্রিকলেন মসজিদে জানাজা শেষে লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানো হয়। হাই কমিশনের পক্ষ থেকে তার পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুষ্ঠানিক শোক জানানো হয়, পরে পীস গার্ডেনে নুরুল ইসলামকে চিরবিদায় জানানো হয়। উল্লেখ্য, গত ১১ জানুয়ারী লন্ডনের একটি হাসপাতালে করোনারোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। লন্ডন সময় মঙ্গলবার রাত ৭টা ১৫মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানিয়েছে তার পরিবার (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একছেলে, এক মেয়েসহ নাতি নাতনি, আত্নীয়, স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। নুরুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে নানা রোগে ভোগছিলেন, তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এই ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় ১৯৩২ সালের পহেলা জুন সিলেটের সদরখোলায়। তার মৃত্যুর ফলে একটি ইতিহাসের বিদায় হলো।



যুক্তরাজ্য প্রবাসী নুরুল ইসলামের একমাত্র ছেলে মুরছালীন ইসলাম জানান, সম্প্রতি তার বাবা করোনায় আক্রান্ত হলে এবং শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তারা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। লীভার সমস্যাসহ নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করে মুরছালীন বলেন গত ২৭ ডিসেম্বর থেকে নুরুল ইসলাম চিকিৎসকদের নিবীড় পরিচর্যায় ছিলেন। নুরুল ইসলামের বোন লিলি আহমদ জানান ৭ ভাই বোনের মধ্যে নুরুল ইসলাম ছিলেন সবার বড়, আর তিনি সবার ছোট। তিনি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। ৯ বছর আগে নুরুল ইসলামের একমাত্র ভাই সিলেটের ঐতিহ্যবাহী মদন মোহন কলেজের অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম মারা যান। এর আগে এবং পরে হারিয়েছেন অন্য বোন।

মরহুম নুরুল ইসলামের ভাগিনা নিউইয়র্ক প্রবাসী বিশিষ্ট সাংবাদিক এমদাদ চৌধুরী দীপু বলেন, দেশে এবং প্রবাসে ইংরেজী দৈনিকে সাংবাদিকতা করতেন নুরুল ইসলাম, ছিলেন সিলেট প্রেসক্লাবের সদস্য, ছাত্র জীবনে সহপাটি ছিলেন মরহুম অর্থমন্ত্রী এম, সাইফুর রহমানের, সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের। অন্তিম ইচ্ছা ছিল তার জন্ম মাটি সিলেট সদর উপজেলার হাদারখোলায় একটি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করবেন, তার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। সুরমা নদীর তীরে উন্নত বিশ্বের ন্যায় একটি গ্রন্থাগার এখন দৃশ্যমান।

সিলেট সদর উপজেলার সদরখোলা গ্রামের মরহুম হাজী মুবশ্বির আলী এবং শিক্ষিকা মরহুম নুরুন্নেছা চৌধুরীর বড় ছেলে নুরুল ইসলামের বর্নাঢ্য কর্মজীবনের ইতিহাস বিস্ময়ের। দেশের জাতীয় ইস্যু রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, প্রবাসী কল্যাণসহ নানা ক্ষেত্রে তার উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও যুক্তরাজ্যে বাঙালী কমিনিউটির বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজে নূরুল ইসলামের অবদান ছিল অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রেরণার। মেধাবী ছাত্র নুরুল ইসলাম ছাত্র জীবনে ছাত্রনেতা হয়ে উঠেন, নির্বাচিত হোন সিলেট এমসি কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস। ১৯৫২-৫৩ সালে এমসি কলেজের জিএস নুরুল ইসলাম ঝাঁপিয়ে পড়েন ভাষা আন্দোলনে।

সিলেট এমসি কলেজে অধ্যয়নকালে ১৯৫২-৫৩ সালে কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন এবং ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখেন। ঢাকায় ভাষা আন্দোলনরত ছাত্রদের গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে তৎকালীন গোবিন্দপার্কে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐতিহাসিক প্রথম সভায় তিনি সভাপতিত্ব করার বিরল গৌরবের অধিকারী হন।

ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য (বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)





হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্ট অগ্রহণযোগ্য: হাসান মাহমুদ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সর্বশেষ প্রতিবেদনকে 'একপেশে, অগ্রহণযোগ্য ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। বলেন, এটি পড়ে মনে হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে হয়তো কেউ ড্রাফট করে দিয়েছে এবং তারা তা পরিমার্জন করে প্রকাশ করেছে মাত্র, এর বেশি কিছু নয়। এ ধরনের সংগঠন থাকা অবশ্যই ভালো, কিন্তু বিভিন্ন দেশের ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ রক্ষা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিজেদের ব্যবহার করা, বিবৃতি দেয়া সংগঠনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, এক্ষেত্রে সেটিই ঘটেছে। গতকাল দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডে মন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বিবৃতিটি কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত নয়। এটি একপেশে ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সেখানে উল্লিখিত নির্দিষ্ট দুথতিনটি বিষয় ছাড়া মানবাধিকার নিয়ে তাদের আর কিছু জানা আ‡ছ বলে মনে হয় না। একজন লেখক ও রেইন ট্রি হোটেল নিয়ে কিছু ব্যক্তিবিশেষ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে প্রায়ই যা বলে থাকেন, বিবৃতিতে সেগুলোই আছে।

কয়েকদিন আগে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা গুয়ান্তানামো বে'থর বন্দি নির্যাতন কারাগার বন্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছে এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যে দেশে বসে পরিচালিত হয়, অর্থাৎ সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই যে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হয়, সেসবের দিকে নজর দিতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতি অনুরোধ জানান ড. হাছান। 'সরকার ওমিক্রন প্রতিরোধের নামে বিএনপি দমনে বেশি সচেষ্ট' এ প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, ওমিক্রন প্রতিরোধে শুধু বিএনপি'র সমাবেশ বন্ধ রাখতে বলা হয়নি, আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দলের জন্যই তা প্রযোজ্য। এখন বিএনপি ওমিক্রন প্রতিরোধ না করে ওমিক্রন বেশি ছড়াতে চায় কিনা, সেটিই প্রশ্ন। এর আগে মন্ত্রী হাছান মাহমুদ ভিডিও কনফারেন্সে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন রাঙ্গুনিয়া উপজেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা, হত্যাকারীদের বিচারের পথ রুদ্ধ করা এবং বিনাবিচারে শত শত সামরিক সদস্যদের ফাঁসি এদেশে সবচেয়ে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। কমিশনের রাঙ্গুনিয়া শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ কে এম মুছার সভাপতিত্বে সম্মেলনে উপজেলা চেয়ারম্যান স্বজন কুমার তালুকদার উদ্বোধক ও রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা মেয়র আলহাজ মো. শাহজাহান শিকদার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।

প্যাটারসনে শাহজালাল-লতিফিয়া মাদরাসায়

ফুলতলী (রহঃ) ঈছালে সাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউজার্সী: প্যাটারসন শহরে অবস্থিত শাহজালাল লতিফিয়া ইসলামিক সেন্টারে শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহঃ) এর ১৪তম ঈছালে সাওয়াব মাহফিল ও প্যাটারসনের প্রবীণ প্রবাসী মরহুম শামছুল হক সিতু মিয়ার স্মরণে ঈছালে সাওয়াব মাহফিল গত ১৫ জানুয়ারী শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাদরাসা পরিচালনা কমিটি সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে বক্তব্য রাখেন মসজিদ আল-ফেরদৌসের খতীব ও মাদরাসার হিফজুল কোরআন শাখার প্রধান হাফেজ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ মঞ্জলালী, মাদরাসার শিক্ষক হাফেজ আলা উদ্দিন, মাওলানা ফয়সাল আহমদ, মাদরাসা কমিটি পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মনছুর আহমদ আইয়ুব।

মাহফিলে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কমিটির উপদেষ্টা সদস্য আব্দুস সালাম, আব্দুর রউপ, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ মহসিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী পারেক্, সদস্য লুতফুর রহমান খান, মাসুক আহমেদ, নজরুল হক, অভিভাবকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ খালিদ আলী, হাফেজ সৈয়দ খুবায়েব আলী, মোঃ এমদাদুল হক সুহেল, মোঃ মওছুফ চৌধুরী, উমর কুরুরী রাসেল, মিজানুল হক, মিলাদ মাহফিল শেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ মঞ্জলালী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

ইন্সটাগ্রামে ৩০ কোটি ফলোয়ার পাওয়া প্রথম নারী তিনি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে প্রথম কোনো নারী হিসেবে ৩০ কোটি ফলোয়ারের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন কাইলি জেনার। ২৪ বছর বয়সী জনপ্রিয় মডেল ও কার্দাশিয়ান পরিবারের এই সদস্যের অ্যাকাউন্টের তথ্য থেকে দেখা যায়, বর্তমানে তার ফলোয়ারের সংখ্যা ৩০ কোটি ১০ লাখ পেরিয়ে গেছে।



পপ-তারকা আরিয়ানা গ্রন্দকেও ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। এর আগে আরিয়ানা ছিলেন ইন্সটাগ্রামে সবচেয়ে জনপ্রিয় নারী, যার অ্যাকাউন্টে বর্তমানে ফলোয়ারের সংখ্যা ২৮ কোটি ৯০ লাখ।

তবে ইন্সটাগ্রামে সবচেয়ে বেশি ফলোয়ার নিয়ে এখনো শীর্ষে আছেন ফুটবল তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তার অ্যাকাউন্টে বর্তমান ফলোয়ারের সংখ্যা ৩৯ কোটি। আরেক ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি ৩০ কোটি ফলোয়ার নিয়ে কাইলি জেনারের ঠিক পরের স্থানে রয়েছেন।

কাইলি জেনার তার বিখ্যত বোন কিম, কোর্টনি এবং ক্লোই কারডেশিয়ানের সাথে, 'কিপিং আপ উইথ দ্যা কারডেশিয়ানস' রিয়ালিটি শো'তে অংশগ্রহণ করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি 'কাইলি কসমেটিকস' নামে তার মেকআপ কোম্পানি শুরু করেন।

কাইলি জেনার ছাড়াও তার বোন কিম, কেন্ডল জেনার এবং ক্লোই কার্দাশিয়ানও ইন্সটাগ্রামের সবচেয়ে জনপ্রিয় অ্যাকাউন্টগুলোর তালিকায় রয়েছেন। এর মধ্যে ২৭ কোটি ৯০ লাখ ফলোয়ার নিয়ে কিম অষ্টম স্থানে, ২১ কোটি ৩০ লাখ ফলোয়ার নিয়ে কেন্ডল ১১তম স্থানে এবং ২



বারী হোম কেয়ার
Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

চলমান কেস ট্রানস্ফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

- নিউইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহায় পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইন সম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

ট্রান্সফার ও নতুন কেস
$22
5 BOROUGH প্রতি ঘন্টায়
$২১ লং আইল্যান্ড
$১৮ ডলার বাফেলো

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোনও ফি চার্জ করি না।
- কেয়ারগিভারগণ অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন।
- আমরা মেডিকেইড/মেডিকেয়ার/ ট্রাস্ট/ছুত স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি

আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901

আমার CDPAP, HHA, PCA সার্ভিসেস প্রদান করি

আপনার পছন্দমত ডাক্তার রাখতে পারবেন ঔষধ পেতে কোন সমস্যা হবে না



Asif Bari (Tutul)
C.E.O

JACKSON HEIGHTS OFFICE: 37-16 73rd Street Suite 403, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 718-896-7100
JAMAICA OFFICE: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl Jamaica, NY11432 Tel: 718-291-4163
BRONX OFFICE: 2113 Starling Ave, Suite 201 Bronx, NY 104621 Tel: 718-319-1000
BUFFALO OFFICE: 977 Sycamore St 2nd Buffalo, NY 14212 Tel: 347-272-3973
LONG ISLAND OFFICE: 469 Donald Blvd, Holbrook, NY 11741 Tel: 631-428-1901
OZONE PARK OFFICE: 33 101 Ave, Brooklyn, NY 11208 Tel: 718-942-5554
BROOKLYN OFFICE: 509 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218 Tel: 347-240-6566 Cell: 347-777-7200
BUFFALO ADDRESS: 59 Walden Ave Buffalo, NY 14211 Tel: 716-891-9000 716-400-8711

646-630-9581 info@barihomecare.com www.barihomecare.com

MSW
জ্যামাইকায় Grand Opening

বাংলাদেশীদের মুখরোচক খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

MY SECOND WIFE

Steaks & Kabab palace | 100% zabiha Halal

169-04, Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-480-6866, E-mail: mysecondwife@gmail.com

-: মুখরোচক খাবারের মধ্যে রয়েছে :-

- Afghan Kabab
- Chicken / Beef Adana Kabab (Turkish)
- Chicken Kadai
- Chicken Tikka Masala
- Butter Chicken
- Chapli Kabab
- Iranian Beef Kabab
- Steaks
- We serve Pakistani and Indian gravy deshes also.

Lunch Special from 10.00 AM to 4.00 PM $7.99

বিশেষ আয়োজনে:.....
বিয়ে-শাদী, প্যাকেট সিন্নি, জন্ম উৎসব সহ যেকোন অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা হয়। তাই এখনই আপনার/আপনাদের মুখরোচক খাবারের খোঁজ করুন- Mohammed

For Catering Call- 917-497-0774



রঙধনুর আবিরে সিক্ত মানুষ
মঈনুস সুলতান

সবচেয়ে জরুরী হচ্ছে- ভেবে চিন্তে তৈরী করা
কাঠের লোহিত বর্ণে বার্ণিশ সেতুটির মতো
রূপালি সলিলে ভাসা নির্ঝর সংগীত,
যার শ্রবণে জ্যোৎস্নার জাফরি গলে আমরা
ফিরে দেখতে পারি-ঐতিহ্যে মোড়া আমাদের অতীত,
মহাশূন্যের প্রতিফলনে ঋদ্ধ বর্ণের সমাহারে সৃজিত কিছু চিত্র,
অগ্নিকুন্ড ঘিরে বসার বৈঠকি পরিবেশ-
গল্পগুজব করার মতো কতিপয় মিত্র;

জাহাজ সমুদ্রে না-ও ভাসতে পারে
ঝলসাবে না হয়তো সোনালি-নীলাভ আলো বাতিঘরে,
জরুরি হচ্ছে- আবহাওয়ার রোজনামচা লেখা হররোজ বিশুদ্ধ অক্ষরে।

আগামির ময়নাতদন্তে উঠে আসবে
সাতটি আগুন-পাহাড়ে যুগপৎ বিস্ফোরণের সংবাদ
ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা গড়বে রাজ্য- বিস্তৃত হবে জ্বালানীর বিবাদ,
কৃষ্ণপক্ষের কৃষ্ণাভ নীলিমায় উৎক্ষিপ্ত হবে
তপ্ত লাভায় বিদগ্ধ কমলালেবু রঙের ফানুস,
জরুরি হচ্ছে- জনপদে খোঁজা রঙধনুর আবিরে সিক্ত মানুষ।

বাংলাদেশ
মহিবুর রহিম

অবিস্মরণীয় তার প্রাকৃতিক শোভা
স্বপ্নের মতন থোকা থোকা জলোগন্ধময়
চারদিকে লতাপাতা গুল্ম ও উদ্ভিদ

সবুজ ঐশ্বর্যে ঢাকা, কত শতাব্দী প্রাচীন
পরাহত আকাঙ্খায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়
আর বহমান নদীগুলো ঢেউ তোলে-

রক্তের স্পন্দনে। হাজার কাহিনি তার
বিচিত্র কথার জাল জন্ম-জন্মান্তরে
অজস্র উত্থান হয়ে অবিরত জ্বলে

বুক জুড়ে মরমিয়া স্বপ্নের আঙ্গিনা
অনাদির ছায়া ঢাকা পাখিপ্রীতি বৃক্ষসুখ
মানবিক রোদের বিন্যাসে।

রূপালি রাতে
জহুরুল ইসলাম

গাছের পাতায় ঝুলে আছে ফকফকে রাত,
শিশিরের সাথে সারারাত মিতালি।
রাতজাগা পাখি জানালায় উঁকি মারে,
আকাশের জানালায়।
ভিতর বাহিরে রূপালি আগুন,
শিশিরের মতো সুখ আসে হৃদয়ে।

রাতের কোলাহল থেমে গেলে,
শুধু একা জেগে রই।
রূপালি রাতে আগুন পোহাই,
আগুনের ঠোঁট যেন পাকা ডালিমের দানা।

আজ শুয়ে আছে চাঁদ জানালার পাশে,
ফকফকে রাতের আঁধারে।

আমি, আমার এবং শুধুই নিজস্ব
কাজী আতীক

বাতাস ক্রমাগত হারাচ্ছে নিশ্বাসের নির্ভরতা,
যেমন জল হারাচ্ছে ক্রমশ পানীয় কোমলতা
এক অসংযত আবহে অস্তিত্বশীল পারিপার্শ্বিক
বাসযোগ্যতা হারিয়ে এই এক অস্থির পৃথিবী।

মনে হয় যেনো সঙ্গত অসঙ্গত বোধটাই বিলুপ্ত
সংযম ধারণা এখোন কারোরই বিবেচনায় নেই
এক আগ্রাসী কাম্যতার নিলাজ প্রদর্শনী কেবল,
যেমন একমাত্র আমি, আমার এবং শুধুই নিজস্ব।

যদিও- এখনো তুমুল আছো- তুমি এবং সে
গল্প কিংবা কবিতা ও প্রেমে,
তবে- খুব ভালো করে যদি লক্ষ্য করে দেখো,
দেখবে- আমিই নিরঙ্কুশ এবং প্রবল এখানেও।

স্বপ্ন হাতড়ায় আকুল মন
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রহর কাটছে
দুঃসহ বেদনার যাপিত জীবন,
আমাদের রাত্রি ও দিন যায়
নীল মেঘের ভেলায় চড়ে।

চাঁদ হয়েছে ম্রিয়মান আলো হারিয়ে
অন্ধকারে পড়ে আছে পৃথিবীর জমিন,

আমাদের মাথার উপর নেই ছাদ
বিব্রত জীবন দুরবস্থার মুখোমুখি,
সেই সুদিন খোঁজে মন অস্থির আহা
পাখির কূজন নদীর কলতান আসে না কানে।

খুঁজে ফিরে মন হারানো দিন
স্বপ্ন হাতড়ায় ওলট পালট করে জীবন,
আসে না আর রঙের ভোর বিকাল
ভাঙতে ভাঙতে সিঁড়ি দাঁড়িয়েছি সন্ধ্যার ঘাটে।

স্টিক্সের জলে অভেদ্য শরীর
এইচ বি রিতা

স্টিক্সের জলস্নানে অভেদ্য শরীর
অথচ মন শুষ্কতায় খরখরে, অবাধ্য
গোড়ালি সুযোগ রেখে যায় কৌশলে
মাপকাঠিতে ভাগ্য যাচাই সর্বাবস্থায়;
নির্বোধের কাজ।

ভেনাসরা হেরে যায় প্রতিপক্ষের নিরলস প্রচেষ্টায়
সাইকি-বেহুলা রেখে যায় প্রেমের নিদর্শন।

কৌশল ধরাসায়ী ভাগ্যরেখায়
জ্ঞান-বুদ্ধির প্রদর্শনে সাফল্য; নিশ্চিত নয়
যুদ্ধের ময়দান দখলে কৌশল জানা দাবাড়ু
যোগ-বিয়োগে ভুল করে।

ভয়কে জয় করা লড়াকু মানুষ;
ইতিহাস সাক্ষী রেখে যায়।

নীল বিষ
ফারুক ফয়সল

নীলিমা, তোমার সমস্ত নীল আমার শরীরে
নীলকণ্ঠ আমি এখন বিষে বিষে জর্জরিত!
তোমার নীলে আমি আকাশকে সাঁতার কাটতে দেখেছিলাম,
সাগরের নীল জল ঢেউয়ে তোমার পেখম মেলা নাচ একাকার হয়েছিল।

নীলিমা, প্রেমে পড়ার কি আকুতি মানুষের!
মোহাচ্ছন্ন সৃষ্টির তাবৎ পুরুষ কেমন পাগল পাগল হয়ে যায়,
দয়িতার জন্যে সে একশ আটটি নীল পদ্ম খুঁজতে পঙ্কে নামে!
কবি তার প্রিয়ার খোপায় তারার ফুল জড়িয়ে দিতে চায়!

দেখ, লাল ঝুঁটি ঝাঁকিয়ে আগুন লাল মোরগ প্রেমাকাঙ্খায়
এক পাখা মেলে পায়ের ভরে সঙ্গীনীর স্তুতিতে নাচে।
হায়রে মহার্ঘ প্রেম, তোমায় পেতে আদি পিতা হন স্বর্গচ্যুত!
আদম সন্তান আমি, একই ভুলে আমিও আজ তোমার কাছে অচ্ছুত!

শব্দগুলো দেহের হাড়
মিসির হাছনাইন

সারাদিনে এক লাইনও লিখতে পারি নি
লিখতে গেলে মনে হয় একটা রেখা
ঘুরে ফিরে আমি-তুমি, তুমি-আমি
যে কবিতায় শব্দগুলো দেহের হাড়
তোমার খালি তাকিয়ে থাকা চোখ
আহা! সে কি প্রাচীন যাদুমন্ত্র বাণ মারা হৃদয়
একটা রেখা ঘুরেফিরে তুমিআমি আমিতুমি
গুহাচিত্রের কোন দেয়ালে আঁকা কলিজা
হরিণীর অপার মায়ায় চাঁদে ফোটা ফুল
আর, পায়ের ছাপ, হাতে হাত রাখার স্পর্শ
কবিতায় উড়ে যাওয়া মন খারাপে আঁকা
চার তলা স্তম্ভ পাশের পরগাছা চুলগুলো চাঁদে ঢাকা
মেঘের এক গুহাচিত্র কলিজায় আঁকা আজিমপুর
প্রাচীন কোন শিল্পী যার নাম গুহাচিত্রে
একটা রেখা ঘুরেফিরে তুমিআমি আমিতুমি
সে কবিতায় চোখের ভয় শব্দগুলো দেহের হাড়।

যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামভীতি ছড়াতে ১০৬ মিলিয়ন

(প্রথম পাতার পর)

ইসলামিক রিলেশন (সিএআইআর) সংস্থাটি বলেছে, ২৬ টি ইসলামবিরোধী সংগঠনকে অর্থায়ন করেছে ৩৫ টি দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও ফাউন্ডেশন। তারা ১০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থায়ন করেছে ইসলামবিরোধী কর্মকা-।

ক্রিশ্চিয়ান অ্যাডভোকেটস ইভাঞ্জেলিজম ইনকরপোরেট, ফিডেলিটি চ্যারিটেবল গিফট ফান্ড, শোয়াব চ্যারিটেবল ফান্ড, মার্কাস ফাউন্ডেশন, অ্যাডেলসন ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন ও জিউস কমুনাল ফান্ড হলো সবচেয়ে বড় ছয়টি তহবিল সংস্থা যারা যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামবিরোধী সংগঠন ও চক্রগুলোকে অর্থায়ন করে থাকে।

এসব ইসলামবিরোধী সংগঠন ও চক্রগুলো মার্কিন মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য ছড়ায়। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যম দ্বারা ইসলামভীতি ছড়ায়। এছাড়া জনসাধারণের মধ্যে বক্তৃতা দেয়াসহ বিভিন্ন উপায়ে ইসলামবিদ্বেষ ছড়ায়।

সিএআইআর সংস্থার গবেষণা ও ওকালতি ইস্যুতে সমন্বয়কারী হুজাইফা শাহবাজ এক বিবৃতিতে বলেন, এ বিষয়টা আর গোপন নেই যে ইসলামবিদ্বেষী সংগঠন ও চক্রগুলো খুবই সক্রিয় ও তারা এ কাজ চালাতে যথেষ্ট অর্থ পায়।

তিনি বিভিন্ন জনকল্যানমূলক কাজ করা সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান যেন তারা এ সকল ইসলামবিদ্বেষী সংগঠনকে অর্থায়ন না করেন। এছাড়া তারা যেন তাদের কর্মী ও বোর্ড মেম্বারদের ইসলাম সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা দেন, যাতে করে তারা বুঝতে পারেন যে সমাজে ইসলামবিদ্বেষ কেন আছে এবং কিভাবে তা সক্রিয়।

শীতকালীন ঝড়ের কবলে যুক্তরাষ্ট্রের

(শেষের পাতার পর)

এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এই মুহূর্তে কমপক্ষে ১১টি আবহাওয়া সতর্কতা ও পরামর্শ কার্যকর রয়েছে। দেশটির উত্তর-পূর্বাংশে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করছে। শনিবার এসব এলাকায় তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

জানা গেছে, আরকানসাস থেকে পেনসিলভেনিয়া পর্যন্ত তুষারপাত অব্যাহত রয়েছে। এরই মধ্যে উত্তর ডাকোটা থেকে ওআইওয়াজুড়ে এক ফুটের বেশি বরফ জমে গেছে। শীতকালীন ঝড়টি দক্ষিণ-পূর্ব থেকে মধ্য-মিসিসিপি রাজ্যের দিকে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে। রোববার থেকে এটি উত্তর-পূর্ব দিকে যাবে। একই সঙ্গে আরও তুষারপাত ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School


• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর এক্সিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্থ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• স্লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটির 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩


গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বাইতুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলিন
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্ভীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn	Jackson Heights
20 Arlington Place (Across the Fulton St.) (Betw. Bedford & Nostrand Ave) Brooklyn, NY 11216 Tel: 718-363-0100 Fax: 718-636-0112	70-17 37th Avenue (Betw. 70 & 71st Street) East Side of BQ Express Way Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-363-0100 Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখলাক, ফিক্হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি ।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত ।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায় । লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

নিউইয়র্কের অগ্নিকান্ডে ব্যর্থ নিরাপত্তা দরজা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তদন্তকারীরা সোমবার অনুসন্ধান করেন, নিউইয়র্কের বহুতল ভবনে আগুন লাগার সময় কেন নিরাপত্তা দরজা বন্ধে ব্যর্থ হয়, যার ফলে টাওয়ারের মধ্য দিয়ে ঘন ধোঁয়া বেরিয়ে পড়ে এবং শহরের সবচেয়ে মারাত্মক স্থানে তিন দশকের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক আগুনে আট শিশুসহ ১৭ জনকে হত্যা করে।

দমকল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ব্রঙ্কসের ১৯ তলা বিল্ডিংটিতে একটি ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক স্পেস হিটার স্পষ্টতই রোববার আগুনের সূত্রপাত করেছিল। অগ্নিশিখা বিল্ডিংয়ের শুধুমাত্র একটি ছোট অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টের খোলা দরজা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে সিঁড়িগুলো অন্ধকার এবং দমবন্ধ করা মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হয়েছিল। সিঁড়ি ছিল আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খুব লম্বা টাওয়ারে পালানোর একমাত্র উপায়।

ফায়ার কমিশনার ড্যানিয়েল নিগ্রো বলেছেন, অ্যাপার্টমেন্টের সামনের দরজা এবং ১৫ তলায় একটি দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হওয়া উচিত ছিল এবং ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করা উচিত ছিল, তবে দরজাগুলো ছিল সম্পূর্ণ খোলা। দরজাগুলো যান্ত্রিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, নাকি সেগুলো ম্যানুয়ালি অক্ষম ছিল তা স্পষ্ট নয়। নিগ্রো বলেন, অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় বাধাগ্রস্ত ছিল না।

ফায়ার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভারী ধোঁয়া কিছু বাসিন্দাকে পালাতে বাধা দেয় এবং অন্যরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে অক্ষম হয়। দমকলকর্মীরা নিস্তেজ শিশুদের নিয়ে যান এবং তাদের অক্সিজেন দেন এবং তাদের বায়ু সরবরাহ শেষ হওয়ার পরেও উদ্ধার কাজ চালিয়ে যান।

নিউইয়র্ক সিটির জন জে কলেজের অগ্নিবিজ্ঞানের অধ্যাপক গ্লোন করবেট বলেছেন, আগুন এবং ধোঁয়া ধারণ করার জন্য বন্ধ দরজাগুলো অত্যাবশ্যক, বিশেষ করে যেসব বিল্ডিংয়ে স্বয়ংক্রিয় স্প্রিংকলার সিস্টেম নেই।

'এটি বেশ লক্ষণীয় যে, একটি দরজার ব্যর্থতা আমাদের এখানে কতজন মৃত্যুর কারণ হতে পারে, তবে এটিই এর বাস্তবতা' - করবেট বলেন। 'সেই একটি দরজা আগুন ছড়িয়ে দেওয়ার এবং ধোঁয়া এবং তাপকে ভবনের মধ্য দিয়ে উল্লম্বভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল'।

কয়েক ডজন লোককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। মেয়র এরিক অ্যাডামস সোমবার (১০ জানুয়ারী) ঘটনাস্থলের কাছে একটি সংবাদ সম্মেলনে এটিকে একটি 'অবর্ণনীয় ট্র্যাজেডি' বলে অভিহিত করেছেন। অ্যাডামস বলেন, 'এ ট্র্যাজেডি সংজ্ঞায়িত করার মতো নয়। এটি আমাদের স্থিতিস্থাপকতা দেখাতে যাচ্ছে'।

অ্যাডামস রোববার (৯ জানুয়ারী) একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন থেকে মৃতের সংখ্যা কমিয়েছেন। বলেছেন যে, প্রাথমিক ধারণার চেয়ে দু'জন লোক কম নিহত হয়েছে। নিগ্রো বলেন যে, রোগীদের সাতটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 'একটি দ্বিগুণ গণনা ছিল'।

সিটি কাউন্সিলের সদস্য অসওয়াল্ড ফেলিজ বলেন, নিহতদের মধ্যে ৪ বছরের কম বয়সী শিশুও রয়েছে।

ঠিক কীভাবে আগুন ছড়িয়েছে এবং আগুন প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে কিছু করা যেত কিনা তা নির্ধারণের জন্য তদন্ত চলছে, নিগ্রো জানিয়েছে। ফায়ার ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, আগুন শুরু হওয়ার আগে স্পেস হিটারটি 'দীর্ঘ সময়' ধরে চলছিল। মুখপাত্র ফ্রাঙ্ক ডোয়ায়ার বলেছেন, কী কারণে এটি ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে তা তদন্তাধীন রয়েছে। তারপর আগুন দ্রুত আশেপাশের আসবাবপত্র এবং বিছানায় ছড়িয়ে পড়ে। নিগ্রো বলেছেন যে, আগুন শুরু হওয়ার আগে বিল্ডিংয়ে হিটার অন করা ছিল এবং এটির পরিপূরক হিসেবে স্পেস হিটার ব্যবহার করা হচ্ছিল।



কিন্তু স্টেফান বেউভোগি, যিনি প্রায় সাত বছর ধরে এই বিল্ডিংয়ে তার স্ত্রীর সাথে বসবাস করছিলেন, বলেছেন যে, তার চতুর্থ তলার অ্যাপার্টমেন্টে ঠান্ডা একটি চলমান সমস্যা। বেউভোগি বলেন যে, তার শীতের জন্য তিনটি স্পেস হিটার রয়েছে- শয়নকক্ষ এবং বসার ঘরের জন্য। যে হিটিং সিস্টেমটি অ্যাপার্টমেন্টটিকে উষ্ণ করার কথা ছিল 'কোন কাজই করছিল না'। তিনি বলেন, তিনি অভিযোগ করেছেন, কিন্তু তা ঠিক করা হয়নি।

বড়, নতুন অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংগুলোতে স্প্রিংকলার সিস্টেম এবং অভ্যন্তরীণ দরজা থাকা প্রয়োজন যেগুলো ধোঁয়া ধারণ করতে এবং অক্সিজেনের আগুন বাধাগ্রস্ত করার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তবে এসব নিয়ম শহরের হাজার হাজার পুরানো বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

বিল্ডিংটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হওয়া দরজা এবং ধোঁয়া অ্যালার্ম দিয়ে সজ্জিত ছিল, কিন্তু বেশ কয়েকজন বাসিন্দা বলেছেন যে, তারা প্রাথমিকভাবে অ্যালার্মগুলো উপেক্ষা করেছিলেন, কারণ এসব ১২০-ইউনিট বিল্ডিংয়ে খুব সাধারণ ঘটনা ছিল।

ব্রঙ্কস পার্ক ফেজ-৩ সংরক্ষণ এলএলসি, বিল্ডিংয়ের মালিক গ্রুপ বলেছে যে, কোম্পানিটি ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এবং শহরের সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে এবং বাসিন্দাদের সহায়তায় কাজ করছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এ গভীর ট্র্যাজেডির কারণে অকল্পনীয় জীবনহানির কারণে আমরা বিধ্বস্ত।

মালিকানা গোষ্ঠীর মুখপাত্র কেলি ম্যাজি বলেছেন, রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা জুলাই মাসে যে অ্যাপার্টমেন্টে আগুন শুরু হয়েছিল তার সামনের দরজার তালা ঠিক করে দিয়েছিলেন এবং সেই মেরামত করার সময় অ্যাপার্টমেন্টের স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হওয়ার দরজাটি কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করেছিলেন। ম্যাজি বলেছেন, এই পয়েন্টের পরে দরজার সাথে কোন সমস্যার কথা বলা হয়নি।

আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ করা একটি ডাটাবেস অনুসারে, নিউ-ইয়র্ক সিটির পরিদর্শকরা বিল্ডিংয়ের পাঁচটি অ্যাপার্টমেন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ দরজা এবং একটি ডজন বছর আগে প্রসারিত একটি সিঁড়ি খোলার সমস্যার জন্য লঙ্ঘন জারি করেছেন। রেকর্ডগুলো বলে যে সব সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল।

সিঁড়িতে ধূমপানকারী বাসিন্দারা মাঝে মাঝে ফায়ার অ্যালার্ম ট্রিপ করে এবং সম্পত্তি ব্যবস্থাপক সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের সাথে কাজ করছিলেন, ম্যাজি বলেছেন। তিনি বলেন যে, রোববারে অ্যালার্মগুলো সঠিকভাবে কাজ করতে দেখা গেছে।

তিনি বলেন, বিল্ডিং কোডের মাধ্যমে টাওয়ারটির শুধুমাত্র ট্রাশ কম্প্যাক্টর এবং লন্ড্রি রুমে স্প্রিংকলার থাকতে হবে, কারণ এতে কংক্রিটের সিলিং এবং মেঝে রয়েছে।

ক্যাম্বার প্রপার্টি গ্রুপ হল মালিকানা গোষ্ঠীর তিনটি ফার্মের মধ্যে একটি যারা ২০২০ সালে বরোতে আটটি সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন ভবন কেনার ১৬ কোটি ৬০ লাখ ডলারের অংশ হিসাবে বিল্ডিংটি কিনেছিল। ক্যাম্বারের একজন প্রতিষ্ঠাতা রিক প্রপার যিনি অ্যাডামসের ট্রানজিশন টিমে কাজ করেছিলেন, তাকে আবাসনের বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি গত কয়েক নির্বাচনে এক ডজন রাজনীতিবিদকে অবদান রেখেছিলেন, যার মধ্যে গত বছর অ্যাডামসের প্রচারে ৪০ কোটি ডলার ছিল।

নিউইয়র্ক সিটি পুরানো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংগুলোর জন্য স্প্রিংকলার প্রয়োজনে ধীরগতির হয়েছে, ৯/১১-এর পরে উচ্চ-বৃদ্ধি অফিস টাওয়ারগুলোতে তাদের বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন পাস করেছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এমন একটি বিলের ওপর চাপ দিচ্ছে যার জন্য আবাসিক ভবনগুলোতে এ ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে।

২০১৮ সালে শহরের একজন আইনপ্রণেতা প্রস্তাব করেছিলেন যে, ২০২৯ সালের শেষ নাগাদ আবাসিক ভবনগুলোতে ৪০ ফুট বা তার বেশি উচ্চতার স্বয়ংক্রিয় ফায়ার স্প্রিঙ্কলার প্রয়োজন, কিন্তু সেই পরিমাপটি কখনই পাস হয়নি এবং আইন প্রণেতা সম্প্রতি অফিস ছেড়েছেন।

ন্যাশনাল ফলন ফায়ার ফাইটার ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক রোনাল্ড সিয়ারনিকি বলেছেন, অ্যাপার্টমেন্টে তাপ দ্বারা সেট করা একটি স্প্রিংকলার সিস্টেম জীবন বাঁচাতে পারে।

'সম্ভবত এটি আগুন নিভিয়ে ফেলত বা অন্তত এটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখত এবং বিষাক্ত ধোঁয়ার পরিমাণ তৈরি করত না', বলেছেন সিয়ারনিকি। তিনি আরো যোগ করেছেন যে, দমকল কর্মী গোষ্ঠীগুলো বছরের পর বছর ধরে কঠোর স্প্রিংকলার প্রয়োজনীয়তার জন্য লবিং করছে। বিল্ডিংটি পশ্চিম আফ্রিকার গাম্বিয়া থেকে আসা অনেক পরিবারের আবাসস্থল।

বাসিন্দা কারেন ডেজেসাস বলেছেন, তিনি ফায়ার অ্যালার্ম বন্ধ হয়ে যাওয়া শুনতে পেতেন। 'আমি আসলে দরজায় ধোঁয়া দেখতে পেয়েই বুঝতে পেরেছি যে, এটি আসলে একটি আগুন এবং আমি লোকেদের চিৎকার শুনতে শুরু করেছি, 'সাহায্য! সাহায্য! সাহায্য করুন!'-সে বলল।

ডেজেসাস, যিনি তার ছেলে এবং ৩ বছর বয়সী নাতনির সাথে তার দোতলার অ্যাপার্টমেন্টে ছিলেন, অবিলম্বে পরিবারের সদস্যদের ডেকেছিলেন এবং দরজার নীচে রাখার জন্য তোয়ালে আনতে দৌড়েছিলেন। কিন্তু ৫৬ বছর বয়সী বাসিন্দা গামছা খুঁজে পাবার আগেই তার সিঁড়ি দিয়ে ধোঁয়া নামতে শুরু করে, তাই তিনজন দৌড়ে অ্যাপার্টমেন্টের পিছনে চলে যান।

সে বলল, 'এটা খুব ভীতিকর ছিল'। 'শুধু এই যে আমরা এমন একটি বিল্ডিংয়ে রয়েছি যা জ্বলছে এবং আপনি জানেন না আপনি কীভাবে বের হতে চলেছেন। অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা সময়মতো আপনার কাছে আসবে কিনা তা আপনি জানেন না'।

দমকলকর্মীরা তার দরজা ভেঙে তিনজনকেই জানালা দিয়ে এবং একটি সিঁড়ি বেয়ে নিরাপত্তার জন্য সাহায্য করে। দেজেসাস নেমে যাওয়ার পথে তার উদ্ধারকারীকে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

এর আগে ১৯৯০ সালে নিউইয়র্ক সিটির আগুন ছিল সবচেয়ে মারাত্মক, যখন ব্রঙ্কসের হ্যাপি ল্যান্ড সোশ্যাল ক্লাবে অগ্নিসংযোগে ৮৭ জন মারা গিয়েছিল। ফিলাডেলফিয়ায় একটি বাড়িতে অগ্নিকান্ডে আট শিশুসহ ১২ জন নিহত হওয়ার ঠিক কয়েকদিন পর গত রোববারের আগুনের ঘটনা ঘটে। সূত্র: এপি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

মরদেহ লন্ডনের পীস গার্ডেনে

(২৬ পাতার পর)

নুরুল ইসলাম ১৯৫৬ সালের ৬ নভেম্বর বিলাতে আসেন। লন্ডনে তিনি ১৯৫৮ সালের আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, ১৯৬৩ সালে 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অব পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন ইন গ্রেট ব্রিটেন' গঠনের অন্যতম প্রধান এবং ১৯৬৪ সালে 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশে ভ্রমণকালীন লন্ডনে ইস্ট পাকিস্তান হাউসকেন্দ্রিক পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীনতার নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে তার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে তাঁর লেখাপড়ার সেখানেই ইতি ঘটে! তিনি দেশে ফিরে ৬-দফা আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, এবং শেষ পর্যন্ত ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে সেক্টর ৪ এ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১-৭২ সালে স্বাধীনতার পর তিনি প্রশাসনিক সচিব ছিলেন। ভারতে তখন ৪ ও ৫ নং সেক্টরের প্রতিনিধি দেওয়ান ফরিদ গাজীর (প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা সম্পন্ন) একান্ত সচিব ছিলেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রবাসীদের কল্যাণার্থে 'প্রবাসী বাঙালী কল্যাণ বোর্ড' গঠিত হলে এটির সচিব হিসেবে ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভুমিকা রাখেন তিনি। সিলেট মহকুমা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হোন তিনি এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করে ছাত্র ইউনিয়নকে নেতৃত্ব দেন। তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে সক্রিয়ভাবে ভুমিকা রাখেন। তিনি ১৯৫৮ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের নেতা, ১৯৬৩ সালে ন্যাশন্যাল ফেডারেশন অব পাকিস্তান এসোসিয়েশনের ইন গ্রেট বৃটেনের গঠনের উদ্যোগতা এবং প্রধান ছিলেন, ১৯৬৪ সালে ইস্ট পাকিস্তান হাউসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-র নির্বাচন, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশে বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তিনি। ১৯৭৮ সালে তিনি সিলেটের জিন্দাবাজারে বাংলাদেশ ওভারসীজ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন প্রবাসীদের কল্যাণে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি। সিলেটে প্রবাসী সন্তানদের পড়ার সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন খাজাঞ্চীবাড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। সাংবাদিকতা জীবনে তিনি লন্ডন থেকে প্রকাশিত দেশের ডাক, পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান টুডে এবং প্রাচীন ডন পত্রিকার লন্ডন প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি বাংলাদেশ অভজারভার এবং নিউনেশন পত্রিকায় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন।।



তিনি যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন 'বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের' প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী যা পূর্বে পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নামে ছিল ও 'পাকিস্তান ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন, যা বর্তমানে 'বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন' নামে পরিচিত। এছাড়াও তিনি সিলেটে 'ওভারসিজ সেন্টার'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিনিয়র কো-ওর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন। ন্যাশনাল ফেডারেশন অব পাকিস্তান এসোসিয়েশন ইন ইউকের ফাউন্ডার জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন তিনি। এছাড়াও তিনি বৃটেন ও বাংলাদেশের আরও বহু সংগঠনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন।

১৯৭১ সালে সেক্টর ৪ এ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং যুগোস্লাভিয়া সফর করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সমর্থন বাড়াতে। ১৯৭১ সালে দেওয়ান ফরিদ গাজীর একান্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১-৭২ সালে স্বাধীনতার পর তিনি প্রশাসনিক সচিব ছিলেন। ২০১২ সালে তাঁকে তাঁর বই 'প্রবাসীর কথা' লেখক হিসাবে সসম্মানে বাংলা একাডেমির ফেলোশিপ দেওয়া হয়। গবেষণা গ্রন্থ 'প্রবাসীর কথা'র অসামান্য অবদান রয়েছে বিশ্ব অভিবাসনের ক্ষেত্রে। ২০১৩-১৮ তিনি বোর্ড সদস্য ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের। ২০১৩ সালে অভিবাসনের উপর তার দ্বিতীয় গবেষণা বই 'From Sojourner to Settler' সম্পূর্ণ করেছেন। বইটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত।

শোক প্রকাশ: সাংবাদিক ও গবেষক নূরুল ইসলামের ইন্তেকালে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন প্রতিষ্ঠান দুটির সিইও/সম্পাদক আবু তাহের। এছাড়াও মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক সোসাইটি ইউএস'র পক্ষ থেকে সংগঠনের সভপতি তজমুল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন শোক ও সমাবেদনা প্রকাশ করেছেন।





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❋ ফিজিক্যাল এক্সাম ❋ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❋ টিএসি এক্সাম ❋ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❋ ডায়াবেটিস ❋ উচ্চ রক্তচাপ ❋ থাইরয়েড ❋ এজমা ❋ বাতের ব্যথা ❋ গ্যাষ্ট্রো ❋ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে ব্লক পরীক্ষা, ইকেজি, শ্বাইরোমেট্রি, মেশোগ্রাফি, টিবি টেষ্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, HIS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য ল্যসফ্রেড মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্সুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

166-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F টেন 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালটেন্ট

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এষ্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংড়ভরধ খড়পধারড়হ
২৮-৫৭ ঝাবরহধু ঝাবরবহ,
অংড়ভরধ, ঘঢ
ঘ রসবহ ড়ভ ৩০ অব. ঝাবরড়হ
ঞবহ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

দ্বিতীয় জয়ের জন্য ৭ বছর অপেক্ষা করতে হলো আইরিশদের



স্পোর্টস ডেস্ক: ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ক্রিকেট বিশ্বের এক পরাশক্তির নাম। বাইশ গজের লড়াইয়ে যে কোনো প্রতিপক্ষের কাছেই সমীহ প্রাপ্য ক্যারিবিয়ানদের। উইন্ডিজদের সামনে তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড। দুই দলের স্কোয়াড দেখলেই তা স্পষ্ট হয়। ওডিআইয়ের হেড টু হেড পরিসংখ্যানেও আইরিশদের চেয়ে যোজন যোজন এগিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবীয়দের ১১ জয়ের বিপরীতে আয়ারল্যান্ডের জয় ছিল মাত্র ১টি। ২০১৫ সালের সেই জয়ের দীর্ঘ ৭ বছর পর আবারও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারালো আইরিশরা। তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে স্বাগতিকদের ৫ উইকেটে হারিয়ে সমতায় ফিরেছে আয়ারল্যান্ড।

নিয়মিত একাদশের একাধিক খেলোয়াড় ছাড়াই দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নামে আইরিশরা। এমন পরিস্থিতিতে হ্যারি টেক্টর ও অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনের নৈপুণ্যে জয় তুলে নেয় পল স্টার্লিংয়ের দল। তবে আইরিশদের জয়ে হাত রয়েছে বৃষ্টিরও। আগে ব্যাট করে ৪৮ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২২৯ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আয়ারল্যান্ডের দলীয় রান দেড়শ পেরোতেই হানা দেয় বৃষ্টি। পরবর্তীতে খেলা শুরু হলে আইরিশদের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৬ ওভারে ১৬৮ রান। তাতে বৃষ্টির পর আয়ারল্যান্ডের প্রয়োজন হয় ২৮ বলে মাত্র ১১ রান।

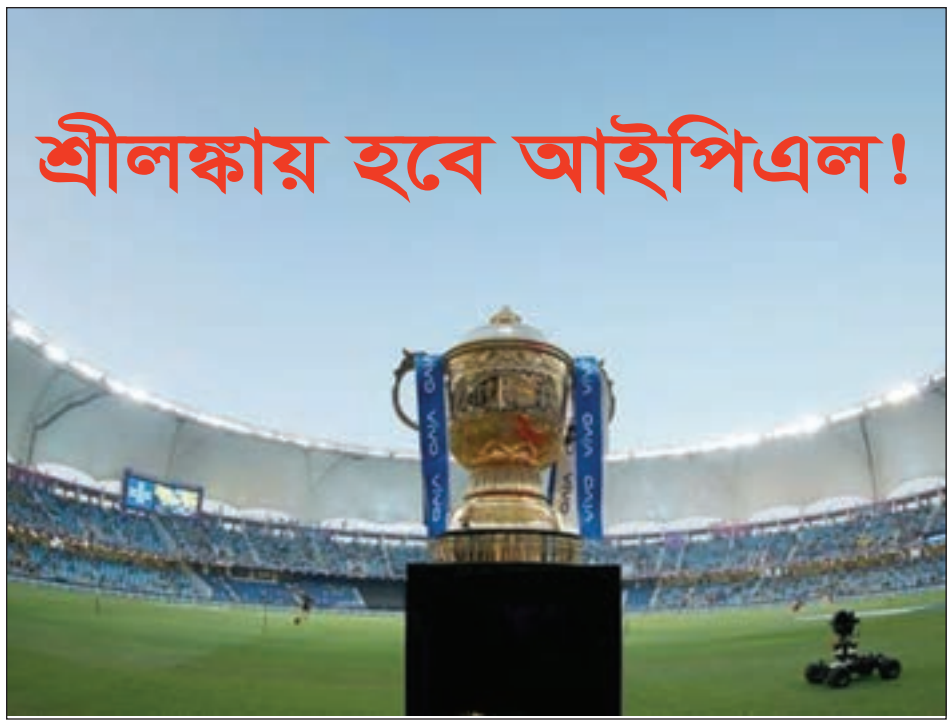
দলীয় ৩৭ রানে প্রথম উইকেট হারায় আয়ারল্যান্ড। ১৫ বলে ২১ রান করে আকিল হোসেনের উইকেটে পরিণত হন অধিনায়ক পল স্টার্লিং। এদিন আয়ারল্যান্ডের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডেতে ৫ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন স্টার্লিং। ২৬ রান করে ফেরেন উইলিয়াম পর্টারফিল্ড। এরপর অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন ও হ্যারি টেক্টর মিলে ৪৪ রানের জুটি গড়েন। ম্যাকব্রাইন ৩৫ রানে আউট হলে ভাঙে জুটিটি। দলীয় সর্বোচ্চ ৫৪ রানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন টেক্টর। ৭৫ বলের ইনিংসটিতে ৪টি চার ও ১ ছক্কা হাঁকান তিনি। ৮ ওভার বল করে ৫১ রানের বিনিময়ে ২ উইকেট নেন আকিল হোসেন। একটি করে উইকেট পান রস্টন চেজ, রোমারিও শেফার্ড ও কাইরন পোলার্ড।

সাবিনা পার্কে টস জিতে আগে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেয় আয়ারল্যান্ড। প্রথম সাফল্য পেতে দশম ওভার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় আইরিশদের। টানা তিন ওভারে তিন উইকেট নেন ক্রেইগ ইয়াং। ১০ম, ১২তম ও ১৪তম ওভারে সাজঘরে ফেরেন শাই হোপ, জাস্টিন গ্রেভস ও নিকোলাস পুরান। ৪৩ রানে ৩ উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এরপর জোড়া আঘাত হানেন ম্যাকব্রাইন। টানা দুই ওভারে তিনি শিকার করেন কাইরন পোলার্ড ও রস্টন চেজকে। শামারহ ব্রুকস করেন ৪৩ রান। ১১১ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলে ক্যারিবিয়ানরা। অষ্টম উইকেটে রোমারিও শেফার্ডের সাথে ৩২ রানের জুটি গড়ে আকিল হোসেন বিদায় নিলে ১৪৩ রানে ৮ উইকেট হারায় সফরকারীরা।

নবম উইকেটে ৫৮ রানের জুটি গড়েন শেফার্ড ও ওডেন স্মিথ। ১৯ বলে ৪৬ রানের ক্যামিও ইনিংস আসে স্মিথের ব্যাট থেকে। স্মিথের ঝড় থামান জশুয়া লিটল। ৪১ বলে ৫০ রান করা শেফার্ডকে বোল্ড করে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে অল-আউট করেন ম্যাকব্রাইন।

শ্রীলঙ্কায় হবে আইপিএল!



স্পোর্টস ডেস্ক: করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনে পর্যুদস্ত ভারত। ক্রমবর্ধমান সংক্রমণে শঙ্কায় পড়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগের (আইপিএল) পঞ্চদশ আসর। করোনার প্রকোপ না কমলে ভারতে হবে না আইপিএল। সেক্ষেত্রে বিকল্প ভেন্যু খুঁজছে বিসিসিআই। এরইমধ্যে আইপিএলের আয়োজক হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে শ্রীলঙ্কা। শোনা যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার নামও। করোনাভাইরাসের প্রকোপে আইপিএলের ১৪তম আসরের পুরোটা ভারতের মাটিতে আয়োজন সম্ভব হয়নি। বাকি অংশ আরব আমিরাতে শেষ করেছে বিসিসিআই। মাঝে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় ভারতীয় বোর্ড ঘোষণা দিয়েছিল, আইপিএলের আগামী সংস্করণ আয়োজিত হবে ভারতেই। তবে করোনার দৌরাত্মে দৃশ্যপট পাল্টাতে শুরু করেছে। যে কারণে বিসিসিআইয়ের খুঁজতে হচ্ছে নতুন ভেন্যু।

ভারতীয় দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিসিসিআইয়ের চোখ মহারাষ্ট্রের দিকে। এই রাজ্যের চারটি স্টেডিয়ামে আইপিএল আয়োজনের পরিকল্পনা করছে বিসিসিআই। অন্যথায় অন্য দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সহায়তা নেবে ভারতীয় বোর্ড। সম্ভাব্য দেশগুলো শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

আইপিএল আয়োজনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক মোহন ডি সিলভা ক্রিকবাজকে বলেন, 'আমরা রিপোর্ট দেখেছি এবং শ্রীলঙ্কায় আইপিএল আয়োজন করতে পারলে খুশি হব। এই বিষয়ে দ্রুতই আমরা বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আলোচনা শুরু করব। শ্রীলঙ্কা কোভিড পরিস্থিতি খারাপ নয় এবং নিঃসন্দেহে আমরা ভালো আয়োজক হব।'

সম্ভাবনার তালিকায় থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা এর আগেও একবার আইপিএলের আয়োজক হয়েছিল। ২০০৯ সালে ভারতে লোকসভা নির্বাচনের কারণে আইপিএল দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজন করা হয়েছিল।

আইপিএলের ১৫তম আসরে আরো দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সংযুক্ত হয়েছে, আহমেদাবাদ ও লখনৌ। ইতিমধ্যে বোর্ডের কাছ থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে দল দুটির ফ্র্যাঞ্চাইজি। বেঙ্গালুরুতে ১০ দলের অংশগ্রহণে এবারের নিলাম অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারী। আর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই পর্দা উঠার কথা আইপিএ‡লর।

৪২ বছর পর্যন্ত খেলবেন রোনালদো!



স্পোর্টস ডেস্ক: বয়সকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে এখনও ফুটবল মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। বিস্ময়কর তার ফিটনেস। ঠিক যেন ২০-২২ বছরের তরুণদের মতো। আগামী মাসেই পর্তুগিজ মহাতারকা ৩৭ বছর পূর্ণ করবেন। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ফেরার পর ১৪ গোল করেছেন। সারাবিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের প্রশ্ন, কত বছর বয়সে থামবেন সিআর সেভেন? এবার পর্তুগিজ তারকা নিজেই বিষয়টি খোলাসা করে বললেন।

'ইএসপিএন ব্রাজিল'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনালদো বলেছেন, 'একজন খেলোয়াড় হিসেবে দীর্ঘস্থায়িত্ব শীর্ষস্থানের ফুটবলে ভালো করা চালিয়ে যাওয়া যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, বিশেষ করে আমার ক্ষেত্রে, সেটা দেখাতে পেরে আমি খুবই খুশি। শারীরিক দিক থেকে নিজেকে ৩০ বছরের মনে হয় আমার। আমি নিজের শরীর ও মনের খুব যত্ন নিই। ৩৩ বছরে এসে শিখেছি, আপনি চাইলে আপনার শরীর সেটিতে সায় দেবে, কিন্তু মূল যুদ্ধটা মনের সঙ্গে।'

২০১৮ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জুভেন্টাসে যাওয়ার পর ৩৪ বছর বয়সী রোনালদোর ফিটনেস দেখে মুগ্ধ হয়েছিল জুভেন্টাসের চিকিৎসক দল। তাদের মনে হয়েছিল, রোনালদোর ফিটনেস বিশের ঘরে থাকা ফুটবলারের মতো। সিআর সেভেন আরও বলেন, 'যখন অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে যাবেন, তখন শীর্ষ মানে থাকার লক্ষ্যে স্থির থাকাটাই কঠিন কাজ। আর গত কয়েক বছরে সেটিই করছি। আমি এখন এমন মানসিকতা নিয়েই কাজ করছি, সেখানেই মনোযোগ দিচ্ছি।'

নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে রোনালদো বলেন, 'আমি জানি, আমার শরীর ভালোমতোই এটা সামাল দেবে কারণ, আমি শরীরকে শ্রদ্ধা করি এবং শরীর কী বলছে, সেটার গুরুত্ব দেই। জীবনে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত থাকা জরুরি, সেটি ভালো হোক বা খারাপ। যখন আপনি মাটিতে পড়ে যাবেন, তখন আবার উঠে দাঁড়ানোর শক্তি থাকতে হবে। আমি খুশি, আমি এখানে থাকতে চাই এবং দেখতে চাই কী হয়। আমি দেখতে চাই, আমি ৪০, ৪১ বা ৪২ বছরেও খেলতে পারি কি না। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এখন দিনের লক্ষ্য হলো মুহূর্তটা উপভোগ করা।'



কানাডায় শেষ হলো বাংলাদেশী শিল্পীদের চিত্রকর্ম প্রদর্শনী



সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, কানাডা থেকে: কানাডায় বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর ৩৮ জন শিল্পীর ৫০টি চিত্রকর্ম প্রদর্শনী স্থানীয় বুধবার (১২ জানুয়ারী) শেষ হলো। তবে প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া শিল্পকর্ম দেশ ফেরত পাঠানো নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

গত বছরের ১৮ নভেম্বর থেকে প্রায় দুই মাসব্যাপী কানাডায় 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বৃহত্তর টরোন্টোর আর্ট গ্যালারী অব মিসিসাগা, সাউথ এশিয়ান আর্ট গ্যালারি ও ঢাকার সামদানি আর্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত যৌথ প্রদর্শনী 'লাইটিং দ্য ফায়ার অব ফ্রিডম: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' ও বাংলাদেশের ৩৮ জন প্রধান শিল্পীদের অরিজিনাল ছবি নিয়ে করা 'আর্ট অব এ ইয়ং নেশান : বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হলো।

প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন হাই কমিশনার ড. খলিলুর রহমান। প্রদর্শনী দেখতে আসেন সপরিবারে প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সংসদ সদস্য ও সংসদীয় সাংস্কৃতিক কমিটির দূত অভিনেত্রী সুবর্ণা মুস্তাফা।

যাদের চিত্রকর্ম ছিলো, তারা হলেন- জয়নুল আবেদীন, এস এম সুলতান, মুর্তাজা বশীর, দেবদাস চক্রবর্তী, মোহাম্মদ কিবরিয়া, কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান, মিনরুল ইসলাম, মাহমুদুল হক, কালীদাস কর্মকার, হামিদুজ্জামান খান, আবদুস শাকুর, বীরেন সোম, শহীদ কবীর, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, ফরিদা জামান, সৈয়দ ইকবাল, আলমগীর হক, মোহাম্মদ ইউনুস, তাজউদ্দিন আহমেদ, কামাল কবীর, কুহু প্লামন্ডন, রোকেয়া সুলতানা, ইফতেখার আহমেদ, দিলারা বেগম জলি, ভিনীতা করীম, কনক চাঁপা চাকমা, মোহাম্মদ ইকবাল, মাহমুদুর রহমান, তায়েবা বেগম লিপি, মাকসুদা ইকবাল নিপা, বিপাশা হায়েত, আনিসুজ্জামান আনিস, নাজিয়া আন্দালীব প্রিমা পপ্রুখ। উল্লেখ্য, কোভিডের কারণে এই প্রদর্শনীর কিছুটা বিঘ্ন ঘটে।

প্রদর্শনীর সাফল্য সম্পর্কে এই প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের জবাবে হাই কমিশনার ড. খলিলুর রহমান বলেন, আলোচ্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে কানাডার মানুষ 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান নেতৃত্ব এবং দেশের প্রতি তার ভালোবাসা সম্পর্কে জানতে পারবে।

প্রদর্শনীর একমাত্র মিডিয়া পার্টনার কানাডার এনআরবি টিভির সিইও সাংবাদিক শহিদুল ইসলাম এব্যাপারে বলেন, কানাডার প্রধান আর্ট গ্যালারীতে বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের কর্মকান্ডের দুর্লভ ছবির প্রিন্ট ও ডিজিটাল গ্রাফিক বিখ্যাত বক্তৃতা ভিডিও সমন্বয়ে প্রদর্শনী হচ্ছে এবং দেশের ৩৮জন শিল্পীর শিল্পকর্ম টরন্টোবাসী দেখার সুযোগ পাচ্ছে। এটা অবশ্যই আমাদের জন্যে গর্ব ও আনন্দের।

গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকর্মগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এগুলো কি ঠিক মতো দেশে ফেরত যাবে? পাচার, পাইরেসি বা রেপ্লিকা না হবার বিষয় জানতে চাইলে হাই কমিশনার ড. খলিলুর রহমান এ প্রশ্নের জবাব বলেন- 'নো কমেন্ট'।

মিডিয়া পার্টনার জনাব মিন্টু মনে করেন, যারা ঢাকা থেকে ছবি পাঠিয়েছেন, তাদের ছবিগুলো সময় মতো আবার ফেরত যাবে বলে আশা প্রকাশ করছি; আশংকা নয়। এ ব্যাপারে অংশ গ্রহণকারী টরন্টোস্থ শিল্পী সৈয়দ ইকবালকে তাঁর ফেসবুকের ম্যাসেনজারে প্রশ্ন পাঠানো হলে, তিনি সাড়া দেননি।

মন্ট্রিয়লস্থ চিত্রশিল্পী রাকীব হাসান এই প্রতিবেদককে জানান, 'দেশ থেকে আমাদের এতোজন শিল্পীর কাজ এখানে এসেছে তা আগে জানলে নিশ্চয়ই দেখতে যেতাম! আর এইসব ছবি নিয়ে আশঙ্কার যে প্রসঙ্গ আসছে তা আসলে আমার ভাবনার বাইরে! কারা এর আয়োজক, এটাই বড় প্রশ্ন! দেশের এতোজন বিখ্যাত শিল্পীর ছবি যেখানে আছে সেখানে নিশ্চয়ই সরকার বা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কিম্বা দেশের অন্য কোনো না কেনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও সংগঠন জড়িত! আমি মনে করি না এ নিয়ে শঙ্কার কিছু থাকা উচিত! আমার ব্যক্তিগত ত্রিশ বছরের পেশার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, ছবি চুরি এবং হারানোর সম্ভাবনা অমূলক নয়! যদি আয়োজকরা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে করে থাকে, এসব হতেই পারে! তার দায় কে নেবে, নিশ্চয়ই আয়োজকরা! অনেক সময় আয়োজকরা ছবি প্রদর্শনীর কথা বলে নিয়ে আর ফেরত দেন না। এটা পৃথিবীব্যাপী একটা চলমান দৃশ্যপট। এরকম যদি ঘটে থাকে তা আমাদের শিল্পাঙ্গনের জন্য বড় লজ্জা এবং একটি খারাপ উদাহরণ হবে।'

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বাংলাদেশ সরকারের এই প্রদর্শনীর সঙ্গে কোন ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। এ বিষয়ে শিল্পকলা একাডেমির মহা পরিচালক লিয়াকত আলী লাকী জানান, এ বিষয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিরও কোন সম্পৃক্ততা নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা : দেশে ডানা মেলছে অসংখ্য গুজব

ঢাকা ডেস্ক: র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার পর থেকে নানা গুজব ডালপালা মেলছে। প্রতিদিনই আসছে উড়ো খবর- অমুকের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বাতিল হয়েছে, তমুক ঢুকতে পারেননি। একই সঙ্গে নানা আলোচনা এখানে-সেখানে- নিষেধাজ্ঞায় সরকার কি চাপে পড়েছে? সামনের দিনগুলোতে সরকার কি আরও বড় কূটনৈতিক চাপে পড়তে যাচ্ছে?

অবশ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার ঘটনা বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।

তবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের আলাপ-আলোচনার ওপরই নির্ভর করবে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবে কিনা।

গত ১০ ডিসেম্বর গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাব এবং র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিভাগ। আর পুলিশের বর্তমান মহাপরিদর্শক ও র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদের ওপর রাজস্ব বিভাগের নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথকভাবে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাও দেয়।

এ নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরপরই গুজব ছড়িয়ে পড়ে, সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পরে অবশ্য সেই প্রতিমন্ত্রী এই গুজব উড়িয়ে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনসহ কয়েকটি শহরে ঘুরে বেড়ানোর ছবি শেয়ার করেন ফেসবুকে। এরপর গুজব রটে, সরকারের একজন সিনিয়র সচিবকেও যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, এই সিনিয়র সচিব দেশেই আছেন। এরপর আরেক সংস্থাপ্রধানকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ না করতে দেওয়ার গুজব রটে। পরে দেখা যায়, তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফরেই যাননি।

একের পর এক গুজব রটে সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বাতিলের। তবে ব্যক্তির ভিসা বাতিল সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনো ধরনের তথ্যই প্রকাশ করে না। ফলে এ ধরনের গুজবের বিষয়ে সত্যতা যাচাই করারও কোনো সুযোগ থাকে না।

সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক সূত্র জানায়, নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি যুক্তরাষ্ট্র সরকার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। আর ভিসা বাতিলের বিষয়টি ব্যক্তির গোপনীয় বিষয়। ফলে ভিসা বাতিল-সংক্রান্ত কোনো তথ্য কখনোই যুক্তরাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানানো ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশ করে না। তবে কোনো দেশের এক বা একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অর্থ পাচার, মানবাধিকার লঙ্ঘন কিংবা গুরুতর অপরাধের তথ্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে থাকলে তা ওই দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরকে জানানো হয়।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা নিয়ে প্রবেশ করতে গেলেও ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে থাকা সুনির্দিষ্ট অপরাধের তথ্যের ভিত্তিতে কিংবা জোরালো সন্দেহ থাকলে কোনো ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিধান আছে। এটা সব দেশের নাগরিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বিশেষজ্ঞ মত: সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমশের মবিন চৌধুরী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এটা ইরান কিংবা উত্তর কোরিয়ার মতো ঢালাও নিষেধাজ্ঞা নয়। এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়বে না। সে কথা ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতও বলেছেন। এ নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে এরই মধ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। বস্তুত বাংলাদেশের সাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা প্রত্যাহার হবে কিনা, তা নির্ভর করবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের আলাপ-আলোচনার ওপর।

সাবেক রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক বিশ্লেষক হুমায়ুন কবীর বলেন, বাইডেন প্রশাসনকে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে তথ্য ও বিশ্লেষণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্টে এবং আন্তর্জাতিক একাধিক মানবাধিকার সংগঠনের রিপোর্ট বারবার এসেছে। সেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতা এবং নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করেছে। সম্ভবত, এ রিপোর্টগুলোই যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নীতিনির্ধারকদের নিষেধাজ্ঞার মতো সিদ্ধান্তে নিয়ে গেছে। এখন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। এই কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্য দিয়েই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হতে পারে। কিন্তু যেসব গুজব আসছে, সেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। গুজবে কান দেওয়া কিংবা আলোচনা করা অর্থহীন।

গওহর রিজভীর সঙ্গে মিলারের সাক্ষাৎ: প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার। পরে গত ১৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বিকেলে এক টুইট বার্তায় মিলার লিখেছেন, ড. গওহর রিজভী একজন বরেণ্য ইতিহাসবিদ, সজ্জন ব্যক্তি এবং বন্ধু। আলোচনায় তারা দুই দেশের আদর্শিক অবস্থানের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ঐতিহাসিক যৌথ সহযোগিতার সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে কথা বলেছেন। তারা দুই দেশের জনগণের সঙ্গে জনগণের অটুট ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার কথাও



চরিত্রবান নাগরিক গঠনে ইবাদাতসমুহ

(শেষের পাতার পর)

চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছেন। কোনক্রমেই নিয়ন্ত্রয়নের আওতায় বাধা যাচ্ছে না। সামাজিক চরিত্রের অন্যতম স্খলন হলো, দুর্নীতি। এটি সর্বত্রই আজ এক বহুল আলোচিত বিষয়। সব দেশেই কমবেশ দুর্নীতির অস্তিত্ব রয়েছে। এ জন্য একে দমন করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। হাতে নেয়া বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী। মানব মস্তিস্ক প্রসূত এ সব কর্মসূচীর ফলাফল আপাতদৃষ্টিতে সফল মনে হলেও, অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন কৌশলের ছত্রছায়ায় আরো প্রবলাকারে সমাজ ও সভ্যতাকে আক্রান্ত করবে। তাই চরিত্র গঠনের জন্য এবং দুর্নীতি দমনের জন্য আসমানী ফরমানের কাছে আসতে হবে। আল্লাহর রাসুল সাঃ তৎকালীন আপাদমস্তক চরিত্রহীন ও দুর্নীতিতে আক্রান্ত সমাজকে উদ্ধারের নিমিত্তে আসমানী কর্মসূচীর ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করেছিলেন। এ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে তিনি সর্বপ্রথম মানুষের অন্তরে "আল্লাহর ভয়" জাগ্রত করার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। সাথে সাথে তিনি আল্লাহর দেয়া আনুষ্ঠানিক ইবাদাত তথা নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সত্য কথা এই যে, দুর্নীতিকে সমুলে উচ্ছেদ করে মানুষকে দানশীল, উদার হৃদয়, সহানুভূতিশীল, মানব-দরদী ও পারস্পরিক কল্যাণকামী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি আনুষ্ঠানিক ইবাদাত সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালায়। যে সমাজে এ গুলো প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে দুশ্চরিত্রতা ও দুর্নীতির অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। তবে এ কর্মসুচিগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় দন্ড যাদের হাতে তাদের তথা সরকারের। আল্লাহ তা'আলা বলেন:-"তাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।"(সুরা হজ্জ ঃ ৪১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:-"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিৎ যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে আর অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর এরাই সফলকাম।"(সুরা আল ইমরান ঃ ১০৪) উল্লেখিত আয়াতে 'নির্দেশ করার' কথা বলা হয়েছে। নির্দেশ দেয়ার যোগ্যতা তারাই রাখে, যারা ক্ষমতার দন্ড হাতে নিয়ে বসে আছে। এবার লক্ষ চরিত্রবান নাগরিক গঠনের জন্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম কি ধরনের কর্মসূচী দিয়েছেঃ-

'ঈমান বিল গায়েব' তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস: এটি এমন এক বিশ্বাস, যে বিশ্বাস সর্বদা পরাক্রমশালী এক সত্বার ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। যে সত্বা নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও মহাপরিচালক, যিনি সর্বময় ক্ষমতা ও সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, যিনি বিশ্বজাহান পরিচালনা করছেন এক মহাপরিকল্পনা মোতাবেক, যিনি গোটা দুনিয়ার প্রতিটি অণু-পরমাণুর পূর্ণ খোঁজ-খবর রাখেন, মানুষের দৈনন্দিন কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-মন্দ যার নিয়ন্ত্রাণাধীন, প্রকৃতিরাজ্যের যিনি মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী। একজন ঈমানদার ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ করছেন, তাঁর ভাল ও খারাপ কাজের হিসাব তিনি নিবেন। ঈমানের এ ভীতি তাকে সর্বদা ভাল কাজের জন্যই উদ্বুদ্ধ করবে। তাছাড়া ঈমানের এই ঐক্য মানুষের পার্থিব সকল কার্যকলাপকে সুসংহত করে। যেহেতু আমরা একই মনিবের গোলাম, তাই একে অপরকে জুলুম করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন" তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাশীল, যে তোমাদের মধ্যে বেশী ভয় করে।(সুরা হুজরাত ঃ ১৩) বিশ্বাসের এ ঐক্য মানুষের প্রতি মানুষের জুলুমের কালো হাতটিকে দুর্বল করে দেয়। ফলে মানুষ কখনো অন্যের হক বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ঈমানদার আল্লাহর সিফাতি নামসমুহের উপর ঈমান রাখে। আল্লাহর সিফাতি নাম "আলিম" ও "রাকিব" অর্থ হলো, জানেন ও দেখেন। তাই সে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন খারাপ কাজ করতে পারেন না, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, কেউ না দেখলেও আল্লাহ জানেন বা দেখেন। এভাবে ঈমান মানুষের চরিত্র গঠনে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে।

সালাত: প্রতিদিন নামায ধনী-দরিদ্র, রাজা-ফকির সকলকে একই কাতারে একাকার করে মানুষে মানুষে ভেদাভেদকে নিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টির জন্য নামাযই এক উপযুক্ত হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। ভ্রাতৃত্বের এ প্রবল টানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় একে অপরের প্রতি সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন "নিশ্চয় নামায খারাপ ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সুরা আনকাবুত ঃ ৪৫) এ ভাবে চরিত্র গঠনে সালাত ক্রমাগত প্রচেষ্ঠা চালায়। দৈনিক পাঁচবার সালাত চারিত্রিক পরিশুদ্ধতার জন্য কার্যকরী ভূমিকা রাখে। তবে সেই সালাত হতে খুশু-খুজু ও মনযোগের সাথে। যেনতেন সালাত কোন কার্যকরী ভুমিকা রাখতে পারে না। ফলে সালাতও পড়ে মিথ্যা কথাও বলে, সালাতও পড়ে পাশাপাশি সুদ,ঘুষ, দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রের কাজও করে। তাই সালাত জেনে-বুঝে পড়তে হবে।

যাকাত: যাকাত সমাজে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান। সমাজের অধিবাসীরা একাধারে নৈতিক, কল্যাণকামী এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন পরস্পরের বন্ধু। যেমন: আল কুরআনের ঘোষনা "ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পর পরস্পরের দায়িত্বশীল বা সাহায্যকারী বন্ধু। এদের পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা নেক কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও রাসুলের বিধান মেনে চলে। প্রকৃতপক্ষে এদের প্রতিই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন।" (সুরা-তাওবা-৭১) সুতরাং এ দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কখনো দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রকে প্রশ্রয় দিতে পারে না।

রোযা: রোযা মানুষকে একটি মাস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সোনার মানুষে পরিণত করে। রোযা তাকওয়া ভিত্তিক সমাজ গঠনে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যায়। রমজানের রোযা ফরজ করে আল্লাহ বলছেন:- "হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পুর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের উপর। আশা করা যায় তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে।" (সুরা বাকারা-১৮৩) তাকওয়া বলতে বুঝি কোন এক অদৃশ্য ভয় যা আমাকে তাড়া করে ফিরে। যেমন: কোন মরুভুমি অথবা জনমানব শূন্য এলাকা যেখানে সন্ধা নেমে এলে বিপদ ঘটার সম্ভবনা থাকে। কোন ব্যক্তি তা জানার পর সে আপ্রান চেষ্টা করে সন্ধা নেমে আসার আগেই এলাকাটি দ্রুত ত্যাগ বা অতিক্রম করার। এখানে তাকে একটি ভয় তাড়া করে খুব দ্রুত এলাকা ত্যাগ করার জন্য সাহায্য করেছে। ভয়টি হলো: জীবন বা সর্বস্ব হারাবার ভয়। এমনি ভাবে জীবনের প্রতিটি কাজ সম্পাদন এবং প্রতিটি কথা বলার সময় যদি আল্লাহর ভয় আমাদেরকে তাড়া করে এবং সেই তাড়না ভাল মন্দ বাছাই করে চলতে বাধ্য করে। যিনি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেন, তিনি একজন মুত্তাকী। এর ফলে মানুষ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে এবং ন্যায় কাজ করার জন্য এগুতে পারে। সিয়ামের মাধ্যমে মানুষের বৈধ এবং শাণিত তিনটি হাতিয়ার তথা ক্ষুধা, পিপাসা, যৌনবৃত্তি এবং বিশ্রামের সঙ্গে ক্রমাগত ৩০টি দিন মুকাবিলা করে এ যোগ্যতাই সৃষ্টি করে থাকে। যার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিটি হুকুম পালনে যাবতীয় শক্তি নিযুক্ত করতে পারে। আল্লাহর নিষিদ্ধ ও অমনোনীত প্রত্যেকটি পাপ কাজকে রুখে দিতে পারে। এটিই তাক্ওয়ার শক্তি। তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার সকল কর্মকান্ড গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি সর্বশক্তিমান বিধায় আমার প্রতিটি দূর্নীতির জন্য শাস্তি দিবেন এবং প্রতিটি ন্যায়নীতির জন্য পুরস্কৃত করবেন। তিনি জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসার সংরক্ষণের জন্য সম্মানিত লেখক নিয়োজিত করেছেন। পৃথিবীর কেউ না দেখলেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঠিকই প্রত্যক্ষ করছেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমেও যা ধরা যায় না আল্লাহর কাছে তা গোপন থাকে না। কারন তিনি দেখেন,জানেন ও শুনেন। এ ধরনের ঈমানের বাস্তব প্রতিফলনের নাম তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয়। চিন্তা করুন এ ধরণের ব্যক্তি দ্ধারা দুর্নীতি ও চরিত্রহীনতার কাজ সংঘঠিত হওয়া কি আদৌ সম্ভব ?

হজ্জ: বিশ্বজনিন ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির এক বিশেষ ট্রেনিং এ হজ্জ। কালো-ধলা, বর্ণ-বৈষম্যহীন এক বিশ্ব গঠনের লক্ষ্যে সকলেই একই পোষাকে মাত্র দু-টুকরো কাপড় পরিধান করে দীন-ভিক্ষুকের ন্যায় আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হয়। এখানেও কোন ব্যক্তি বা দেশের বিশেষ মর্যাদা ও উচুঁ নীচুর শ্রেনী বিন্যাশ করা হয় না। মানবতার বন্ধু রাসুল সা: জীবনের শেষ হজ্জ অনুষ্ঠানে সোনার বাণী শুনিয়েছিলেন যে, "তোমরা সবাই ভাই এবং প্রত্যেকে সমান। তোমাদের কেউ অন্যের উপর বেশী সুবিধা বা মর্যাদা দাবী করতে পারবে না। একজন আরব অনারব থেকে বেশী মর্যাদাশীল নয় এবং একজন অনারবও আরববাসী থেকে অধিক মর্যাশীল নয়।" এভাবে হজ্জ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে থাকে। এবং সমাজ ব্যবস্থায় ন্যায়নীতির ভাবধারা চালু হয়।

এমনি ভাবে অন্যন্য ইবাদাতগুলো সম্মিলিতভাবে একজন ব্যক্তিকে ন্যায়নীতির ওপর চলার জন্য সার্বক্ষণিক চেষ্টা চালিয়ে যায়। এ ছাড়াও আল-কুরআন ও হাদীস ক্রমাগতভাবে একটি সুন্দর সমাজ কায়েম করার উপড় অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এমন কি মানুষের কষ্ট হয় এমন একটি ছোট্র ব্যাপারও ইসলাম বাদ দেয়নি। হযরত আবু মুসা রাঃ থেকে বর্ণিত, সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল কোন্ মুসলিমের ইসলাম সবচেয়ে ভাল? তিনি বলেন, ঐ মুসলিমের ইসলাম সবচেয়ে ভাল যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।" (বুখারী)

ইসলাম এক সার্বজনীন ও কল্যাণকামী জীবন ব্যবস্থা। আজ থেকে পনেরশত বৎসর আগে রাসুল সাঃ এর হাতে গড়া রাষ্ট্রটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। তিনি আল্লাহর দেয়া ঐ কর্মসুচীগুলোর মাধ্যমে এমন সমাজ কায়েম করেছিলেন, যে সমাজের অধিবাসীরা কতটুকু আল্লাহর ভয় পোষণ করার ফলে সাধারণ কোন অপরাধ করার পর পরই বিবেকের ক্রমাগত কষাঘাতে টিকতে না পেরে সাথে সাথে রাসুল স: এর বিচারালয়ে নিজের দুর্নীতির বিচার প্রার্থনা করতেন।

আর এ ধরণের তাকওয়া ভিত্তিক সমাজের উন্নয়নকল্পে আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনের দুয়ার সমুহ খুলে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন "লোকালয়ের মানুষগুলো যদি ঈমান আনতো ও তাকওয়া বা ভয় করতো তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান জমিনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম, কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। সুতরাং তাদের কর্মকান্ডের জন্য আমি তাদের পাকড়াও করলাম।" (সুরা আরাফ-৯৬) এ ধরনের তাকওয়া সম্পন্ন জনগোষ্টি নিয়ে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, সেটিই হবে আল-কুরআনের সমাজ, ইসলামী সমাজ ও আল্লাহর পছন্দের সমাজ। এ সমাজের প্রতিটি লোক ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে সম্মানিত হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ- "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন।" (সুরা আল হুজরাত-১৩) আল্লাহ আমাদের শাসকগণকে আল্লাহর দেয়া কর্মসুচীগুলো বুঝে তা বাস্তবায়নের তাওফীক দিন। আমীন।

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১৭

(শেষের পাতার পর)

(তারও আমার মতো সারাদিন শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করত) তাই আলসেমি ভেঙে কাজে যাবার জন্য তৈরী হয়ে রওনা দিলাম।

ট্রেনে উঠব পিছন থেকে এক স্বাস্থ্যবান কৃষাঙ্গ লোক ধাক্কা দিয়ে নিজে উঠে গেল, প্রায় পড়তে পড়তে কোনমতে নিজেকে সামলিয়ে উঠে বসলাম। অথচ আমি যে স্টপেজ থেকে ট্রেন নেই সেটা তেমন ভীড় না, আরামসে উঠা যায়। ট্রেনে এক মজার দৃশ্য দেখলাম, এক লম্বা চওড়া কৃষাঙ্গ মহিলা শরীর দুলিয়ে ভীষণ জোরে হাত তালি দিয়ে গান গাইছিল, সিলেটি ভাষায় আমরা যেটাকে ধামাইল বলি কিছুটা সেরকম ।

যাইহোক অর্ধেক পথ যাবার পর ট্রেন থেকে নেমে বাস নিতে হয়। ট্রেন স্টপেজ এ নেমে লিফট পেলে তো খুশির সীমা নেই। বেশির ভাগ দিনই লিফট চলে না তখন ৭৯ টা সিড়ি পার হয়ে স্ট্রিট লেভেলে পৌছাই। আর লিফট চললেও প্রতি দিন ঝগড়া মারামারি গালিগালাজ ধাক্কাধাক্কি লেগেই থাকে।

যেমন গতকাল প্রথমদফায় লিফটে উঠতে পারিনি, পেছনের লোক ধাক্কা দিয়ে আমি সহ আরও ২ জনকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে গেল। এদের একজন আবার বাচ্চার স্ট্রলারসহ। পরের বার লিফট আসলে আমরা ৩ জন উঠলাম, দেখি আগে থেকেই একজন পুরুষ মানুষ উইলচেয়ারে বসা। মাঝখানে আপার লেভেলে লিফট থামতেই বাইরে অপেক্ষারত এক বয়স্ক মহিলা কুকুরসহ দাঁড়িয়ে ছিল। লিফটের দরজা খুলতেই দুজনেই ঝগড়া শুরু করল। লোকটার হাতে মেটাল কিছু ছিল যেটা থাক করেছিল ওই মহিলার দিকে। এই ডামাডোলের মধ্যে প্রথমে বাচ্চার মা তাড়াহুড়ো করে নেমে গেল পরে ইয়াং মেয়েটা নেমে আমাকে ইশারায় ডাকল, আমিও ভয় পেয়ে নেমে গেলাম। এর মধ্যেই মহিলার কুকুর তার হাতের বেল্ট খুলে দিল ছুট। দুইপাশেই ট্রেন, কুকুরের মালিক মহিলা চিৎকার করে তার পিছনে দৌড় দিল। আহারে সে কি হাহাকার, সে কি কান্না! মহিলার পেছনে সেই ইয়াং মেয়েটা তার পার্স মোবাইল ফেলে দৌড় দিল আর বাচ্চার মা স্টলার কোনমতে দাঁড় করিয়ে রেখে ওই মেয়েটার ফোন পার্স, পানির বোতল বই কুড়িয়ে রাখছিল। ইতিমধ্যে চিল্লাচিল্লির মধ্যে বাচ্চাটা জেগে গেলে আমি তার সাথে কথা বলছিলাম।

সব কিছু এত দ্রুত হল, এত বেশি দ্রুত যেন সিনেমার শুটিং। আমরা এই ৪ জন মহিলা ছাড়া বাকি সব লোকজন ট্রেনে উঠল নামল, সবাই ভ্রুক্ষেপহীন। কুকুর নিয়ে এসে মহিলা আর ইয়াং মেয়েটা লিফটের কাছে এলে সবাই সবাইকে ধন্যবাদ আদান-প্রদান করলাম। তখন জানতে পারলাম মহিলা কুকুর নিয়ে লিফটে উঠতে চাইলে ওই লোকটা কুকুরকে আঘাত করে তাতেই কুকুরটা ভয় পেয়ে যায় আর স্বভাবতই মহিলা তার আদরের কুকুরকে আহত করায় অনেক অনেক কষ্ট পেয়েছে।

আমি এমনিতেই আবেগপ্রবণ মানুষ, এই সব ঘটনা আমাকে অনেক বেশি আলোড়িত করে। কুকুরের মালিক তার প্রিয় সংগী জন্য এরকম আকুল হবে সেটা ত স্বাভাবিক কিন্তু ওই ইয়াং মেয়েটা নিজের সব কিছু ফেলে কুকুরটা বাঁচাল। (তার নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু এখন কিছুতেই মনে করতে পারছি না, ভুলে গেছি।)

কুকুরের মালিকের নাম প্রেদ্রা, কুকুরের নাম হেনরি। তার বর মুসলিম ছিলেন, সিরিয়ান, মারা গেছেন।

মহিলা একটা ছবি তুলতে চাইলে, মেয়েটাকে বললাম তুমি সেলফি তোল আমি সেলফি তুলতে পারি না।

সেলফি তোলার পর সবাই যার যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের গন্তব্যে রওনা হলাম।

আবারও বিয়ে করছেন তাসনুভা তিশা

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠিত হবে তার বিয়ে। পাত্রের নাম সৈয়দ আজগর। তিনি হাই ভোল্টেজ নামের একটি এজেন্সিতে কর্মরত রয়েছেন। রোববার (১৬ জানুয়ারী) গণমাধ্যমকে অভিনেত্রী নিজেই খবরটি নিশ্চিত করেছেন। এটি তিশার তৃতীয় বিয়ে। ইতোমধ্যে আজগরের সঙ্গে আংটি বদল সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান তাসনুভা তিশা। গত ১ জানুয়ারি অভিনেত্রীর বনশ্রীর বাসায় দুই পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে বাগদান সেরে নেন তারা।

তিশা বলেন, 'আজগরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ২০২০ সালের ডিসেম্বরে। প্রথম দিকে কেবল চ্যাটিং আর ফোন-লাপ ছিল। সেই আলাপেই একে-অপরের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি। আমাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

তিশা জানান, আজগরের সঙ্গে সম্পর্ক শুরু হওয়ার প্রথম দিকেই এসব বিষয় জানিয়ে দেন। অভিনেত্রীর ভাষ্য, 'আমি শুরুতেই তাকে আমার সম্পর্কে সবকিছু জানাই। এরপর আমরা দুজনেই সিরিয়াস হয়ে যাই সম্পর্কে। পরিবারকে জানানোর পর তারাও সম্মতি দেন। ওর পরিবার আমাকে খুব পজিটিভলি নিয়েছেন। এজন্য আমি অনেক বেশি খুশি।'

আগাম ২ ফেব্রুয়ারী পারিবারিকভাবেই আকদ করবেন তিশা ও আজগর। এরপর পরিস্থিতি বুঝে বড় আয়োজন করবেন। এর আগে ভালোবেসে ২০১৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ফারজানুল হকের সঙ্গে ঘর বাঁধেন তিনি। তবে চার বছরের মাথায় এই সংসার ভেঙে যায়। তার আগেও এই অভিনেত্রীর আরেকটি সংসার ছিল।

কম ঘুমে ত্বকের যত ক্ষতি

(শেষের পাতার পর)

ত্বকের ক্ষতিও হয়। ত্বকের সুরক্ষায় সঠিক পরিমাণে ঘুম খুবই জরুরি।

শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য ঘুম অত্যাবশ্যক। যদি ঘুম ভালো না হয় তাহলে চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে যায়, সারাদিন চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ থাকে। তাই সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ঘুম খুবই প্রয়োজনীয়।

ঘুমের অভাবে করটিসল নামক একটি হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি করে, যা ত্বকের প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং নির্জীব করে তোলে ত্বককে। ফলে পর্যাপ্ত ঘুম না হলে ত্বক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে এবং নির্জীব ও শুষ্ক হয়ে যায়।

ত্বকে ব্রণ হওয়ার একটি কারণ হলো কম ঘুম। ঘুমের অভাব ত্বকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় ফলে ত্বকে ব্রণ সৃষ্টি করা ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ঘুমের অভাবে ত্বকে ব্রণ সমস্যা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কম ঘুমে ত্বকের প্রদাহও বৃদ্ধি পায়।

শরীর হাইড্রেটেড থাকে যদি ঘুম সঠিক পরিমাণে হয়। আর যদি ঘুম না হয় সেক্ষেত্রে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় এবং ত্বকে নানা সমস্যা দেখা দেয়। এ কারণে পর্যাপ্ত ঘুম হওয়া খুবই জরুরি।

কম ঘুমে আপনার ত্বক বুড়িয়ে যায়। কম ঘুম ত্বকে কোলাজেন উৎপাদন হ্রাস করে এবং ত্বকের বার্ধক্যজনিত কারণ গুলো ত্বকে ফুটে ওঠে।

ঘুম ভালো হলেই মন ভালো থাকে। আর মন ভালো থাকলে আপনার শরীর-ত্বক সবি থাকে ঠিকঠাক। তাই ঘুম যেন কম না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

প্রশংসার জোয়ারে ভাসছেন কোহলি

(শেষের পাতার পর)

আগে এভাবেই টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন কোহলি। আর ওয়ানডের অধিনায়কত্ব থেকে কোহলিকে সরিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এখন ভারতের কোনো ফরম্যাটেরই অধিনায়ক নন কোহলি।

টেস্ট অধিনায়কত্ব সরে যাবার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশংসার জোয়ারে ভাসছেন কোহলি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ভিভ রিচার্ডস থেকে শুরু করে সুনীল গাভাস্কার-শচীন টেন্ডুলকার-বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলীও প্রশংসা করেছেন।

টুইটারে ভিভ রিচার্ডস লিখেছেন, 'ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে দুর্দান্ত সময় উপহার দেওয়ার জন্য বিরাট কোহলিকে অভিনন্দন। দলনেতা ও ক্রিকেটার হিসেবে তুমি যা অর্জন করেছ, তার জন্য তোমার গর্বিত হওয়া উচিত। অবশ্যই বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা অধিনায়কদের তালিকায় তোমার নাম উপরের দিকেই থাকবে।'

ভারতের সাবেক কোচ ও কোহলির সাথে দীর্ঘদিন কাজ করা রবি শাস্ত্রী টুইট করেন, 'অধিনায়ক হিসেবে বিরাট কোহলি যে সাফল্য অর্জন করেছে, তা খুব কম ক্রিকেটারেরই রয়েছে। মাথা উঁচু করেই অধিনায়কত্ব ছেড়েছ তুমি। ভারতের সবচেয়ে সফল ও আগ্রাসী অধিনায়ক। তবে আমার কাছে দুঃখের দিন। কারণ আমরা দু'জনে মিলেই এই দলটা তৈরি করেছিলাম।'

ভারতের আরেক সাবেক অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কার লিখেছেন, 'কোহলির এমন সিদ্ধান্তে আমি অবাক নই। ভারতের অন্যতম সেরা অধিনায়ক। তার জন্য শুভ কামনা।'

মাস্টার ব্লাস্টার ব্যাটার শচীন টেন্ডুলকার লিখেছেন, 'তুমি সব সময় দলের জন্য শতভাগ দিয়েছ। জানি, এভাবেই দিয়ে যাবে ক্যারিয়ারের বাকি সময়টা।'

গাঙ্গুলী টুইট করে লিখেছেন, 'কোহলির নেতৃত্বে ভারত সব ধরনের ক্রিকেটেই উন্নতি করেছে। এটা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। বোর্ড এই সিদ্ধান্তকে সম্মান করে। ভবিষ্যতে এই দলটাকে আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে, সে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হবে। দারুণ এক

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Board certified in Internal Medicine

Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
Board certified in Cardiology

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372



৫৮ শতাংশ আমেরিকানের মতামত যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র ধ্বংসের মুখে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অসংখ্য বিষয়ে গভীর বিভাজন থাকা সত্ত্বেও আমেরিকানরা রাজনৈতিকভাবে একটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। প্রায় ৬০ শতাংশ মনে করছেন ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র। দেশটির কুইনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ের পোলিং ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক জরিপে এ শঙ্কার কথা বলা হয়েছে। জরিপে অংশ নেওয়া অধিকাংশ নাগরিকই মনে করছেন ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির মতো হামলার আশঙ্কা এখনো রয়েছে। ফোর্বস। ৭ থেকে ১০ জানুয়ারী পরিচালিত জরিপে অংশ নিয়েছিলেন এক হাজার ৩১৩ প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান। এতে দেখা গেছে, ৫৮ শতাংশ উত্তরদাতা বিশ্বাস করেন দেশের গণতন্ত্র ঝুঁকিতে রয়েছে। এদের মধ্যে ৬২ শতাংশ রিপাবলিকান, ৫৭ শতাংশ স্বতন্ত্র এবং ৫৬ শতাংশ ডেমোক্র্যাট।

৬ জানুয়ারী ওই হামলাকে পেছনে ফেলে 'এখন এগিয়ে যাওয়ার সময়' কিনা এবং ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অংশ নেওয়া উচিত কিনা-এ নিয়ে গভীরভাবে বিভক্ত নাগরিকরা। ৫০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, গত জানুয়ারীতে ইউএস ক্যাপিটলে হামলার ঘটনা 'কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়'। এদের মধ্যে ৮৮ শতাংশ ডেমেক্র্যাট। আর ৪৪ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করছেন, 'এখন শুধুই এগিয়ে যাওয়ার সময়'। একই রকম হামলা ফের হতে পারে কি-না প্রশ্নে ৫৩ শতাংশ উত্তরদাতা বিশ্বাস করেন 'খুব কিংবা কিছুটা' আশঙ্কা আছে। এদের মধ্যে ৬৯ শতাংশ ডেমোক্র্যাট এবং ৩৬ শতাংশ রিপাবলিকান। কুইনি-পয়াকের গত ১২ জানুয়ারী বুধবার প্রকাশিত অনুসন্ধান ডেমোক্র্যাটদের জন্য আরো হতাশাজনক খবর নিয়ে এসেছে। জরিপ অনুসারে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের গ্রহণযোগ্যতা আগের জরিপের চেয়ে (৩৬ শতাংশ) ৩ শতাংশ কমে ৩৩ শতাংশ হয়ে গেছে।

স্বৈরশাসকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার-হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রিপোর্ট: এদিকে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রিপোর্টের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বে স্বৈরশাসকদের ভবিষ্যৎ খুব একটা সুখকর হবে না। গত বছর তথা ২০২১ সালজুড়েই কঠোর চ্যালেঞ্জের মুখে ছিল স্বৈরশাসকরা। সামনের দিনগুলোতে তারা আরও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ২০২২'-এ বলা হয়েছে, এই মুহূর্তে যতটা মনে হচ্ছে, একনায়কদের ভবিষ্যৎ তার চেয়েও অন্ধকার হবে। তবে সেক্ষেত্রে দেশে দেশে একনায়কদের উত্থান ঠেকাতে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে গণতান্ত্রিক দেশগুলোকেই এগিয়ে আসতে হবে। নেতাদেরকে আরও কাজ করতে হবে। এক সাক্ষাৎকারে হিউম্যান রাইটসের প্রধান কেনেথ রথ বলেন, 'দেশে দেশে একনায়ক সরকারগুলো তাদের জনগণের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন ও সহিংসতা চালাচ্ছে। এটা তাদের দুর্বলার লক্ষণ।'

বিদেশে বসে দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারীদের পাসপোর্ট বাতিল হতে পারে: তথ্যমন্ত্রী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিদেশে বসে দেশের বিরুদ্ধে অপ-প্রচারকারীদের পাসপোর্ট বাতিল হতে পারে। বৃ হস্পতিবার সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সা-ংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, 'বিদেশে বসে দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালা‡না, দেশে হানাহানির উদ্দেশ্যে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র করা, বিদেশিদের কাছে অপপ্রচার চালানো, এগুলো রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্যক্রম। কেউ যদি রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকে, রাষ্ট্র তার পাসপোর্ট বাতিল করতে পারে। গতকাল (বুধবার) আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় সেই সিদ্ধান্তই হয়েছে।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527



মুনার শিক্ষা বৈঠকে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ

(৪৬ পাতার পর)

সম্পাদক মো: রাশেদুজ্জামান ও মেনপাওয়ার এন্ড এডুকেশনাল ডাইরেক্টর মাওলানা তোহা আমিন খান। বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী, ন্যাশনাল দাওয়াহ ও ফেইথ অ্যাওয়ারনেস ডাইরেক্টর ড. মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

ন্যাশনাল প্রেডিডেন্ট হারুন অর রশীদ বলেন, পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্য্যকে তুলে ধরা প্রত্যেকটা ঈমানদারের নৈতিক দায়িত্ব। বর্তমান সমাজে দ্বীনি কাজ সম্প্রসারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান আর কুর-আন-হাদিসের জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই।

আরমান চৌধুরী মুনা'র সাংগঠনিক অবকাঠানো তুলে ধরে বলেন, দাওয়াতে দ্বীনের পাশাপাশি সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করা সময়ের দাবী। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের সাথে মিশে প্রমাণ করতে হবে আমরা দায়ী ইল্লাল্লাহের কাজ করছি। সমাজের চাহিদা কি তা চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। প্রতিবেশীর সাথে রাখতে হবে সুসম্পর্ক, আর এটাই ইসলামের নৈতিক শিক্ষা।

ড. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের গুণাবলী তুলে ধরে বলেন, একজন কর্মীর তুলনায় নেতার জবাবদিহিতা অনেক বেশী। তাই দায়িত্বশীলদের আচার-ব্যবহার চলাচল সবই হবে আল্লাহর কুরআন ও রাসুল (সা:)'র নির্ধারিত পন্থায়। কুরআন ও হাদীসকে যথাযথ অনুসরণ করতে পারলেই দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তি সম্ভব।

সভাপতির বক্তব্যে আবদুল্লাহ আল আরিফ বলেন, ইসলামী আন্দোলনের কাজকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছঁতে হলে নৈতিক চরিত্র ও ঐক্যের শক্তি অর্জন করতে হবে। কোন অবস্থাতে দ্বীনি পরিবেশকে নষ্ট করা যাবেনা। সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকদের নিকট দরদ মন নিয়ে দাওয়াত দিতে হবে। তিনি সকল শ্রেণীর লোকদের কাছে ইসলামের সুমহান বাণী তুলে ধরার গুরুত্বারোপ করে বলেন "যেখানে মুসলমান সেখানে হালাকাহ্"। আর এটাই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার অন্যতম মাধ্যম।

তিন শতাধিক লোকের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জোন কর্মপরিষদ সদস্য দিদারুল আলম, প্রফেসর দেলোয়ার মজুমদার, মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, এডভোকেট আবুল হাসেম, সামসুল আলম, জিয়া উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

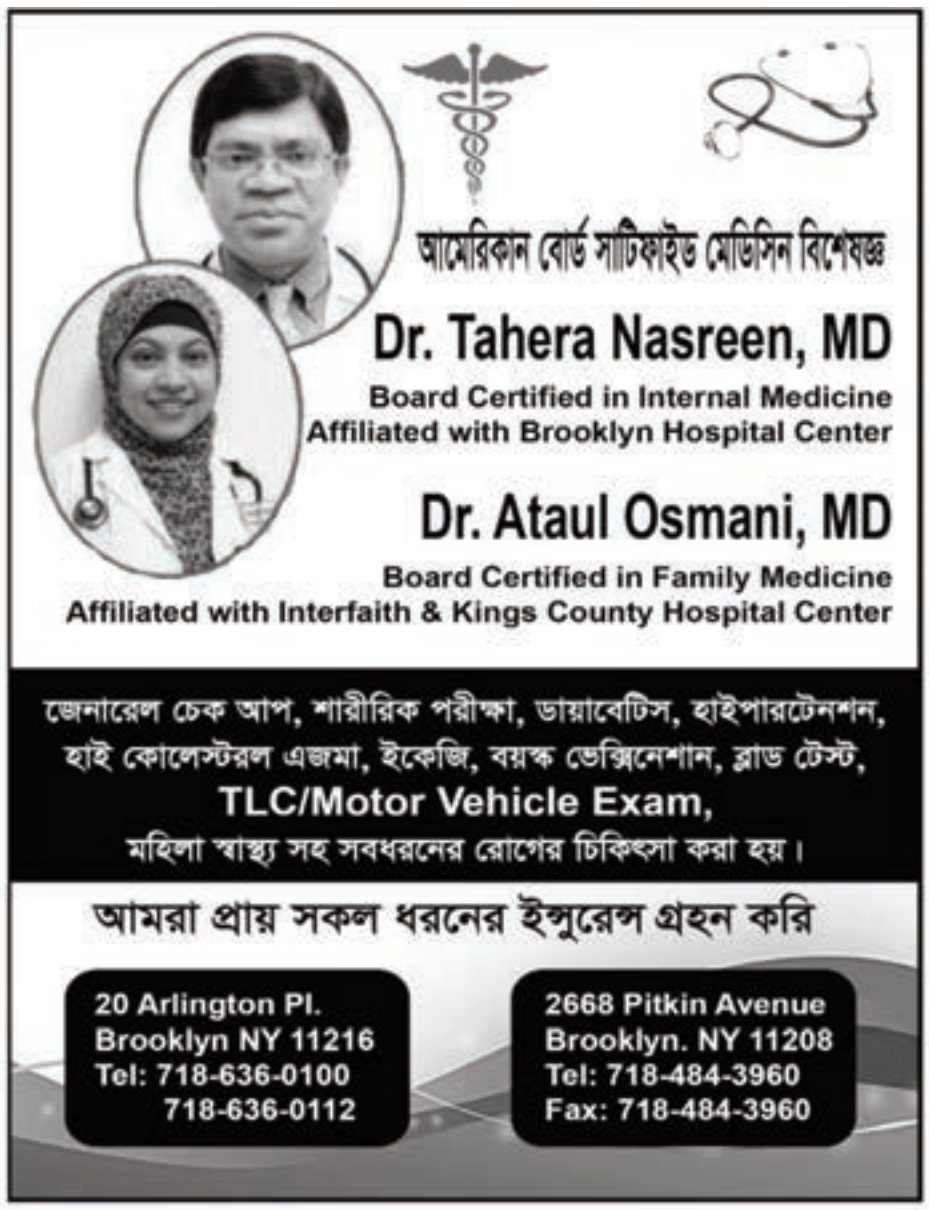
বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get 25% Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বেসমেন্ট ভাড়া

৯৪-২১ ২১৫ প্লেস, কুইন্স ভিলেজে বেসমেন্টে দুই বেড রুম, কিচেন ও বাথরুম ভাড়া হবে যোগাযোগ : ৩৪৭ ৫৩৬ ০২৬৮

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ ষ্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

পাত্র চাই

বাংলাদেশে অবস্থানরত ৫২ বছর বয়সী নি:সন্তান পাত্রীর জন্য একজন সমবয়সী পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৮৬-৪৬৪৬
জা-১০/১৭

আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়েতে লটো, বেয়ার স্টোরে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। প্রার্থীকে লটো মেশিন চালাতে জানতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৮১-৭৫২২
ডি-২০/২৭/জানু-০৩/১০

জ্যামাইকায় দোকান বিক্রয়

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউ সাবওয়ে ও বাস স্টপেজের সাথে চালু অবস্থায় একটি মোবাইল/গিফট শপ/ই বাইক/জুয়েলারী/খেলনা/শোপিস এর দোকান বিক্রিয় হইবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫১০-৫১৭৮
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানে ফুড এন্ড ভেজিটেবল পুশকার্ড-এর রাতের শিফটে কাজ করার জন্য পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৯২-৯৪৯৫
ন-২৯/ডি-০৬

মেডালিয়ান বিক্রি

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার মেডালিয়ান ইয়েলো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

রুমমেট আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়ে স্ট্রীট সাবওয়ের পাশে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ পহেলা ডিসেম্বর থেকে তিনজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯৩৪-২১৬-৫২০৬
ন-২২/২৯

আবশ্যক

হালাল ফুড/জাইরো কারের জন্য মোবাইল ফুড ভেনডিং লাইসেন্সধারী লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬১-৫৪৮২ অথবা ৩৪৭-৭৮৪-৮৭৭৩
ন-২২/২৯

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

সোফা বিক্রি

উডসাইড এলাকার বাসা বদলের প্রেক্ষিতে একটি বড় সোফা বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৮৬-৪৫৭৭
ডি-১৩/২০

সেমি বেইসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের নিকটে ৭০ স্ট্রিটে নর্দান বুলেবার্ড, মসজিদ সংলগ্ন সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ন নতুন ২ বেডরুম, ১ লিভিং, ১ কিচেন ও ১ বাথরুমের একটি সেমি বেইসমেন্ট বাসা পহেলা ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: পাভেল (৯২৯) ৪২৪-৭৮৮১ অথবা (৬৪৬) ৯৫৭-৫১৫৪
ন-১৫/২২

আবশ্যক

এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউর একটি রেষ্টুরেন্টে কাজের জন্য কাউন্টার পার্সন ও কিচেন হেলপার আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯২৯-৪৭১-৫৭৪৩
ডি-১৩/২০

রুম ভাড়া

সানিসাইডের ৪৪ স্ট্রীট-এ সেভেন ট্রেন এর ৪৬ ষ্ট্রীট ষ্টেশন থেকে দুই মিনিটের দূরত্ব) একটা বড় রুম শুধুমাত্র একজন অধুমপায়ী ও কর্মজীবি'র কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ৮০০ ইউএস ডলার। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৯৫-৫১৭৯
ডি-১৩/২০

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

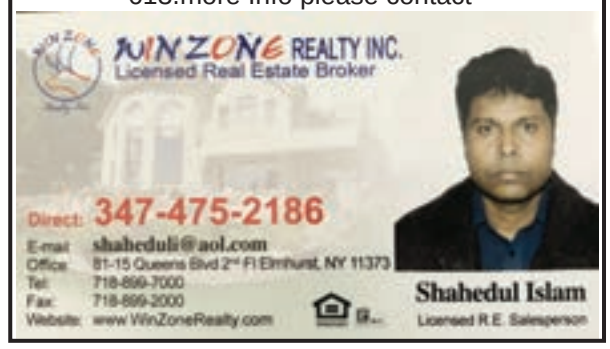
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



প্রার্থীর আলোচনায় বদরুল হেলাল ছানু মইনুল

(শেষের পাতার পর)

অতীতের মতো এবারও একাধিক প্যানেল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও শীর্ষস্থানীয়রা একক প্যানেলের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পক্ষে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

জানা গেছে, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচনে সংগঠনের বর্তমান সভাপতি মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল, সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বিয়ানী-বাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মাসুদুল হক ছানু, বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলাম প্রমুখ আগ্রহী বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে মইনুল ইসলাম ছাড়া বাকীরা সভাপতি পদে এবং মইনুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী। নির্বাচনে 'বদরুল-মইনুল' প্যানেল চূড়ান্ত বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। এছাড়াও সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ও সহ সভাপতি আহবাব হোসেন চৌধুরী খোকন অর্থাৎ 'হেলাল-আহবাব' প্যানেল নিয়েও



আলোচনা চলছে বলে জানা যায়। পাশাপাশি মাসুদুল হক ছানু স্বতন্ত্র প্রার্থী হচ্ছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিগত কয়েক বছর ধরে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কর্মকান্ডে কিছুটা স্থবিরতা বিরাজ করছে। বিশেষ করে বিগত ও বর্তমান কমিটির প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নিউইয়র্কে জালালাবাদ ভবন নির্মাণের বিষয়টি শুধু মুখে মুখেই ঘোরপাক খাচ্ছে। এনিয়ে জালালাবাদবাসীদের মধ্যে ক্ষোভও বিরাজ করছে। অথচ এক সময় জালালাবাদ এসোসিয়েশন কমিউনিটির একটি আলোচিত এবং অন্যতম বড় সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হতো। সেই সংগঠনের সদস্যদের আগ্রহ-উদ্দীপনায় হ্রাস পেয়েছে।

অপরদিকে এসোসিয়েশনের একাধিক সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নির্বাচন ঘিরে মাঠে নেমেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন- আজমল হোসেন কুনু, আজিমুর রহমান বুরহান, মকবুল রহিম চুনুই, মুস্তফা কামাল, ধলা মিয়া, আব্দুল হাসিম হাসনু, জুনেদ চৌধুরী, জগলুর চৌধুরী প্রমুখ।

অপরদিকে এসোসিয়েশনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে বিশেষ করে জালালাবাদ ভবন নির্মাণের প্রকল্প সম্পন্ন করতে আবার সভাপতির দায়িত্ব নিতে চান সাবেক



সভাপতি বদরুল হোসেন খান। তার সাথে তিনি বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলাম-কে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে চান। অপরদিকে এসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে আবার প্রার্থী হতে চান। পাশাপাশি মাসুদুল হক মনে করেন যোগ নেতৃত্বের অভাবে জালালাবাদ এসোসিয়েশনে যে স্থবিরতা এসেছে তা কাঠিয়ে উঠে সংগঠনেকে চাঙ্গা করতে চান।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বৃহত্তর সিলেটের চার জেলার ৩৯ উপজেলার বাসিন্দারা ভোট দিয়ে থাকেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে। বিভিন্ন কারণে বিগত দুই টার্ম ধরে এসোসিয়েশনের নির্বাচন হচ্ছে না। ২০১৭ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আগামী নির্বাচন পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন। কমিশনের কর্মকর্তারা হলেন: প্রধান নির্বাচন কমিশনার- আতাউর রহমান সেলিম, কমিশনার যথাক্রমে মোশারফ আলম (সুনামগঞ্জ, নিউজার্সী), সাব্বির হোসেন (হবিগঞ্জ), মিনহাজ আহমেদ সাম্মু (মৌলভীবাজার) ও আহমদ হাকিম (সিলেট)।

ট্যাক্স ফাইল শুরু ২৪ জানুয়ারী

(শেষের পাতার পর)

এজেন্টদের সাথেও কথা বলে রেখেছেন। নথিপত্র পাওয়ার পর ট্যাক্স ফাইল করা শুরু করবেন। পাশাপাশি যারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ফাইল করতে চান তারা ভিটা ট্যাক্স প্রোভাইডারদের সাথে কথা বলছেন। ১০ জানুয়ারী ২০২১ সালের ট্যাক্স ফাইল করা তারিখ ঘোষণাসহ এসংক্রান্ত ঘোষণা দিয়েছে আইআরএস। সেখানে ২০২১ সালের ট্যাক্স ফাইল করা সংক্রান্ত সকল নিয়ম কানুন বলা হয়েছে।

এদিকে ট্রাক্স ফাইলিং বিশেষজ্ঞরা অভিজ্ঞজনদেও সাহায্যে ট্যাক্স ফাইলিং করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। কেননা বিভিন্ন করণেই অন্যান্য বছরেরমতো এবারো নতুন নতুন বিষয় ট্যাক্স ফাইলিং-এর সাথে জড়িত। এজন্য সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইলিং করা না হলে হিসে বিপরীত হতে পারে। নিউইয়র্কের উল্লেখ্যযোগ্য ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: সাউথওয়েষ্ট ইউএসএ গ্রুপ ইনক, কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস, আহমেদ এন্ড কোং, এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস, আরমান চৌধুরী সিপিএ, পিয়ার ট্যাক্স এন্ড এক্সিকিউটিভ সার্ভিসেস, কাকাতুয়া এজেন্সী, হি-লসাইড একাউন্টিং সার্ভিসেস, এম্প্রী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স, শরীফ ট্যাক্স সার্ভিসেস, মুন মাল্টি সার্ভিসেস, জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস প্রভৃতি



মির্জা ফখরুলের বাসার সবাই করোনায় আক্রান্ত (ছবি আছে ছবি নং-১৭)

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সংগ্রাম অনলাইন ডেস্ক: বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও তার স্ত্রী রাহাত আরা বেগমের পর তার বাসায় অবস্থানরত মেয়ে, ভাই, ভাবি ও কাজের লোকসহ সকলেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা: এ জেড এম জাহিদ হোসেন গতকাল বিকেলে মির্জা ফখরুলের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিতে তার উত্তরার বাসায় যান।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা: রফিকুল ইসলাম। ডা: আব্দুল আউয়াল, ডা: বাদশা, ডা: রাজিব, ডা: মুনতাসিরসহ বেশ কয়েকজন। তারা চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা: এ জেড এম জাহিদ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, বিএনপির মহাসচিবসহ তার বাসার সবাই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে তারা বাসায় থেকেই নিয়মিত চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন।

তিনি জানান, ফখরুল ইসলামের করোনা আক্রান্ত হওয়ার দ্বিতীয় সপ্তাহে চলছে। বাসার অন্যরা পর্যায়ক্রমে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের শারীরিক অবস্থা বেশি জটিলতা না থাকলেও তার গলায় খুশখুশে কাশি আছে। অন্যদেরও তেমন কোনো জটিলতা নেই। আগামী বুধবার ফখরুল আবারো করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করাবেন।

পুরুষ সঙ্গীসহ গ্রেপ্তার মডেল মৌ সিলেটে নতুন 'গুঞ্জন'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সিলেটি নাটকপাড়ার মৌ। এক নামেই তার পরিচিতি। মডেল মৌ নামে পরিচিত। স্ক্যান্ডালে ভরপুর বেসামাল এক তরুণী। মাদক, অনৈতিক কর্মকা-- অনেক কিছুতেই জড়িয়ে আছে তার নাম। বাড়ি সিলেট নগরের দক্ষিণ সুরমায়। এরপরও বয়ফ্রেন্ডদের 'জামাই' সাজিয়ে বসবাস করেন নগরীর ভাড়া বাসায়। আমোদ-ফূর্তি, পুরুষ সঙ্গ, নেশায় বুঁদ থাকা সবই যেনো মডেল মৌয়ের কাছে নস্যি।

সিলেটের আলোচিত সেই মডেল মৌ এবার মাদকসহ গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশের ভাষায়- 'ডিয়ারিং তরুণী'। গ্রেপ্তার করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। জেরার মুখে স্বীকার করেছে মাদক জগতের অনেক অজানা কথা। মৌয়ের পুরো নাম সামিনা ইসলাম মৌ। বাড়ি দক্ষিণ সুরমার স্বর্ণশিখা আবাসিক এলাকায়। বেপরোয়া কর্মকা-ের কারণে কয়েক বছর আগেও একাধিকবার মৌ খবরের শিরোনাম হয়েছিল। এবার মাদকে জড়িয়ে ফের এসেছেন আলোচনায়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিলেটের 'মাদকরাজ্য' বলে পরিচিত সালুটিকর এলাকা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। সঙ্গে তার পুরুষ সঙ্গী সোহেল আহমদও। তার বাড়ি শহরতলীর নাজিরের গাঁওয়ে। পুলিশ জানায়, কোম্পানীগঞ্জের খাগাইল এলাকার মাদকস্পটে অনেকদিন ধরেই যাতায়াত করেন মডেল মৌ। একেক সময় একেক পুরুষ সঙ্গীকে নিয়ে প্রাইভেট কারযোগে খাগাইলে যান মৌ। সেখানে মাদক সেবনের পর বহন করে নিয়েও আসেন। সিলেট নগরে এনে মৌ এসব মাদক বিক্রি করেন। এমন খবর ক‡য়কদিন ধরে সালুটিকর পুলিশের কানে আসছিল। এরপর পুলিশ এ অভিযোগের নজরদারি শুরু করে। আর তদন্তের ফাঁকেই গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সালুটিকর ব্রিজের নিকটবর্তী বহরঘাটা নামক স্থানে চেকপোস্ট বসায়। চেকপোস্টে তল্লাশিকালে পুলিশ এক তরুণীকে প্রাইভেট কারের সামনের সিটে বসতে দেখে। কাছে গিয়ে কথা বলতেই রেগে যায় মৌ। নিজেকে মডেল দাবি করে। পুলিশ এ সময় মৌয়ের অসংলগ্ন কথাবার্তায় ধারণা করে মৌয়ের কাছে মাদক রয়েছে। তল্লাশি করে প্রাইভেট কার। এ সময় মৌ ও তার বয়ফ্রেন্ড সোহেলের কাছে দুই বোতল ফেনসিডিল পায়। পরে তাদের পার্শ্ববর্তী সালুটিকর পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যে‡ত চাইলে মৌ রেগে ওঠেন। তিনি যাবেন না বলে জানিয়ে দেন। একপর্যায়ে পুলিশ তাকে ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। সালুটিকর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শফিকুল ইসলাম খান মানবজ-মিনকে জানিয়েছেন- ফাঁড়িতে এনে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এ সময় ফাঁড়ির ভেতরেই নানা আচরণ করেন মৌ। মাদক বিক্রি ও সেবনের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা সে অস্বীকার করে। তবে- জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে সে মাদক সেবনের কথা স্বীকার করেছে। সে নিয়মিত ফেন-সিডিলসহ বিভিন্ন ধরনের মাদক সেবন করে বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করে। তার সঙ্গে থাকা বয়ফ্রেন্ডও মাদক সেবনের কথা স্বীকার করে। রাতে তাদের বিরুদ্ধে থানায় মাদক আইনে মামলা করা হয়। গতকাল দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, পুলিশ জানিয়েছে- রাতে থানায় জিজ্ঞাসাবাদকালে মৌ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে। সে পায়ের উপর পা তুলে কথা বলে। জেরার মুখে সে উল্টো পুলিশকেও শাসিয়েছে। নানা কথা ও হুমকি দিয়ে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। এ সময় সে নিজেও মাদকাসক্ত ছিল বলে জানায় পুলিশ। সিলেটের মডেল সামিনা ইসলাম মৌ'র বয়স ২৬-২৭ বছর হবে। প্রায় ৮ বছর আগে সে সিলেটের মডেলিং শুরু করে। স্থানীয়ভাবে তৈরি করা বিভিন্ন মিউজিক ভিডিওতে অভিনয় শুরু করে। আর এই অভিনয়ের মধ্যদিয়ে খুব অল্প দিনেই মৌ পরিচিতি লাভ করে। বিশেষ করে সিলেটি নাটকপাড়ার সে নজর কাড়ে। ২০১৩ সাল থেকে অভিনয় শুরু করে সিলেটি নাটকে। এ পর্যন্ত ১৫-২০টি সিলেটি নাটকে সে অভিনয় করেছে। আর এসব অভিনয় তাকে পরিচিতি এনে দিয়েছে কয়েকগুণ। এছাড়া বিভিন্ন স্টেজ শোতে নাচ, থার্টিফার্স্ট নাইটে উন্মাতাল নাচসহ নানা অনুষ্ঠানে মৌয়ের কদর বেশি। অনেকেই বেশি টাকা দিয়ে মৌকে পার্টিতে নিয়ে যান। আর এসব পার্টিতে মাদক খেয়ে নানা সময় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে মৌ এসেছে আলোচনায়। গত থার্টিফার্স্ট নাইটেও মৌ একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে এ রকম আচরণ করেছে। ধোপাদীঘিরপাড়ের অলিভ ট্রি নামের একটি শিসাঘরে গিয়ে আলোচিত হয়েছিল মৌ। ওই শিসা ঘরের নিয়মিত কাস্টমার ছিল মৌ। বিকাল হলেই শিসার নেশায় আসক্ত মৌ মডেলিং ও সিলেটি নাটক জগতের তার বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে ভিড় জমাতো। এ নিয়ে ওই শিসাঘর আলোচিত হলে পরে সেটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। মৌ'র ঘনিষ্টজনেরা জানিয়েছেন, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মৌ কখনো সাংসারিক হতে পারেনি। নাটকপাড়ার যুবক কামরুল ইসলামের সঙ্গে প্রথম বিয়ে হয়েছিল মৌ'র। সেটি ২০১৪ সালের পূর্বে। তাদের সংসারে এক সন্তানও রয়েছে। কিন্তু কামরুলের সঙ্গে বিয়ে হলেও ওই বছর নগরীর হাসান মার্কেটের ব্যবসায়ী সবুজ ও সাজুর সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিল মৌ। একসঙ্গে তিনি স্বামী কামরুলের ঘরে থেকেই দুই যুবকের স‡½ প্রেম চালিয়ে যান। এ নিয়ে ত্রিভুজ প্রেমের ঘটনাটি পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। জেলেও গিয়েছিল মৌ। তবে- মৌয়ের এসব উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ধরা পড়ার পর কামরুল তাকে ডিভোর্স দিয়েছেন। এ ঘটনার পর নগরীর চারাদীঘিরপাড় থেকে মাদকদ্রব্যসহ আরও একবার গ্রেপ্তার হন মৌ।

পার্থর বিরুদ্ধে মামলা খারিজ

(শেষের পাতার পর)

গুপ্তের (৪৪) বিরুদ্ধে নিউইয়র্কের হোমকেয়ার ও ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায়ী শাহনেওয়াজের করা এ হয়রানির মামলা খারিজ করেছে কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি। গত ১৪ জানুয়ারী শুক্রবার নিউইয়র্কের 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় অনলাইন এডিশনে এ সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, পার্থ গুপ্ত হত্যার হুমকি দিয়ে টেক্সট মেসেজ করেছেন ও জ্যাকসন হাইটসে একটি অনুষ্ঠানের পর পিস্তল দেখিয়ে গুলি করার হুমকি দিয়েছেন বলে পুলিশে অভিযোগ করেন শাহনেওয়াজ। এর সমর্থনে পার্থ গুপ্তর ছবির পাশে বিছানায় পিস্তলের ছবি পুলিশকে দেখান তিনি। অভিযোগ আমলে নিয়ে কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস তদন্ত শুরু করে এবং গত ৪ অক্টোবর পার্থকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গত ১২ জানুয়ারী বুধবার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির আহবানে শাহনেওয়াজের সব অভিযোগ খারিজ করে দেন কুইন্স ক্রিমিনাল কোর্টের বিচারক।

নিউইয়র্কের যন্ত্রশিল্পী পার্থ গুপ্ত'র অভিযোগ, শাহ নেওয়াজের হোমকেয়ার ব্যবসার পার্টনার ছিলেন তিনি। কোভিড-১৯ মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে ফেডারেল সরকার হোমকেয়ার ব্যবসাতে পে-চেক প্রটেকশন প্রোগ্রাম (পিপি)-এ অর্থ দিয়েছে নামমাত্র সুদে এবং এ অর্থ ফেরতের শর্ত যথাযথভাবে পূরণ করলে কখনোই তা ফেরত দিতে হবে না। শাহনেওয়াজ এ খাতে মোটা ঋণ নিয়েছেন- যার লভ্যাংশ পার্থ গুপ্তরও পাবার কথা।

পার্থ অভিযোগ করেন, সেই লভ্যাংশ চাইতে গেলেই বিরোধ বাঁধে শাহনেওয়াজের সঙ্গে। বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এমন ঘটনা সাজানো হয় আমাকে হয়রানি করতে, যাতে আমি আমার ন্যায্য হিস্যা আদায় থেকে বিরত থাকি।

এ ব্যাপারে রোববার ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয়। পার্থ আমাকে হুমকী দিয়েছিলো তাই আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছিলাম।

এদিকে মামলাটি খারিজ হওয়ায় পার্থ গুপ্ত তার পাওনা পেতে ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজের বিরুদ্ধে মানহানীর জন্য ক্ষতিপূরণ মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

ট্রাম্পের আইনে চলছে বাইডেনের ইমিগ্রেশন নীতি

(শেষের পাতার পর)

পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সেসময় আনডকুমেন্টেড বা অবৈধদের গ্রেফতারে ব্যাপক ধরপাকড় ছাড়াও ডিপোর্টেশন ছিলো লক্ষণীয়। মানুষ এর পরিবর্তন চেয়েছিলো। এমন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে জো বাইডেন করোনা মহামারী থেকে জনগণকে রক্ষা আর ইমিগ্রেশন নীতির পরিবর্তনের কথা জনমনে পজেটিভ প্রভাব ফেলে এবং বাইডেন জয়ী হন। কিন্তু নির্বচনে জয়লাভের পর বাইডেন প্রশাসন করোনা আর ইমিগ্রেশন বিষয়ে কোন পরিবর্তন আনতে পারেননি। বরং করোনা সংক্রম বাড়ছে এবং ইমিগ্রেশন সমস্যাও বাড়ছে, বাড়ছে গ্রীনকার্ড আর সিটেজেনশীপের আবেদন। বলা যায় ট্রাম্প প্রশানের আইনে চলছে বাইডেন প্রশাসনের ইমিগ্রেশন নীতি।

এটর্নী নাজমুল আলম বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভেঙ্গে পড়া ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হলে বা জনমনে স্বস্থি আনতে হলে বাইডেন প্রশাসনকে ইমিগ্রেশন নীতি পরিবর্তন সহ এই বিভাগে লোকবল বৃদ্ধি আর অর্থ বরাদ্ধ সহ গুরুত্বের সাথে সমস্যাগুলো মনিটর করতে হবে।

তিনি বলেন, যেসময় জনগণের জন্য ভালো ভালো আইন পাশ করার কথা সেখানে ডেমোক্র্যাট দলীয় সিনেটরগণ বিভক্ত হয়ে পড়ছেন। আর এই সুযোগ নিচ্ছে রিপাবি-লবকান সিনেটর। আবার সামনে মধ্যবর্তী নির্বাচন। তাই দিনে দিনে সংকটের মুখে পড়তে যাচ্ছে জো বাইডেন প্রশান।





খলিল বিরিয়ানীর স্বাদ নিলেন চার

(শেষের পাতার পর)

কাউন্সিলওম্যান শাহানাহানিফ, কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলমান চি অসি, কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ৩৭ থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলওম্যান স্যান্ডি নার্স এবং কাউন্সিল ডিস্টিক্ট ১৮ থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলওম্যান আমান্দা ফারিয়াস ।

গত ১৫ জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় খলিল বিরিয়ানীতে প্রথমেই তাদের আপ্যায়ন করা হয় ভাপ উঠানো বাংলাদেশী ঐতিহ্যবাহী ভাপা পিঠা এবং সমুচা-সিংগারা দিয়ে । তারপর তারা স্বাদ নেন শীতের দিনে বাংলাদেশী জনপ্রিয় খিচুরি ও ভুনা মাংস সহ অন্যান্যবাংলাদেশী খাবারের ।

চার কাউন্সিলমেম্বার অনেকক্ষণ খলিল বিরিয়ানীতে জমিয়ে আড্ডা দেন এবং তারা শেফ খলিলের কাছে তার সাফল্যের গল্পশুনতে চান । খলিল অন্যান্যদের জন্য অনুকরণীয় বলে তারা উল্লেখ করেন । কাউন্সিল মেম্বার আমান্দা ফারিয়াস শেফ খলিলকে তার কাউন্সিল ডিস্টিক্ট-এর একজন সফল ব্যবসায়ী বলে সহকর্মীদের কাছে তুলে ধরেন ।

কাউন্সিলমেম্বারগণ রেস্টুরেন্টে আগত বিভিন্ন বাংলাদেশী পরিবারের সাথে গিয়ে পরিচিত হন এবং তাদের সাথে ফটো সেসনে অংশ নেন । তারা আগামীতে তাদের সহকর্মী অন্যান্য কাউন্সিলম্যান এবং তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে বাংলাদেশী অন্যান্য খাবারের স্বাদ আস্বাদনের সাথে জমিয়ে আড্ডা দিতে খলিল বিরিয়ানীতে আসবেন এবং তারা শেফ খলিলুর রহমানের হাতের চমৎকার রান্না এই খাবারের তারা ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাকে ধন্যবাদ জানান ।

শেফ খলিলুর রহমান কাউন্সিলমেম্বারদের ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের হাতে রেস্টুরেন্টের কিছু স্মারকউপহার তুলে দেন ।রেস্টুরেন্টে আসার জন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ।

কাউন্সিলমেম্বারদের সাথে ডিনার ও আনন্দ আড্ডায় আরো উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক শাহেদ আলম এবং সাংবাদিক হাবিব রহমান ।





ব্রঙ্কসে হোম টেস্টিং কিট বিতরণ

(শেষের পাতার পর)

লুইস সিপুলভিদা, এসেম্বলিওম্যান কারিনারয়েস, এসেম্বলিম্যান কেনেথ বার্গোস, কাউন্সিলওম্যান আমান্দা ফারিয়াস এবং ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট ভেনেসা গিবসন ।

অনুষ্ঠানে সিনেটর লুইস বলেন, ব্রঙ্কস এলাকায় হাস-পাতাল ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে কোভিড সেন্টার খোলা হয়েছে । এখন থেকে বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত টেস্টিং কিট বিতরণ করা হবে । যার মাধ্যমে ঘরে বসেই ১৫ মিনিটে ফলাফল পাওয়া যাবে ।

অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী এই টেস্ট কিট সংগ্রহ করেন । এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীও ছিলেন ।

ড. মোবিনের সাথে জালালাবাদ এসোসিয়েন কর্মকর্তাদের সাক্ষাত



নিউইয়র্ক: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব ঢাকার সভাপতি, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ড. আব্দুল মোবিন এর সাথে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনর্কের নেতৃবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাত করেছেন । গত শনিবার (১৫ জানুয়ারী) রাত ৭ ঘটিকার সময় নিউইয়র্কের জামাইকায় প্রবীন প্রবাসী শেলি এ মুবদির বাসয় এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় । করোনা পরিস্থিতির কারনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে এ আয়োজন ছিল । কারণ ড. মোনি রোববার সকাল ১০টার ফ্লাইটে দেশের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন ।

ড. মোবিনের সাথে সাক্ষাতের সময় জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি ময়নুল চৌধুরী হেলাল, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর চৌধুরী শেফাজ, কার্যকরী কমিটির সদস্য হেলিম উদ্দিন, সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাবেক আহবায়ক শেলি এ মুবদি, আব্দুল মোমিত ফুয়াদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট খলকু কামাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । এসময় সংগঠনের স্মরণিকা ড. মোবিনের হাতে তুলে দেয়া হয় ।

ড. মোবিন সংক্ষিপ্ত সময়ে তার সাথে সাক্ষাতের আয়োজন করায় জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান । তিনি যুক্তরাষ্ট্রে জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যক্রম তুলে ধরেন । এছাড়াও তিনি জালালাবাদ এসোসিয়েশন প্রতিষ্টার পট-ভুমি তুলে ধরেন । তিনি সবাইকে তার জন্য দোয়া করার জন্যও অনুরোধ করেন ।

সভাপতি ময়নুল চৌধুরী হেলাল ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ সময় দেওয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান । উল্লেখ্য, ড. মোবিন সাবেক অর্থমন্ত্রী এম এ মুহিত ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমিন এর ভাই । -প্রেস বিজ্ঞপ্তি ।



জেবিবিএ'র অপরাংশের পাল্টা কমিটি গঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: 'জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াই' (জেবিবিএ)-এর বিভক্তি রয়ে গেলো । নির্বাচনের মাধ্যমে একাংশের নতুন কমিটি গঠন করার চারদিন পর বিশেষ সভা করে পাল্টা কমিটি ঘোষণা করেছে অপরাংশ । ২৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির এই অংশের সভাপতি মনোনীত হয়েছেন জেবিবিএ'র সাবেক কর্মকর্তা হারুন ভূইয়া ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন অপর সাবেক কর্মকর্তা ফাহাদ সোলায়মান । এদিকে গত ৯ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিন হন সাবেক সাধারণ সম্পাদক তারেক এইচ খান । যদিও তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি 'টুকু-মাসুদ' প্যানেল নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে আইনের আশ্রয় নেয়ার কথা বলছেন ।

জানা যায়, জেবিবিএ'র হানুন ভূইয়া ও ফাহাদ সোলায়মান নেতৃত্বাধীন নতুন কমিটি নিজেদের 'আদি জেবিবিএ' দাবি করে গত ১৩ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ একটি পার্টি হলে দুই বছরের (২০২২-২০২৩) জন্য নতুন কমিটি ঘোষণা করেছেন । ঘোষিত কমিটির কর্মকর্তারা হলন:

সভাপতি- হারুন ভূইয়া, সিনিয়র সহ সভাপতি- মনসুর চৌধুরী, সহ সভাপতি- বাবু খান, আবু নোমান শাকিল, জেড আর চৌধুরী লিটু ও নুরল আমিন বাবু, সাধারণ সম্পাদক- ফাহাদ সোলায়মান, যুগ্ম সম্পাদক- মো. আবুল কাশেম ও মাহমুদ হোসেন বাদশা, কোষাধ্যক্ষ- সেলিম হারুন, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ আলম নমি, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- এম আর খন্দকার সান্টো, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- আনোয়ার হোসেন, দপ্তর সম্পাদক- মাসুদ রানা তপন, প্রকাশনা সম্পাদক- শাহ চিশতি, প্রচার সম্পাদক- সুবল দেবনাথ এবং নারী বিষয়ক সম্পাদক- নিলুফা শিরীন ।

কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা হলেন- কামরুজ্জামান বাচ্চু, সাজ্জাদ হোসেন, মাসুম বেপারী, সনাতন শীল, মোরশেদ এস এম মাসুদ, মোহাম্মদ ইদ্রিস, আবদুল হামিদ, সাখাওয়াত বিশ্বাস, ইশতিয়াক রুমি, আফতাবুর জামান শিমুল ও তোহিদুল ইসলাম রনি ।

উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান এম এ আজিজ, উপদেষ্টারা হলেন- ফরহাদ রেজা, নাজমুন নাহার রহমান, বদরুল হক, সামিউল হক, এমকে রহমান মাহমুদ, সোহাগ আজম, জাকির এইচ চৌধুরী, রুহুল আমিন সরকার, মঈন চৌধুরী ও আজিজুল চৌধুরী মাসুম ।

এছাড়াও পরিচালকমন্ডলীতে রয়েছেন: মোহাম্মদ পিয়ার, কাজী মন্টু, মহসিন মিয়া, আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, কামরুজ্জামান কামরুল, মহসিন ননী, কাজী শামসুদ্দোহা, আনোয়ার জাহিদ, হুসেন রানা, রাশেদ আহমেদ, মোশারফ হোসেন ও এম উদ্দীন আলমগীর ।

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

মুনার শিক্ষা বৈঠকে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ

বিশুদ্ধ ঈমান ও কুরআন হাদীসের জ্ঞানার্জনের তাগিদ





নিউইয়র্ক: দ্বীনি কাজ সম্প্রসারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান আর কুরআন-হাদিসের জ্ঞানার্জনের দিকে বিশেষ নজর রাখার তাগিদ দিয়েছেন মুনার ন্যাশনাল প্রেডিডেন্ট হারুন অর রশীদ। গত ৮ জানুয়ারী মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) নিউইয়র্ক নর্থ জোন আয়োজিত দিনব্যাপি শিক্ষা বৈঠক এ তাগিদ দেন তিনি। জোন সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আরিফ এর সভাপতিত্বে বৈঠক যৌথ ভাবে পরিচালনা করেন জোনের সাধারণ (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)





জ্যাকসন হাইটসে ক্যারম প্রতিযোগিতা

মাদকমুক্ত থাকতে তরুণদের খেলাধুলায় ব্যস্ত রাখার আহবান



ছবিতে (বাঁ থেকে) মহসিন মিয়া, ডা. ওয়াজেদ এ খান, আবু জাফর মাহমুদ ও আবু তাহের

বিশেষ প্রতিনিধি: জ্যাকসন হাইটস-এর নবান্ন রেস্টুরেন্টের পার্টি সেন্টারে গত ১০ জানুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কেরাম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ওজন পার্ক স্পোর্টস ক্লাবের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বাংলাদেশীদের প্রথম হোমকেয়ার বাংলা সিডিপ্যাপে-এর প্রেসিডেন্ট, লেখক, মূলধারার রাজনীতিবিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। অন্যতম আয়োজক শাহবাজ আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহসীন মিয়া লাল এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের এবং সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান। এছাড়াও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও জেবিবিএ'র কর্মকর্তারা অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে আবু জাফর মাহমুদ টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করে বলেন, বর্তমানে আমাদের কমিউনিটিতে মাদকের ধ্বং-সলীলা চলছে। মাদক সেবনে নতুন প্রজন্মের অনেকে হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের পরিবার ধূলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেখার কেউ নেই। আমাদের সকলের উচিত প্রবাসে জন্মগ্রহণকারী ও বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করা। আজ আমার ভালো লাগছে যে আমাদের নতুন প্রজন্ম একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। তারা মাদকের পেছনে না গিয়ে খেলাধূলার আয়োজন করেছে। শরীর ভালো রাখার একমাত্র উপায় খেলাধূলা করা। নতুন প্রজন্ম পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলায় ব্যস্ত থাকলে তাদের আর সর্বনাশা ড্রাগের দিকে যেতে হবে না। কারণ তাদের মনে খেলাধূলাই থাকবে। অন্য বাজে কোন চিন্তা করার সুযোগ হবে না।

তিনি বলেন, আমি সবসময় এ ধরনের ভালো কাজে আছি এবং আগামীতেও থাকবো। তিনি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান খেলাধূলার পাশাপাশি বাংলাদেশকে ধারণ করার জন্য। কারণ তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখেই এই আয়োজন করেছেন।

ডা. ওয়াজেদ এ খান বলেন, তরুনরা আমাদের শক্তি। কিন্তু সেই তরুণদের হতে হবে শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান এবং সমাজের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু কেউ যদি মাদক গ্রহন করে সে আমাদের সমাজ তথা কমিউনিটির জন্য বোঝা। সুতরাং শক্তিশালী, শিক্ষিত এবং সুন্দর আগামী প্রজন্মের জন্য আমাদের দরকার খেলাধুলায় নিজেদেরকে আরও সম্পৃক্ত করা।

আবু তাহের তার বক্তব্যে বলেন, আজকের তরুণরাই আমাদের কমিউনিটির ভবিষ্যত। সুতরাং সবাইকে মাদকমুক্ত থাকতে খেলাধুলায় জড়াতে হবে। মাদক পরিহার করতে হবে। মাদকমুক্ত তরুণরাই পারে আমাদের কমিউনিটিকে শক্তিশালী করতে।

শাহবাজ আহমেদ জানান, এই টুর্নামেন্টে প্রায় ৪০টি দল অংশগ্রহণ করে। বিকেল থেকে ভোররাত পর্যন্ত টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্ট শেষে রাতেই বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

ইউএন উইমেন নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি হলেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা

নিউইয়র্ক: জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা ২০২২ সালের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে ইউএন উইমেন নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১১ জানুয়ারী জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সংস্থাটির ৫ সদস্য বিশিষ্ট ব্যুরোর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত আর্জেন্টিনা, ইউক্রেন, আইসল্যান্ড এবং সিয়েরালিওনের স্থায়ী প্রতিনিধিগণ।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ইউএন উইমেন নির্বাহী বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করল। নির্বাহী বোর্ড ইউএন উইমেনকে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। জাতিসংঘের এই সংস্থাটি লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নিবেদিত। বোর্ডের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ ইউএন উইমেনের কাজকে আরও বেগবান করতে অবদান রাখার সুযোগ পাবে।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় রাষ্ট্রদূত ফাতিমা তাঁকে নির্বাচিত করার জন্য বোর্ড-সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। সারা বিশ্বে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ অতিমারির এই সময়ে নারী ও মেয়েরা যে সকল চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তা মোকাবিলায় ইউএন উইমেন এর বোর্ড সদস্যগণ বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রতি যে আস্থা রেখেছেন সে জন্যও তাদের ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। প্রদত্ত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন,'এক মুহূর্ত বিলম্ব করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে কোভিড এর পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনায়ই লিঙ্গ-সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সকল অংশীজন



অর্থাৎ সরকার, বেসরকারী খাত ও এনজিওগুলো তা বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করছে। এছাড়া ইউএন উইমেনকে আমাদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান ও সম্পদ সরবরাহ করতে হবে যাতে প্রতিষ্ঠানটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সকল প্রচেষ্টায় অগ্রভাগে থাকতে পারে'।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা আশ্বস্ত করেন, নতুন নির্বাহী বোর্ড চ্যালেঞ্জিং এই সময়ে ইউএন উইমেন এর কাজকে আরও এগিয়ে নিতে কঠোর পরিশ্রম করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা এবং নারী ও মেয়েদের জন্য নিবেদিত বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় ও চ্যাম্পিয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য ইউএন উইমেনের প্রশংসা করেন এবং এর কাজের স্বীকৃতি প্রদান করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। তিনি বিশ্বব্যাপী কর্মরত ইউএন উইমেনের সকল কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান, যারা মহ-ামারীরি এই চ্যালেঞ্জের মধ্যেও নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সাহসের সাথে তাঁদের উপর অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

ইউএন উইমেন এর নির্বাহী পরিচালক রাষ্ট্রদূত সিমা বাহাউস নব-নির্বাচিত সভাপতিকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ইউএন উইমেন নতুন সভাপতির অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। মিজ বাহাউস আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা ব্যুরোর দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে ইউএন উইমেনের কাজে নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

এর আগে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা ২০২০ সালে ইউনিসেফ নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি এবং ২০২১ সালে ইউএনডিপি/ ইউএ-নএফপিএ/ ইউএনওপিএস এর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.

Mohammed Abdul Khaleque
IATA Accredited Approved Travel Agent
AUTHORIZED e-file PROVIDER
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!
We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation
বিশ্বাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+
নাক্টোর শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান্য কাপড়ের বিশাল সমাহার
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472



বাংলাদেশ ল' সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত

সভাপতি নাসির সাধারণ সম্পাদক জুনেল

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ ল' সোসাইটিই এসএ ইনক'র দ্বি-বার্ষিক (২০২২-২০২৩) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮ ডিসেম্বর শনিবার সিটির জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজায় এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ভোটগ্রহন চলে দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। নির্বাচন পরিচালনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবুল কে আজাদ তালুকদার, নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট সুলতানা জামান এবং এডভোকেট মোঃ ইমাম উদ্দিন সেলিম। ভোটারদের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনে যথাসময়ে ভোট গ্রহন সম্পন্ন হয়।





শুধুমাত্র সংগঠনের সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি পদে নির্বাচিত এডভোকেট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন এর প্রাপ্ত ভোট ৫১ এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি এডভোকেট এম মতিউর রহমান পেয়েছেন ৪৭ ভোট। সহ-সভাপতি পদে এডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ এবং এডভোকেট রুবিনা মান্নান প্রত্যেকে ৫৪ ভোট পেয়েনি নির্বাচিত হন। তাদের নিকটমত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং এডভোকেট মাহ-াবুবার রহমান বকুল। তারা প্রত্যেকে পেয়েছেন ৩৭ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত এডভোকেট সাইয়্যেদ মঈন উদ্দিন জুনেল এর প্রাপ্ত ভোট ৫৪ এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এডভোকেট মোঃ আব্দুর রশিদ পেয়েছেন ৪৪ ভোট। বাকী পদগুলোয় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন: যুগ্ন সম্পাদক- এডভোকেট মোঃ সাইদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক- এডভোকেট পর্না ইয়াসমিন, কোষাধ্যক্ষ- এডভোকেট মোঃ মাহবুব আলম, দপ্তর সম্পাদক- এডভোকেট সৈয়দ আজহারুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- এডভোকেট রেদোয়ানা রাজ্জাক, প্রকাশনা সম্পাদক- এডভোকেট জাহিদুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- ব্যারিষ্টার আকমা মখান। কার্যকরী সদস্য- এডভোকেট সুফিয়ান চৌধুরী, এডভোকেটএম এম নুরুজ্জামান, এডভোকেট লুৎফর রহমান। কার্যকরী সদস্য সংখ্যা মোট ৪ জন, একজনের মনোনয়ন বাতিল হওয়ায় এবং অন্য কোন প্রার্থী না থাকায় ৩ জন নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে কার্যকরী কমিটি এই পদ পুরল করবে।

ভোট গনণা শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট আবুল কে আজাদ তালুকদার ফলাফল ঘোষণা করেন। নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে, প্রার্থী এবং ভোটারদেও সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানান। নির্বাচনে বিজয়ী এবং পরাজিত সকলেই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন। সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশ ল' সোসাইটিকে উত্তোরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ল' সোসাইটির সকল সদস্য সহ নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International


Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AA American Airlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA



অভিযোগ সঠিক নয় : শাহ নেওয়াজ

পার্থর বিরুদ্ধে মামলা খারিজ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিজের ব্যবসায়ীক অংশিদার পার্থ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

মুক্তারা বেগম নদীর কলাম

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১৭



হাড় কাঁপানো শীতের সকাল, লেপের আদর ছেড়ে একদমই উঠতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে সারাটা দিন শুয়ে থাকি। অনেক প্রিয় লেখক এরিক মারিয়া রেমার্কের থ্রি কমরেডস অনেক প্রিয়। কিন্তু আমি তার গল্পের নায়িকা প্যাট্রিসিয়া হলম্যানের মতো সৌভাগ্যবতী না। (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

১৫ লক্ষাধিক আবেদন পেন্ডিং

ট্রাম্পের আইনে চলছে বাইডেনের ইমিগ্রেশন নীতি

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন নীতি ভেঙে পড়েছে। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশানের আইনে চলছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের ইমিগ্রেশন নীতি। ফলে দিনে দিনে বাড়ছে জট। গত শুক্রবার পর্যন্ত ১৫ লক্ষাধিক ইমিগ্রেশন বিষয়ক নানা আবেদন পেন্ডিং রয়েছে। ফলে জনমনে নানা ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। এমন তথ্য জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের অভিজ্ঞ এটর্নী নাজমুল আলম। এটর্নী নাজমুল আলম বলেন, রিপাবলিকান দলীয় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন নীতিতে ব্যাপক (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন-২০২২

প্রার্থীর আলোচনায় বদরুল হেলাল ছানু মইনুল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার আসন্ন নির্বাচন ঘিরে প্রবাসী জালালাবাদবাসীদের মাঝে উদ্বেগ-উত্তেজনা বাড়ছে। আগামী মার্চের মধ্যে এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এদিকে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

শীতকালীন ঝড়ের কবলে যুক্তরাষ্ট্রের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাত কোটি ৫০ লাখ মানুষকে শীতকালীন ঝড় ও তীব্র শীতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সোমবার পর্যন্ত দেশটির ৩৩টি রাজ্যে এ সতর্কতা কার্যকর থাকবে। রোববার (১৬ জানুয়ারী) এবিসি নিউজের (বাকি অংশ ০০ পাতায়)

ট্যাক্স ফাইল শুরু ২৪ জানুয়ারী

বিশেষ প্রতিনিধি: ২০২১ সালের ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে ২৪ জানুয়ারী থেকে। শেষ হবে ১৮ এপ্রিল। কেউ এই সময়ের মধ্যে ফাইল করতে না পারলে আইআরএস এর কাছে আবেদন করে সময় বাড়াতে পারবেন। ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়া



শুরু হতে আর বেশি দিন বাকি নেই। যারা ঝক্কি-ঝামেলা কিংবা ভিড়বাট্টা এড়াতে চান, তারা আগেভাগেই ট্যাক্স ফাইল করতে চাইছেন। এ জন্য তারা সিপিএ কিংবা ট্যাক্স ফাইল করেন এমন আইআরএস এনরোল (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ব্রঙ্কসে হোম টেস্টিং কিট বিতরণ

হাবিব রহমান: নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নর ক্যাথি হকুলের উদ্যোগে গত ১৩ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫টায় ঘরে বসে কোভিড টেস্ট করারজন্য "হোম টেস্টিং কিট" বিতরণ করা হয়েছে। ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার সাবওয়ে স্টেশনে এই কীট বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমগ্রেসম্যান রিচিটরেস, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

খলিল বিরিয়ানীর স্বাদ নিলেন চার কাউন্সিলমেম্বার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: শীতার্ত সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানীতে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ নিলেন নিউইয়র্ক সিটির চার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তারা হলেন কাউন্সিল ডিস্ট্রিক ৩৯ থেকে নির্বাচিত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)



জ্যাকসন হাইটসে ক্যারম প্রতিযোগিতা

বিশেষ প্রতিনিধি: জ্যাকসন হাইটস-এর নবান্ন রেস্টুরেন্টের পার্টি সেন্টারে গত ১০ জানুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তীর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কেরাম (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

বিয়ানীবাজার সমিতির পাঁচ উপদেষ্টা মনোনীত

রশীদ আহমদ: বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক এর কার্যকরী কমিটির প্রথম সভায় ৫ সদস্যেও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। (বাকি অংশ ৪ পাতায়)



চরিত্রবান নাগরিক গঠনে ইবাদাতসমুহ

জাফর আহমাদ

চরিত্রের স্খলন চারদিকে সমাজ ও সভ্যতাকে অস্থির করে তুলেছে। দেশের সরকার থেকে শুরু করে সমাজের সাধারণ নাগরিকগণ (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

খেলার খবর

প্রশংসার জোয়ারে ভাসছেন কোহলি

স্পোর্টস ডেস্ক: আচমকাই ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছেন বিরাট কোহলি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে অধিনায়কত্ব ছাড়ার ঘোষণা দেন তিনি। এর (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

হেলথ টিপস

কম ঘুমে ত্বকের যত ক্ষতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রায় সকলেই ঘুমকাতুরে হলেও কখনও কখনও কাজের চাপের কারণে ঘুম প্রয়োজনের থেকে কম হয়ে যায়। এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি তো হয়ই পাশাপাশি (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বিনোদন

আবারও বিয়ে করছেন তাসনুভা তিশা

বিনোদন ডেস্ক: ছোট পর্দার অভিনেত্রী তাসনুভা তিশা বিয়ে করছেন। আগামী ২ ফেব্রুয়ারী (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

সাফওয়ান ট্রাভেল এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safeantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

EXIT REALTY PRIME
বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা নিন
ASHIF CHAWDHURY
Licensed Realtor
Buy Rent Sell
Cell : 917-741-5308
Email : ashif.choudhury@gmail.com
169-24 Hillside Avenue, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432.
www.EXITPrimeNY.com
Fax : 718-262-0254
Office : 718-262-0254
Each office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com